মহারাষ্ট্র-গৌরব রাজারাম
বা
বীরপূজা

B/B
4826

মহারাষ্ট্র-গৌরব রাজারাম

বা

বীরপূজা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত।)

শ্রীহরনাথ বসু-প্রণীত।

প্রকাশক—
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স।
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।

১৯১২

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

Acc. No. 10310
Date- 29.3.96
Item No. B/A-4826
Don. By

৩

ভূমিকা।

—:০:—
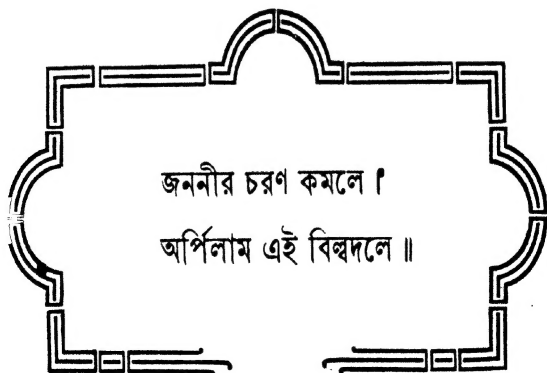
মহাপ্রাণ রাজারাম মহারাষ্ট্র ইতিহাসের এক জীবন্ত বিগ্রহ। এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থকারই ঐ মহাপুরুষের চরিত্র অবলম্বনে কোন পুস্তক রচনা করেন নাই। বীরপূজায় আমি সেই আদর্শ চরিত্রাঙ্কণে প্রয়াস পাইয়াছি।

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যত্রয়ে গোবর্দ্ধন চরিত্রাঙ্কনে আমি প্রবীণ নাট্যকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলাম—তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার আরো কয়েকজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর নিকট এই পুস্তক প্রণয়নে আমি অনেক প্রয়োজনীয় উপদেশ পাইয়াছি। তাঁহাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না।

শ্রীহরনাথ বসু।

গ্রন্থকার-প্রণীত অন্যান্য পুস্তক।

স্বর্ণহার (নাটক) ক্লাসিক থিয়েটারে
অভিনীত ... ... ৸৹

জাগরণ (নাটিকা) মিনার্ভা থিয়েটারে
অভিনীত ... ... ।৵৹

গুরু গোবিন্দ (নাটক) ... ... ১।৹

ময়ূর সিংহাসন (কোহিনুর থিয়েটারে
অভিনীত) ... ... ১৲

বেহুলা (ষ্টার থিয়েটারে
অভিনীত) ... ... ১৲

ললিত প্রসঙ্গ ... ... ॥৹

প্রসঙ্গ মালা ... ... ।৹

মনোহর পাঠ ... ... ।৵৹

ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ... ... ৶৹

ভূগোল প্রসঙ্গ ... ... ৶৹

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আরঙ্গজেব	...	...	ভারত-সম্রাট্।
কাশিম খাঁ	...	...	ঐ সেনাপতি।
রাজারাম	...	...	মহারাষ্ট্রপতি।
তানাজি	...	...	বৃদ্ধ সেনাপতি।
সান্তাজি	...	...	ঐ পুত্র।
রঙ্গনাথ	...	...	রাজ্যচ্যুত সামন্তরাজ।
গোবর্দ্ধন	...	...	দেশত্যাগী বাঙ্গালী।

আমীর ওমরাহগণ, মারাঠী অষ্টপ্রধান বা মন্ত্রিগণ, খোজা প্রহরী, দূত, সর্দ্দার, গ্রামবাসিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

জেহানারা	...	...	সম্রাটের ভগ্নী।
লক্ষ্মীবাই বা সরযূবাই		...	রঙ্গনাথের পত্নী।
বাসন্তী	...	...	ঐ পালিত কন্যা।
চণ্ডীবাই	...	...	রাজারামের ভ্রাতৃজায়া।

নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

মহারাষ্ট্র-গৌরব রাজারাম

বা

বীর-পূজা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতদুর্গে রাজারাম।

রাজা। (স্বগত) এই সেই পর্ব্বত-দুর্গ—পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পবিত্র বিজয়স্তম্ভ! এই স্থান হতে সমস্ত দক্ষিণাপথ স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে, কিন্তু যা দেখেছি আর তা নাই। কালস্রোতে সে অতীত গৌরব ধীরে ধীরে কোথায় ভেসে যাচ্ছে। অলক্ষ্যে ভবিষ্যের গর্ভ হতে কি একটা

ধূমায়মান যবনিকা এসে সমগ্র মহারাষ্ট্রদেশ ছেয়ে ফেলেছে। ঐ সুদূর বিজাপুরের বিরাট বোলি গুম্বুজের গগনস্পর্শী উচ্চ চূড়া হতে হিন্দুরাজের বিজয়-নিশান খসে গেছে; ওই জয়োন্মত্ত সম্রাটের অসংখ্য সেনানীর জয়োল্লাস ভেদ করে সহস্র সহস্র প্রজার করুণ আর্ত্তনাদ শুনা যাচ্ছে; ঐ অগণিত কৃষকপল্লী, অফুরন্ত মহারাষ্ট্র-গৃহ হতে বিলাসিতা প্রশ্বাসিত হচ্ছে; ঐ মহারাষ্ট্রপতি সম্ভাজী সম্ভোগ-সাগরে সন্তরণ দিতে দিতে মহারাষ্ট্রস্বাধীনতা বিক্রয় কত্তে যাচ্ছেন; ঐ গৃহশত্রু রঙ্গনাথ বিলাসরঙ্গে আত্মহারা হয়ে, স্বজাতীর সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য শত্রুশিবিরে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন! মা অষ্টভুজা, মহারাষ্ট্রবাসীর হৃদয়ে বল দাও—সম্ভাজীকে রক্ষা কর!

(চণ্ডীবাইয়ের প্রবেশ)

চণ্ডী। রক্ষা করেছেন! রাজারাম, এখনও কি এই নির্জ্জন পর্ব্বতে বসে বিশ্রাম করবে?

রাজা। কেন কি হয়েছে?

চণ্ডী। তোমায় বলে কোন ফল হবে কি? মহারাষ্ট্রবাসীর এই দুর্দ্দিনে তুমিত বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ?

রাজা। নিশ্চিন্ত নাই মা, চিন্তায় জর্জ্জরিত হয়ে আছি। ছত্রপতি শিবাজীর পবিত্র শোণিত হৃদয়ে ধারণ করে রাজারাম কখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। দুশ্চিন্তার দারুণ তুষানলে দিবানিশি আমি দগ্ধ হচ্ছি; অস্থিমজ্জা, মেদগ্রন্থি, শিরায় শিরায় অব্যক্ত বেদনা অনুভব কচ্ছি। চতুর্দ্দিকে হতাশের নিশ্বাস। স্থির হব কেমন করে মা বল মা, দাদার সংবাদ বল?

চণ্ডী। সব বলবো, তোমার জ্যেষ্ঠ নিহত, এই দেখ তোমা

ভ্রাতৃবধূর বৈধব্য চিহ্ন দেখ; কিন্তু হৃদয়ে বিশ্বনাশী প্রতিহিংসাগ্নি! এই দেখ হস্তে মৃত্যুসহচরী শাণিত ছুরিকা!

রাজা। স্থির হও মা!

চণ্ডী। স্থির হবার আর উপায় নাই। কি করে মোগলেরা তাঁকে হত্যা করেছে তা জান? উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তাঁর দুই চক্ষু উৎপাটিত করেছে। মর্ম্মভেদী যাতনায় ছট্‌ফট্ কত্তে কত্তে আমার চক্ষের সম্মুক্ষে আমার ইষ্ট দেবতার সব শেষ হয়ে গেল। সেই জ্বালার উপর আমার কোল থেকে আমার প্রাণের বাছা শাহুকে পিশাচেরা কেড়ে নিয়ে পালাল। শেষে মুসলমানের শিবিরে গিয়ে আমার কি হ'ল এই দ্যাখ (বক্ষে ছুরিকাঘাত) রাজারাম, যদি মহাত্মা শিবাজীর পুত্র হও, প্রতি—শো—ধ—নাও— (মৃত্যু।)

রাজা। একি হ'ল, একি শুন্‌লুম! মা অষ্টভুজা, একি কল্লি! কি সর্ব্বনাশ হলো! আর এখানে থাক্‌বো না; ঐ জ্যেষ্ঠের চিতাগ্নি পবিত্র হোমাগ্নি-শিখার মত দূর হতে আমায় আহ্বান কচ্ছে। ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেব, শত্রুপুরীতে আগুন জ্বালাব, মহারাষ্ট্র-জাতির ঘরে ঘরে শক্তি সঞ্চারিত কর্‌বো, করালী মন্দিরের পবিত্র খড়্গ শত্রুরক্তে রঞ্জিত কর্‌বো। মোগলকে ধর্ম্ম বিক্রয় কর্‌বো না—মাতৃদুগ্ধ কলঙ্কিত হতে দেবনা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—
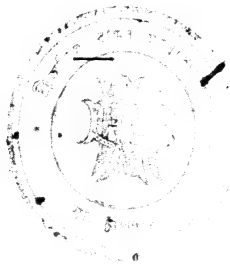
রঙ্গনাথের বহির্ব্বাটীর সম্মুখভাগ।

বাসন্তী।

গীত।

বাসন্তী। অপার সুখের সুখী করেছ নাথ আমারে।
তোমার রূপেতে আমার নয়ন দিয়েছ ভরে॥
তোমার করুণাধারে,
হৃদয় গিয়েছে ভরে,
হৃদয়ের নাথ তুমি হৃদয়ে রাখি তোমারে॥

(স্বগত) কেনা মেয়েকে বাবা কত ভালবাসেন! কেন এত ভালবাসেন! ঐ যা ভুলে যাচ্ছিলুম, দীননাথ ভালবাসান তাই ভালবাসেন। কিন্তু বাবা আমার সব সময় দীননাথকে ধরে রাখ্‌তে পারেন না, যেই আপনার ভাবনা আপনি ভাবেন, সাহায্যের জন্য ঐ মোগলদের সঙ্গে পরামর্শ করেন—অমনি আমার দীননাথ সরে যান। তাঁর কি একটা কাজ? আমার মত এমন কত কাঙাল পথে পথে কেঁদে বেড়ায়, তিনি নইলে কে তাদের কোলে তুলে নেবে?

(রঙ্গনাথের প্রবেশ)

রঙ্গনাথ। কে কাকে কোলে তুলে নেবে মা?

বাসন্তী। এই তুমি—তুমি আমায় কোলে তুলে নেবে না?

রঙ্গ। তোমায় ত আমি অনেকদিন কোলে তুলে নিইচি মা ?

বাস। তবে কেন মাঝে মাঝে ফেলে দাও ?

রঙ্গ। সেকি, তোমায় ফেলে দি! আমার এই দুঃখের জীবনে একটু শান্তি দেবার জন্য ভগবান্ তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছেন।

বাস। তবে কেন তুমি সেই ভগবানকে ভুলে যাও? ভগবানকে ভুল্লেই আমাকে ভুলে যাবে। ভগবান্ দীননাথ। দীননাথকে ভুল্লে কি আর দীনকে মনে থাক্‌বে!

রঙ্গ। পাগলি মেয়ে, এ সব তোকে কে শেখালে ?

বাস। কেন দীননাথ! দেখ বাবা, তুমি আর ওদের সঙ্গে মিশো না।

রঙ্গ। কাদের সঙ্গে ?

বাস। ঐ যাদের সঙ্গে রাতদিন পরামর্শ কর—ঐ মোগলদের সঙ্গে। ওদের আর কাছে আস্‌তে দিও না। ওরা আমার দীননাথের দীন জীবের ওপর বড় অত্যাচার করে। যে প্রাণভয়ে পালায়, পেছন দিক্ দিয়ে গিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে। আহা রক্তে রক্তগঙ্গা হয়! আমার দীননাথের কত যত্নে গড়া জীব, তার কি রক্তপাত কত্তে আছে! মিশোনা বাবা, মিশোনা, লক্ষ্মী বাবাটী আমার!

রঙ্গ। কি কর্‌ব মা, মারাঠীরা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। আমি এখন একা; সম্পত্তি নাই, সৈন্য নাই, একটা সুমন্ত্রণা দেবার লোক নাই—কোথা যাই? তাই পৈত্রিক রাজ্যোদ্ধারের জন্য তাদের চেয়েও যে বলবান্, সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট্, সেই আরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হয়েছি।

বাস। তারপর যদি সম্রাট্ যুদ্ধে জিতে, মারাঠীদের রাজত্ব নিজে নিয়ে ভোগ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তোমার রাজত্বটুকুও লুটের মালে মিশে যায়, তখন কি কর্‌বে বাবা ?

রঙ্গ। না না তা হবে কেন? এর ভেতর একটা ভয়ানক

রাজনীতির কথা আছে। আরঙ্গজেব হচ্ছেন ভারতের সম্রাট্। আমি তাঁর অধীন রাজা হয়ে তাঁকে রাজস্ব দিয়ে নিজে রাজত্ব ভোগ কর্‌বো

বাস। আর সম্রাটের যে সে চাকর এসে তামায় যেমন করে দাঁড়াতে বল্‌বে, তেমনি করে দাঁড়াবে, যেমন করে বসতে বল্‌বে, তেমনি করে বসবে, খেতে হুকুম কল্লে খেতে যাবে, শুতে হুকুম কল্লে শুতে যাবে, আর তোমার অন্দরের হিসেব পর্য্যন্ত হুকুম মাত্র হুজুরে দাখিল কত্তে হবে! বারে আমার তাঁবেদার রাজা!

রঙ্গ। হাঁ অনেকটা তাই বটে, তবু কি জান—

বাস। চাকরীটে বড়—রাজাগিরি চাকরী!

রঙ্গ। কিন্তু তা ভিন্ন উপায়ত নেই। সম্রাট্ ভিন্ন আমি কার কাছে যাব?

বাস। কেন, সম্রাটের চেয়েও যে বড় রাজা, তাঁকে খুঁজে তাঁর শরণাগত হওনা বাবা!

রঙ্গ। সম্রাটের চেয়েও বড় রাজা! কে তিনি?

বাস। কেন, আমার দীননাথ।

রঙ্গ। হা-হা-হা-পাগলি!

বাস। আমিত পাগলীই, তুমিও একটু পাগল হওনা বাবা। বেশী বুদ্ধিমান্ হয়েত এতদিন দেখলে যে বুদ্ধির জোরে ক্রমে বাদশার গোলামের গোলামেরও চোখ-রাঙ্গানি সইতে হচ্ছে, খোষামোদি কত্তে হচ্ছে। তার চেয়ে একবার পাগল হয়ে আমার দীননাথের দরবারে দুঃখ জানিয়ে দেখ দেখি।

রঙ্গ। তা কি জানাইনে মা?

বাস। না বাবা, জানাবার মতন করে জানাও না।

রঙ্গ। তুমি কি করে জানাতে বল শুনি।

বাস। ভগবানকে পরামর্শ দিতে যেও না। ঠাকুর, তুমি এই কর, এটা না, ওটা দাও—এসব শেখাতে যেয়োনা। বল, আমি দীন, তুমি দীননাথ, আমি কিছু জানিনি, কিছু চাইনি, এ দেহই তোমার, এ প্রাণ তোমার, আমি তোমার, আমার আমি নেই, সবই তুমি, তুমি যা ভালবুঝ তাই কর, তা হলেই আমার ভাল।

রঙ্গ। এ সব বড় তত্ত্বজ্ঞানের কথা মা? আগে যতদূর সাধ্য নিজে বেয়ে চেয়ে দেখি—তারপর ত ভগবানের ওপর ভার দেওয়া আছেই।

বাস। বুঝেছি বাবা, তুমি আমার দীননাথকে ধরে রাখ্‌তে পাল্লে না। আমি অবোধ মেয়ে বলে, আমার কথা শুনচো না, আজ যদি আমার একটী মা থাকতেন, তা' হ'লে তিনি তোমার হাত ধরে টেনে নিয়ে দীননাথের দ্বারে দাঁড় করিয়ে দিতেন। মার কথাত আর ঠেলতে পাত্তে না। হ্যাঁ বাবা, যদি আমি একটী বাবা পেলুম, তবে একটী মা পেলুম না কেন?

রঙ্গ। একথা তোমার দীননাথকে জিজ্ঞাসা করনা কেন?

বাস। করি ত? তা তিনি বলেন, তোর মা আছে। হ্যাঁ বাবা, দীননাথের কথাত মিথ্যা নয়, কোথায় আমার মা আছেন?

রঙ্গ! কি জানি মা? (ব্যস্তভাবে) যাও মা, ঐ খুশিম আস্‌ছে।

বাস। (সভয়ে) ও বাবা সেই সেই,—আমার বড় ভয় করে! আমি তোমার কাছে থাকি বাবা, তা' হ'লে আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

রঙ্গ। না মা, বাড়ীর ভেতর যাও। তোমার দীননাথ তোমায় রক্ষা কর্‌বেন।

[বাসন্তীর প্রস্থান।

রঙ্গ। (স্বগত) মায়াময়ী আমায় ক্রমে জড়িয়ে ফেল্‌ছে দেখ্‌ছি।

আর একা আমার আদরে ওর তৃপ্তি হয় না, মা খুঁজ্‌চে। লক্ষ্মী; কেন তোর পিতা আমার শত্রুপক্ষ অবলম্বন কর্‌লে। নইলে আজত তুই বালিকাকে মাতৃস্নেহে ভরিয়ে দিতে পারতিস্‌। বলবি তোর দোষ কি? দোষ—মহাদোষ, রঘুজীর কন্যা—তাই তুই দোষী!

(কাশিমের প্রবেশ)

কাশিম। আদাব, রাজা সাহেব, আপনি কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন, আমায় আস্‌তে দেখে পালিয়ে গেল?

রঙ্গ। ওটি অনাথিনী ক্ষত্রিয়কন্যা; বাল্যাবধি আমার কাছেই আছে, আমায় পিতা বলে সম্বোধন করে।

কাশি। বটে! বিবিটিকে বড় খুপ্‌সুরৎ বলে বোধ হ'ল। মনে কর্‌লে আপনি ওকে খুব বড় আমীর ওমরাহের বিবি করে দিতে পারেন। আপনার উপর আমার খুব মেহেরবাণী আছে, আপনি কাফের হ'লেও আপনাকে আমি দোস্ত মনে করি।

রঙ্গ। হুঁ—

কাশি। ভাব্‌ছেন কি রাজা সাহেব, খবর শুনেছেন?

রঙ্গ। কি!

কাশি। একটা বড় গণ্ডার ঘাল করা গেছে, রঘুজীকে জান্‌তেন? জায়গীরদার রঘুজী?

রঙ্গ। এঁ্যা-এঁ্যা-তা জানি—জানি, জানতাম—হাঁ-হাঁ-নাম শুনেছি। তার কি হলো?

কাশি। একদম কোতল, নিজের হাতে, বিস্তর দৌলত লোটা গেছে। কিন্তু আসল দৌলত হাতছাড়া হয়ে গেল। আপশোষ করুন—রাজা সাহেব, আপশোষ করুন।

রঙ্গ। রঘুজী শেষ এই রকমে মারা গেল! তার পরিবারবর্গের কি দশা হলো?

কাশি। ভয় নেই—ভয় নেই রাজা সাহেব। কাশিম সাহেব বড় রহমদেল, রঘুজীর লেড়কা কবিলা কাকেও সে রেখে আসেনি; সব দোজখে পাঠিয়ে দিয়ে এইছি, নরক গুলজার হচ্ছে। মোদ্দা আসল দৌলত হাতছাড়া হ'ল! আপশোষ কর দোস্ত, আমার জন্য আপশোষ কর।

রঙ্গ। রঘুজীর একটী কন্যা ছিল না?

কাশি। তাইত বল্‌ছি দোস্ত, বিবি যেন পরির ছবি। পেয়েও পেলুম না। অমন বিবিকে আমার দপ্তরখানা বিছিয়ে পেশোয়ারী পোলাও, কাবুলি কোপ্তা খাওয়াতে পাল্লুম না! সেই নীলার মত আঁখি দুটীকে নিজের হাতে শুর্ম্মা পরাতে পাল্লুম না! তার তুলতুলে পা দুখানি কোলে তুলে, তাতে হেনা মাখাতে পার্‌লুম না! আপশোষ!

রঙ্গ। (স্বগত) জগদীশ্বর ধৈর্য্য দাও। দারুণ রাজ্যলিপ্সা! নইলে এখনও দুষ্‌মনের বক্ষ, পদাঘাতে চূর্ণ কচ্চিনে?

কাশি। হায় হায়, বেহেস্তের হুর হাতে পেয়েও হারালুম! অমন চেহারার ভেতর অত শয়তানী থাকে, তা কে জানে?

রঙ্গ। কেন কি হল?

কাশি। শোভন আল্লা, যেমন 'মেরে জান, মেরে পেয়ার' বলে আমি সাম্‌নে গেছি, অমনি কুর্ত্তির ভেতর থেকে এক ছোরা না বার করে, এমনি আমার দিকে তেড়ে এলো যে সেই খোলা চুল, রাঙ্গা চোঁখ, আর ছোরার ফলক দেখে, আমার হাতের তলোয়াল হাত থেকে খসে পড়লো! আর আমি অমনি পেছন ফিরে ছুট দিলুম। ছুট দিলুম, দোস্ত, ছুট দিলুম, একটা আওরতের সাম্‌নে আমি কাশিম খাঁ বাহাদুর বোঁ বোঁ করে ছুট দিলুম।

রঙ্গ। (স্বগত) ধন্য জগদীশ্বর, কাপুরুষ পতির স্ত্রীকে বাসন্তীর দীননাথ রক্ষা করেছেন।

কাশি। কি ভাব্‌ছো দোস্ত ?

রঙ্গ। সর্দ্দার বাহাদুর, হঠাৎ আমার মাথাটা ধরে উঠলো ; আপনি যদি মাপ করেন ত আমি একটু বিশ্রাম করি।

কাশি। আচ্ছা, আমারও দুনিয়া বড় কালা মালুম হচ্ছে। সের ভর সিরাজী না খেলে আর সে সোনার বিবিকে সহজে ভুল্‌তে পার্‌বোনা। আদাব। [প্রস্থান।

রঙ্গ। কি করি ? রাজ্যলালসায় জলাঞ্জলি দিয়ে, লক্ষ্মীর অনুসন্ধানে বেরুব না কি ? না, কেনই বা তা কর্‌বো। সে আমার কে ? তাকে তো আমি ত্যাগ করেছি। তার চেহারা পর্য্যন্ত আমার মনে নাই। আমাকেই কি তার মনে আছে ? অসম্ভব ! সেই কতদিন হ'ল গোটা কতক মন্তর পড়া হয়েছিল বইত নয়। তার জন্য আমার আবার মায়া কি ? তার জন্য আমার আবার দায়িত্ব কি ? সে হিন্দুর মেয়ে হয়ত আপনার ধর্ম্ম আপনি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে। আমার রাজ্য চাই। কিন্তু তবু প্রাণ এমন করে কেন ? যাকে চিনিনি জানিনি, তার জন্য প্রাণ এমন করে কেন ? তবে কি সে আমায় ভালবাসে ? স্বামী ত্যাগ কর্ল্লেও কি স্ত্রী তাকে ভোলে না ? নইলে কেন সে কাশিমকে ছুরি মার্‌তে গিছলো। কার জন্য সে পালাল, কার জন্য সে পথের কাঙালিনী হ'ল ?

(তানাজির প্রবেশ)

তানাজি। রঙ্গনাথ !

তানাজি। চিন্তে পার্‌বে না; আমি মহাত্মা শিবাজীর সেনাপতি এখন স্খলিত পদ, পলিত কেশ, অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ! আমার নাম তানাজি।

রঙ্গ। তানাজি, আপনি এখানে কেন?

তানাজি। তোমায় একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে?

রঙ্গ। অনুমতি করুন।

তানাজি। বল্‌তে পার, এক টুকরা ভূমি বড় না একটা প্রাণ বড়?

রঙ্গ। এ কথার অর্থ কি?

তানাজি। রাজ্য বড় না ছত্রপতির সন্তান বড়?

রঙ্গ। তবু বুঝ্‌লুম না।

তানাজি। সামান্য রাজ্যের জন্য রাজ্যেশ্বরের প্রাণ নেওয়া কি মানুষের কাজ?

রঙ্গ। এ প্রশ্ন আমায় কেন!

তানাজি। সম্ভাজির সর্ব্বনাশ কল্লে কে?

রঙ্গ। আমি!

তানা। তুমি।

রঙ্গ। কে বল্লে!

তানা। তোমার কার্য্য বল্‌চে, তোমার অকীর্ত্তি বল্‌চে, তোমার অধর্ম্ম বল্‌চে। আর বল্‌চে উপরের ঐ গ্রহ তারা, আকাশের ঐ চন্দ্রসূর্য্য, নিখিলের ঐ ঈশ্বর। জেনে রেখো রঙ্গনাথ, এত পাপ বিধাতা সইবেন না। তুমি বিশ্বাসঘাতক না হ'লে আজ মহারাষ্ট্র-গগনে এ নিবিড় কৃষ্ণমেঘের সঞ্চার হত না, বীরশ্রেষ্ঠ ছত্রপতির কুলে কালি পড়ত না, মহাকাল গৃহ-বিবাদের রূপ পরিগ্রহ করে মহারাষ্ট্র ধ্বংস কত্তে আসত না, রায়গড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গের সিংহবাহিনী মূর্ত্তি-অঙ্কিত পতাকা

এক খণ্ড ভূমির জন্য সন্তাজি ও তার পরিবারবর্গের সর্ব্বনাশ সাধন করে, আ ছি ছি, কেন আপনার সর্ব্বনাশ আপনি কল্লে!

রঙ্গ। আমার শরীর ভাল নেই তানাজি; অনুমতি করুন আমি বিশ্রাম কত্তে যাই।

তানা। যাও, তানাজি তোমার গৃহে অতিথি হতে আসেনি। একটী কথা জেনে রেখো—বিশ্রাম তোমার অদৃষ্টে নাই!

[প্রস্থান।

রঙ্গ। (স্বগত) সত্যই, বিশ্রাম আমার অদৃষ্টে নাই!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

ভীমা তীর।

জনৈক মারাঠী-সৈন্য চুল শুকাইতেছে।

পশ্চাৎ হইতে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধনের গীত।

তোড় জোড় আমার জমিদারী।
যে রাজার রাজা মহারাজা তার চাকরী করা কি
ঝকমারী॥
আমি শেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস,

এই গাছ তলাতে এইটী হাতে ঠিক'যেন সেই
বংশীধারী।
আমি ভোম্‌গের মালাই ভোগটী জানি,
ধরি মাছ আর না ছুঁই পানি,
কেউ পারবেনা আর কত্তে আমার এই খাসতালুকে
আইনজারি ॥

গোব। (স্বগত) পোড়া বাংলা দেশে খালি গাঁজাখুরি গুজোব। লোকে বলে কিনা কাশীতে গেলে আর পেটের ভাবনা থাকে না। পালে পালে সুন্দরী এসে খুব তোয়াজ করে, কসে রাবড়ী মালাই খাওয়ায়, আর আদর করে চাঁপা ফুলের আঙ্গুল দিয়ে চেৎগঞ্জের চত্তুরীর দোকানের টাকা টাকা সেরের তামাক আপনি হাতে সেজে দেয়। ওমা কাশী গিয়ে দেখি সব ভুয়ো; কোথায়ই বা রাবড়ী মালাই, কোথায়ই বা মেয়ে মানুষ! এক বেটী দৈওয়ালী চোখ ঠেরে কথা কইত বটে, কিন্তু বেটীর আমার চেয়েও পাকা রং; যতদুর ষট্‌কে মুখস্থ ছিল, মনে মনে আউড়ে দেখলুম, তাতেও বেটীর বয়স কুলোয় না। আর গায়ের সেই ধুকুড়ীর কি দুর্গন্ধ! রাম, রাম, বিশ্বনাথ বেঁচে থাকুন, কাশীর পায়ে নমস্কার। এলুম বৃন্দাবন, ভাবলুম মহাপ্রভুর কৃপায় মাল্‌পো মধুকরী সেবা-দাসী এগুলো তো মিল্‌বে? আ সর্ব্বনাশ! মধুকরী মানে দোর দোর ভিক্ষে, আর সেবাদাসী—বেটীদের বয়সের গাছ পাথর নেই, তার ওপর আবার চুল কপ্‌চান, এক এক শূলীর মাথায়

কাঙ্গালী বাঙ্গালী এখানে কি জাব পায়। (মুক্তকেশ সৈন্যকে দেখিয়া) "বামে শব শিবা কুম্ভ" প্রথমেই শুভ যাত্রা। অঃ মরি মরি! কি চুলের বাহার, এই বেলা কেউ নেই, আলাপটা করে ফেলা যাক। (কাছে গিয়া প্রকাশ্যে গলা খেঁকারি দিয়া) বলি হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, শুন্‌চো—হাঁগা, ও পিয় শশী; চেয়েই দেখ, বলি ও দেখন্‌হাসি, এলোকেশী—

মা-সৈ। (সচকিতে) কোন্ হায়রে?

গোব। (ভয় পাইয়া) এঁ্যা একি, একি বাবা! দাড়ী যে, এ যে চুলের চেয়েও লম্বা বাবা!

মা-সৈ। তোম্ কৌন্ হায়, হিঁয়া কেয়া কর্‌তা হায়?

গোব। অবাক হো গিয়া হ্যায়। তোম্‌কো আপ্‌কো এলোকেশ দেখ্‌কে পাগল হো গিয়াথা কিন্তু বিধুমুখমে গোঁপ দাড়ী দেখ্‌কে একদম্ থম্‌কে গিয়া, মুখসে বাক্ সরতা নেহি।

মা-সৈ। বোলো জল্‌দি তোম্ কৌন্ হায়?

গোব। হাম্‌তো গোবর্দ্ধন হ্যায়, কিন্তু তোম্ কৌন্ হ্যায়, মদ্দা হ্যায় না মাদি হ্যায়? আপ্‌কো বিধুমুখী বলেগা, না পাঁড়েজী বলেগা?

মা-সৈ। তোম্ কেয়া, পাগল হুয়া হায়?

গোব। মারিপেট থেকে পড়কে নেহিথা কিন্তু পশ্চাৎ ভাগকে আপকো চাঁচর চিকুর দেখকে, কুচ কুচ পাগল হুয়াথা। তারপর তৎক্ষণাৎ আপ্ ঘুরকে দাঁড়াতেই, চাঁদ মুখকা এই তাজ্জব ব্যাপার দেখকে, একদম পাগলা গারদ জানেকা উপযুক্ত হুয়া হ্যায়।

মা-সৈ। তোমারা ঘর কাঁহা?

গোব। জিলা নেই, জিলা নেই, বাংলা মুলুক জান্‌তা ?

মা-সৈ। হাঁ, হাঁ বাংলা মলুক্‌কা নাম শুনা হ্যায়। হুঁয়াকা আদ্‌মি সব চাউল্‌কা ভাত খাতা হ্যায়, চিংড়ি মচ্ছি খাতা হ্যায়।

গোব। হাঁ, হাম্‌ লোক তো চাউল্‌কা ভাত খাতা হায়, তোম্‌ লোক কি কাঁঠালি কলাকা ভাত খাতা হ্যায় ?

মা-সৈ। কেয়া ?

গোব। আর কেয়া ? আচ্ছা এলোকেশী জি, যদি কিছু মনে না করতা ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করতা।

মা-সৈ। বোলো।

গোব। আপ্‌ বিষয় কর্ম্ম কেয়া কর্‌তা ?

মা-সৈ। কেয়া ?

গোব। কেয়া কাম কর্‌কে আপ্‌কো দক্ষিণ হস্তকা ব্যাপার চল্‌তা ?

মা-সৈ। হাম্‌ সিপাহী হ্যায়, জঙ্গী।

গোব। জঙ্গ্‌লী তাত আগাপাছতলা জঙ্গল দেখ্‌কেই বুঝতে পার্‌তা ; কিন্তু কাম কেয়া কর্‌তা ? পেট ভর্‌তা কেমন ক'রে ?

মা-সৈ। আরে খানেকা ভাওনা কেয়া ?

গোব। বটে ! তা হাম্‌কো কিছু বন্দোবস্ত কর্‌ দেনে পার্‌তা ?

মা-সৈ। হামেরা সাথ আও ; গুলি চালাও গে।

গোব। তা উস্‌মে হাম্‌ সিদ্ধপুরুষ হ্যায়। এক আসনে বস্‌কে হাম্‌ দু' তিন ঘণ্টা অনবরত গুলি চালানে সক্‌তা।

মা-সৈ। তবত তোম্‌ বাহাদুর হ্যায়।

গোব। হাঁ, দেশকো আড্ডামে আমার নাম রাজা থা। তা

মা-সৈ। চলো, খানা পিনাকো বাদ আজই কুচ করেঙ্গে তুম্‌ভি সাথ যাওগে।

গোব। কোথা মে?

মা-সৈ। লড়াই মে।

গোব। লড়াই!

মা-সৈ। হাঁ, হুঁয়া যেতনা খুসি গুলি চালাও।

গোব। এ দেশমে আড্ডাকে কি লড়াই বোলতা হ্যায়?

মা-সৈ। হাম্ তোম্‌কো কাওয়াজ কসরৎ সব সমজ দেঙ্গে।

গোব। ও গুলিকা কসরত হাম্ খুব জান্‌তা হ্যায়। কাশীমে হাতী ফটক্‌কা আড্ডামে, হাম্ একদিন বাজি রাখ্‌কে দমমারা, আর যেসা ফুঁ দিয়া অমনি রগরগে লাল্ গুলি দশ হাত তফাতে মে ছিটকায় পড়া।

মা-সৈ। বারে বাহাদুর। কাল্‌কা লড়াই মে হাম্ তোমকো বন্দুক দেগা, যেতনা খুসি গুলি চালাও।

গোব। বন্দুক কি হোগা, হামকো তোড়জোড় হ্যায়।

মা-সৈ। লেকেন্, তোম্‌কো মুলুক্‌কা ঠিকানা হাম্‌কো লিখ্‌দে যাইও।

গোব। কাহে?

মা-সৈ। আরে ভাই, লড়াইকো বাত কোন্ কহনে সক্‌তা? তোম গুলি চালাওগে, দুষ্‌মন ত ভি চুপ চাপ খাড়া রহেগা নেহি, ও ভি তো তোমারা গৰ্দ্দানা লে সক্‌তা?

গোব। ক্যা বোল্‌তা? আড্ডামে কি মারামারি হোতা; মাতাল চক্‌তা?

আয়া। আবার তোম্‌ বি গুলিকা লোভ দেখায়া। পরিষ্কার
ত প্রথমে বোলা নাই যে মানুষ মারণে কা গুলি।

মা-সৈ। তব্‌ আভি কেয়া করেগা?

গোব। কি আর কর্‌বো দাদা, সন্ন্যাসী হোগা, মেয়ে
ছেলে হবার, আর পুরুষ মানুষকে জোয়ান হবার ওষুদ দেগা।

মা-সৈ। আচ্ছা, তোম্‌ হামারা ঘর চলো, হাম্‌ তোম্‌কো
বানায় দেগা।

গোব। কি—তোম্‌ জোয়ান করেণেকা ওষুদ জান্তা?

মা-সৈ। দাওয়া নেহি, মন্ত্র মে।

গোব। এমন মন্ত্র হ্যায়?

মা-সৈ। হ্যায় নেহি?

গোব। আচ্ছা যা থাকে কপালে, করো হাম্‌কো জোয়া
কথা বলতে কি চাঁচর চিকুরজী, এই যে টুস্‌কি মাল্লেই পড়ে
আর মরবার আগে দশবার মরে যাতা হ্যায়, এতে সময় সময়
লজ্জা হোতা। তুমি মন্ত্র পড়্‌কে, আমাকে জোয়ান কর।

মা-সৈ। এই দেখো, হামেরা সাত বাত করতেই তোম
ছাতি পূরা হুয়া! আও হামারা সাত। (গমনকালে)
এক হুব্‌লা বল পায়া—আজ আউর এক হুব্‌লা বল পায়া!

[উভয়ের প্র

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

শিবির মধ্যে রাজারাম ও জনৈক প্রধান।

প্রধান। কতদিন আর এ সন্ন্যাসী বেশে থাক্‌বেন মহারাজ ?

রাজা। এ বেশে কি দোষ আছে প্রধান ?

প্রধা। জটার উপর কি মুকুট শোভা পায় ?

রাজা। জটায় যদি মুকুট না মানায়, মুকুটের গৌরব তা' হ'লে রক্ষিত হয় মন্ত্রী ? বাহ্যিক বেশে না হোক্, অন্তরে যে সন্ন্যাসী না পারে রাজমুকুট কি তার শিরে শোভা পায় ? যে বিলাসের ভাস্‌ছে, ইন্দ্রিয়-সেবায় যে গা ঢেলে দিয়েছে, সহস্র মুকুট শিরে ধারণ সে নরকের কীট বই আর কিছুই নয়। মনে নাই কি, চিতোরের চির সন্ন্যাসী মহারাণা প্রতাপের সেই কঠোর ব্রত ধারণের পর্ণকুটীরে বাস, তৃণশয্যায় শয়ন, বৃক্ষপত্রে আহার, বল্কল পরিধান! পরাতে সাধ হয়ে থাকে, সেই আকাশকেশা, দিঙ্মণ্ডলবাসা, খর ধারিণী মহাশক্তির শিরোপরি মণিময় রত্নমুকুট স্থাপন কর।

(তানাজি ও সান্তাজির প্রবেশ)

তানা। বলে যাও, বৎস, বলে যাও! তোমার বচনামৃতে শীতল করি। আহা, সে কতদিনের কথা। [illegible]

আয়া। আবার তোম্‌ বি গুলিকা লোভ দেখায়া। পরিষ্কার কর্‌কে ত প্রথমে বোলা নাই যে মানুষ মার্‌ণে কা গুলি।

মা-সৈ। তব্‌ আভি কেয়া করেগা ?

গোব। কি আর কর্‌বো দাদা, সন্ন্যাসী হোগা, মেয়ে মানুষকে ছেলে হবার, আর পুরুষ মানুষকে জোয়ান হবার ওষুদ দেগা।

মা-সৈ। আচ্ছা, তোম্‌ হামারা ঘর চলো, হাম্‌ তোম্‌কো জোয়ান বানায় দেগা।

গোব। কি—তোম্‌ জোয়ান করেণেকা ওষুদ জান্তা ?

মা-সৈ। দাওয়া নেহি, মন্ত্র মে।

গোব। এমন মন্ত্র হ্যায় ?

মা-সৈ। হাঁয় নেহি ?

গোব। আচ্ছা যা থাকে কপালে, করো হাম্‌কো জোয়ান। সত্যি কথা বলতে কি চাঁচর চিকুরজী, এই যে টুস্‌কি মাল্লেই পড়ে যাতা হ্যায়, আর মরবার আগে দশবার মরে যাতা হ্যায়, এতে সময় সময় মন্‌মে বড় লজ্জা হোতা। তুমি মন্ত্র পড়্‌কে, আমাকে জোয়ান কর।

মা-সৈ। এই দেখো, হামেরা সাত বাত কর্‌তেই তোমরা আগেসে ছাতি পূরা হুয়া ! আও হামারা সাত। (গমনকালে) আজ আউর এক দুব্‌লা বল পায়া—আজ আউর এক দুব্‌লা বল পায়া !

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

শিবির মধ্যে রাজারাম ও জনৈক প্রধান।

প্রধান। কতদিন আর এ সন্ন্যাসী বেশে থাক্‌বেন মহারাজ?

রাজা। এ বেশে কি দোষ আছে প্রধান?

প্রধা। জটার উপর কি মুকুট শোভা পায়?

রাজা। জটায় যদি মুকুট না মানায়, মুকুটের গৌরব তা' হ'লে কিসে রক্ষিত হয় মন্ত্রী? বাহ্যিক বেশে না হোক্, অন্তরে যে সন্ন্যাসী না হ'তে পারে রাজমুকুট কি তার শিরে শোভা পায়? যে বিলাসের স্রোতে ভাস্‌ছে, ইন্দ্রিয়-সেবায় যে গা ঢেলে দিয়েছে, সহস্র মুকুট শিরে ধারণ কল্লেও সে নরকের কীট বই আর কিছুই নয়। মনে নাই কি, চিতোরের সেই চির সন্ন্যাসী মহারাণা প্রতাপের সেই কঠোর ব্রত ধারণের কথা? পর্ণকুটীরে বাস, তৃণশয্যায় শয়ন, বৃক্ষপত্রে আহার, বল্কল পরিধান! মুকুট পরাতে সাধ হয়ে থাকে, সেই আকাশকেশা, দিঙ্মণ্ডলবাসা, খরখড়্গ-ধারিণী মহাশক্তির শিরোপরি মণিময় রত্নমুকুট স্থাপন কর।

(তানাজি ও সান্তাজির প্রবেশ)

তানা। বলে যাও, বৎস, বলে যাও! তোমার বচনামৃতে কর্ণ শীতল করি। আহা, সে কতদিনের কথা! তখন এ লোল-দেহ কর্ম্মঠ ছিল, এ দুর্ব্বল বাহুতে বল ছিল, এ হৃদয় জোড়া আকাঙ্ক্ষা ছিল। দৃষ্টি আবিল হ'য়ে এসেছে বটে, কিন্তু সেই মহাপুরুষের ন্যায় তোমারও মুখে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দ্যুতি দেখ্‌তে পাচ্ছি! সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ-প্রাণে আবার আশা অঙ্কুরিত হচ্ছে; ভগ্নদেহে যেন নববল সঞ্চারিত হচ্ছে!

বুঝাও, বৎস, বুঝাও—মারাঠীর ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝাও—বাহুবল বল নয়, পাশব শক্তিমাত্র। কপর্দ্দকহীন থেকে কোটীপতিকে আবার স্মরণ করিয়ে দাও যে, রক্তপাতে কশাইখানার উন্নতি হয়, পরপীড়নে আত্মনাশ ঘটে। যতদিন না মারাঠাবাসী একথা বুঝ্‌বে, ততদিন তাদের মঙ্গল নাই।

রাজারাম। বৃদ্ধ সেনাপতি তানাজি, জাতীয় উন্নতির এই মহাতথ্য ভুলেই দাক্ষিণাত্যের আজ এই দুর্দ্দশা! প্রার্থনা করুন, যেন মা অষ্টভুজা মারাঠীর বাহুবল কেড়ে নিয়ে তাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করেন।

তানাজি। কায়মনে মাতৃসন্নিধানে সতত সেই কামনা কচ্চি। বাবা, তোমার সংগ্রাম-সহচর হবার শক্তি বা সামর্থ্য আর নাই—তাই আমার একমাত্র পুত্রটিকে তোমার হাতে সমর্পণ কত্তে এসেছি। মনে জেনো সান্তাজি হীনবীর্য্য নয়।

রাজারাম। (সান্তাজিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) সহোদর অপেক্ষা অধিক স্নেহের সামগ্রী মনে করে সান্তাজিকে এ হৃদয়ে স্থান দিলাম।

তানাজি। সান্তাজি, পিতাকে বিশ্বাসঘাতক ক'রো না।

সান্তাজি। পিতা, এই শরীরে আপনার শোণিত, এই হৃদয়ে আপনার উপদেশ, এই প্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাস—আমার আর অন্য সম্বল নাই।

তানাজি। তোমার অসি, আমার আশীষ, ঈশ্বরে ভক্তি—তোমাকে কর্ত্তব্যে অচলা রাখ্‌বে। আমি এখন নিশ্চিন্ত। [প্রস্থান।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। রাজা রঙ্গনাথের দূত দ্বারে উপস্থিত।

রাজা। অচ্ছা নিয়ে এসো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

এই সেই বিস্ফোটক; মারাত্মক নয় বটে, কিন্তু বড় জ্বালা দেয়!

(দূতের প্রবেশ)

আপনি রঙ্গনাথের কাছে থেকে আস্‌ছেন?

দূত। আমি দিন দুনিয়ার মালিক, শাহান সা বাদসাহ আলমগীরের গোলাম আমীর উল্‌মুক রেসেল্‌দার, দোহাজারি মন্‌সব্‌দার সেনাপতি সাহেব জঙ্গী বাহাদুরের পদাশ্রিত গোলাম কি গোলাম রাজা সাহেব রঙ্গনাথের তরফ হ'তে আপনার কাছে এসেছি।

রাজা। অত ভণিতায় কাজ কি? প্রয়োজন বল?

দূত। রাজা রঙ্গনাথের রাজ্য আপনারা কেড়ে নিয়েছেন বলে তিনি বাদশাহের গোলাম সেনাপতি বাহাদুরের কদমপোষে পড়ে বীরপুরুষের মত কাঁদচেন। রহমদেল সেনাপতি সাহেব তাই মেহেরবাণী করে আমায় এখানে পাঠায়েছেন। আমিও বহুত এনায়েৎসে দিল্লীর দৌলতখানা ছেড়ে আপনাদের এই গরীবখানায় এসে জানাচ্চি, যে যদি এখনই আপনারা রাজা সাহেবের রাজ্য ছেড়ে না দেন, তবে বাদশাই ফৌজ এসে আপনাদের জোয়ান বাচ্ছা বুড়া আওরৎ সব একদমসে কোতল কর্‌বে। দুনিয়া থেকে মারাঠীর নাম খারিজ হয়ে যাবে।

রাজা। মারাঠীর নাম খারিজ করা সেনাপতি বাহাদুরের অথবা তাঁর সম্রাটের পক্ষে বড় সোজা নয়, বোধ হয় তাঁরা তা বুঝে থাক্‌বেন। দূত! সেনাপতিকে মনে করে দিও, যে অসির পরিচয় তিনি পূর্ব্বে পেয়েছেন তার ধার আরও খরতর হয়েছে। (অসি নিষ্কাসন)

দূত। (ভীত হইয়া দূরে গিয়া) থাক্ থাক্, দূত অবধ্য, গোলেস্তায় আছে; রাম ভারতে আছে।

রাজা। ভয় নেই, মশকনাশের নিমিত্ত মারাঠীর অসি নিষ্কাসিত হয় নি। দূত! তোমার দাম্ভিক বাদশাকে বোলো যে হিন্দুস্থানের লোহায় চমৎকার ইস্পাত হয়। আর করালী মন্দিরের যে খড়্গে ছাগবলি হয়, সে খড়্গে নরবলিও হয়ে থাকে। অসির আস্ফালন আর যেন তিনি না করেন। যদি এই মহারাষ্ট্র দেশকে বলিদানের প্রাঙ্গণে পরিণত দেখ্‌তে তাঁর বিশেষ অভিলাষ হয়, তবে যেমন অত্যাচার চল্‌চে, তেমনি চল্‌তে দিন। আমরাও শ্মশানেশ্বরী করালীর ষোড়শ উপচারে পূজার ব্যবস্থা করি। মন্ত্রী, যাও, দূতকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দাও। (প্রস্থানোদ্যত)

দূত। আজ্ঞা, বলেছি ত দূত অবধ্য?

রাজা। ভয় নেই, আমাদের রাজনৈতিক অভিধানে ভাষার ভোজবাজী নাই। পুরস্কারের মানে পুরস্কার,—দূতের তা সর্ব্বত্রই প্রাপ্য।

[দূতের প্রস্থান।

(পাহ্নালা দুর্গের সর্দ্দারের ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

রাজা। খবর কি সর্দ্দার?

সর্দ্দার। উত্তর হতে পঙ্গপালের মত বাদশাহী সেনা এসে দক্ষিণাপথ ছেয়ে ফেল্‌চে। আর—এর চেয়েও দুঃসংবাদ আছে!

রাজা। নিঃসঙ্কোচে বল।

সর্দ্দার। আপনার শৈশবের শিক্ষাগুরু বৃদ্ধ পুরোহিত নীলকণ্ঠকে মোগলেরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে!

রাজা। নীলকণ্ঠ সদাচারী নীরিহ ব্রাহ্মণ; কি দোষে মা অষ্টভুজা তাঁর রক্তপাত হ'ল?

প্রধান। আপনি কাতর হবেন না?

রাজা। কাতর হবার সময়ও নয়, কাতর হইও নি; দেখ্‌তে পাচ্চ

ব্রহ্মরক্তপাত হয়েছে—আমরা জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত! প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় মোগল-সেনা পর্ণকুটীর হ'তে প্রাসাদ পর্য্যন্ত গ্রাস কর্ত্তে আস্‌ছে। কোন্ শক্তিবলে এ প্লাবন রোধ কর্‌বে? বাহুবলে আমরা তাদের সমকক্ষ হ'তে পার্‌বো না—সর্ব্ববলের মূল মানসিক বল চাই। তারই সংগ্রহের জন্য শক্তিভূতা সনাতনীর আরাধনায় ভৈরবীর মন্দিরে চল্লুম। যতদিন না কৃতকার্য্য হই ততদিন পরস্পরের মধ্যে সৌখ্য, সৌহৃদ্য, সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রেখো। জয় মা অষ্টভুজা!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আরঙ্গাবাদের পথ।

লক্ষ্মীবাই।

লক্ষ্মী। (স্বগত) একা; এই বিপুল জনস্রোত—এই অবিরাম চাঞ্চল্য—এই মর্ম্মভেদী কোলাহলের মধ্যে আমি একা। এই বিশ্ব-সংসারের কার্য্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খলে আমি একটি ক্ষুদ্র বলয়। কে আমায় লক্ষ্য করে? সংসারের সম্পর্ক-বিহীনা এই একাকিনীর প্রতি কে লক্ষ্য করে! কত নক্ষত্রপাত হচ্চে, কত ইন্দ্রপাত হচ্চে, কত জগৎ সৃষ্টি হচ্চে, কেউ তা লক্ষ্য করে না; আর আমি ত এক নগণ্যা নারী! তাই বা কেন? যাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একটি বৃক্ষপত্রও শাখাচ্যুত হয় না—তাঁর লক্ষ্য ত আমার প্রতি আছে! নইলে সেদিনকার সেই পিশাচের

পাশব কবল হ'তে কে আমায় রক্ষা কল্লে ? মা মহাশক্তি, আমার অন্তরে বিরাজ কর মা ! তোমার মঙ্গলময় শক্তিতে, তোমার অজস্র প্রবাহিত, করুণায়, এ প্রাণের বিশ্বাস যেন অটল থাকে। তা হ'লেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ; আমি আমার স্বামীকে পাব। আসক্তিতে নয় মা—ভোগলালসায় নয় মা—তোমার পথে এক সঙ্গে চল্‌বার সঙ্গিরূপে পাব। মোহান্ধ হ'য়ে তিনি আমায় পরিত্যাগ করেছেন, মোহান্ধ হ'য়ে দেবতার শ্রীচরণ ছেড়ে দৈত্যদলের পদাসনে আশ্রয় নিয়েছেন ; তোমার শক্তিতে, মা আমি তাঁকে মোহমুক্ত ক'র্‌বো !

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোব। রাম রাম ভাই ; না, এযে আবার লম্বাচুল দেখ্‌ছি ! বলি ভায়া, তুমিও ত আমাদের সঙ্গে আজ ঐ কুচ্‌না কচু তা কর্‌বে তো ?

লক্ষ্মী। তুমি কি আমায় পুরুষ মনে করেছো ?

গোব। বিলক্ষণ মনে করেছি ; আর কি ঠকি ? তোমার দাড়ি গেল কোথায় কর্ত্তা ? আজও গজায়নি, না কামিয়ে ফেলেছ ?

লক্ষ্মী। আমি স্ত্রীলোক দেখ্‌তে পাচ্চ না ?

গোব। চোক্‌কে আর বিশ্বাস করি কেমন ক'রে বল দাদা ? অনেক বাচ্ছা স্বর্গীও দেখ্‌লুম—তোমারই মত মুখ, মাজা আর পিঠজোড়া চুল। তবে একটা ধোঁকা লাগ্‌ছে বটে ; তোমার চোখ্‌ দুটো তত খাই খাই কচ্চে না। যেন কাল তারা দুটোর ভেতর একটু মায়ার লজ্জা মাখান আছে। তা তুমি যদি মেয়েমানুষই হও তা' হ'লে এখানে একলাটি কি কচ্চ ? এখানে কি তোমার কেউ আছে ?

লক্ষ্মী। আমার কেউ নেই, আমি সন্ন্যাসিনী।

গোব। হায় হায়, আমিও সন্ন্যাসী হ'ব মনে ক'রেছিলুম ; এখন

আর তা ইচ্ছে করে না ভাই। একবার এদের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করাটা দেখে আসি। মনে বড় ধিক্কার জন্মেছে দিদি। তোমায় দিদি ব'ল্‌ব—রাগ ক'র্‌ব না তো?

লক্ষ্মী। না বেশত—বল না, আমারও ভাই নেই, তুমি ভাই হ'লে।

গোব। মাইরি দিদি, তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি! হাঁ, যা বল্‌ছিলুম্‌, বড় ধিক্কার জন্মেছে ভাই; একে ত ভেতোবাঙ্গালী; তাতে আবার একটু মৌতাত অভ্যাস ছিল। যে সে শালা এসে হুমকি দেয়, আর ধাক্কা দেবার আগেই আছাড়খেয়ে পড়ে যাই—তাই মনে ক'রেছি যা থাকে কপালে, এই এদের দলে থেকে, একটু খাওয়া দাওয়া করে বুকে বলটা করে ফেলি!

লক্ষ্মী। বেশ, আমিও তোমার জন্য ঈশ্বরকে ডাক্‌বো। কিন্তু ভাই কখনও নিজের জন্য কিছু ক'রো না, লড়াই কর্‌বে মায়ের জন্য।

গোব। আর দিদি, এমন কুপুত্তুর জন্মেছিলুম্‌ যে কখনও দশমীর দিন একমুটো মুড়ি এনে জল খাওয়াতে পারিনি। মা কি আর আছে দিদি?

লক্ষ্মী। তোমার গর্ভধারিণী গিয়েছেন, কিন্তু আরো মা আছেন ত? যিনি তোমার আমার সবার মা!

গোব। কে, মা দুর্গা? ওঃ, সে বেটী নিজেই দশহাতে লড়াই করে, আমার আর তার জন্য লড়তে হবে না।

লক্ষ্মী। আর তোমার দেশ তোমার মা নয়?

গোব। দেশ, কি ঝাঁকড়দা মাকড়দা?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ তাও; তার ওপর তোমার বাংলাদেশ, আমাদের এই মহারাষ্ট্র!

গোব। এই দেখ্‌ছি দিদি পাগলামী আরম্ভ কল্লে! দেশ মা কিরে?

লক্ষ্মী। মা নয়! তোমার গর্ভধারিণী মার কোলে শুয়ে শুয়ে মানুষ হয়েছ; বুকথেকে দুধ টেনে টেনে খেয়ে বড় হয়েছ; তাইত মাকে ভালবাস্তে। সে মা নেই, এখন কার কোলে শোও?

গোব। দুর পাগলি, বুড়ো মিন্‌সে কোলে শোব কি! একটা চেটাই ফেটাই যা পাই টেনে নি, নইলে মাটিতেই গা ঢেলে দি।

লক্ষ্মী। মাটি কোথাকার—দেশের ত। তা হ'লে দেশের কোলে শোও না? চেটাও না জুটতে পারে; কিন্তু দেশের মাটি তোমার জন্য কোল পেতেই রেখেছে।

গোব। তাও তো বটে! দিদি তুই বল্‌ছিস্ মন্দ নয়!

লক্ষ্মী। তারপর মার মাই ত কোন্ কালে ছেড়েছো, এখন পেট ভরাও কি দিয়ে?

গোব। ডাল ভাত রুটি, আজ তো লাড্ডু খেয়েই কেটে গেল; যখন যা জোটে।

লক্ষ্মী। মার বুকের রস যেমন দুধ হয়ে বেরুত, তেমনি এই দেশের বুকের রস তোমার খাওয়ার জন্য, ধান গম এই সব হ'য়ে বেরোয় না? জন্মাবার পর দু এক বছর ত সে মার মাই টেনেছিলে—তারপর এতকাল এ মার মাই টান্‌চো না? এই ভারতের মাটি সারা জীবনটা তোমায় কোলে ক'রে বইছে না!

গোব। ও দিদি বেশত জলের মত বুঝিয়ে দিলি ভাই! মাইতো বটেরে! কি ব'ল্‌ব আমি তোর চেয়ে বয়সে বড়, নইলে পায়ের ধূলোটা নিয়ে ফেল্‌তুম্।

লক্ষ্মী। তুমি যে আমার দাদা, আমায় প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ কর।

গোব। সন্ন্যাসিনীকে কি বলে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে হয় দিদি?

লক্ষ্মী। বল যে আমার মার মুখ আবার যেন উজ্জল হয়।

গোব। তা আমি মন খুলে বল্‌চি—ব'ল্‌বো। কিন্তু দিদি, যাঁতো চিনিয়ে দিলি, মার শত্রুটাও চিনিয়ে দে?

লক্ষ্মী। যাদের আশ্রয় নিয়েছ, ওরাই তোমাকে শত্রু চিনিয়ে দেবে। যাও ওদের সঙ্গে থাকগে, ওরা যা বলে তাই কোরো।

গোব। তা তো যাবই; ঠাকুর ছুঁয়ে দিব্যি করেছি। কিন্তু দিদি তোর মন্তরের জোরও ত কম নয়। তুই দেখ্‌ছি মানুষকে সিংগীও কর্ত্তে পারিস্, পোষা কুকুরও কর্ত্তে পারিস্। তোকে ছেড়ে যেতেও যে মন চাচ্চে না। হ্যাঁ দিদি, যদি এদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে বেড়াই তা হ'লে তোর দেখা আর কবে পাব?

লক্ষ্মী। বোন বলে টান থাকেতো কখন না কখন দেখা হবেই।

গোব। তা দিদি থাক্‌বেই। আমরা নেশাখোর লোক? একটানা প্রাণ। গুলিতে হাড় কালি করেছে, তবু এমনি টান যে তাকে ছাড়তে পারিনি। আবার তোমার মন্তরের চোটে তোমার উপর এমন টান হ'ল যে দেখ্‌বে, যদি লড়াই কত্তে কত্তে বিদেশে বিভুঁয়ে মরি, তবে দিদি দিদি বল্‌তে বল্‌তে ম'র্‌ব।

লক্ষ্মী। মা মা বোলো, যে মরণও সার্থক হবে।

গোব। মা মাও বল্‌বো, দিদি দিদিও বল্‌ব।

লক্ষ্মী। পাগল, কচ্ছিস্ কি? সন্ন্যাসিনীকে মায়ায় জড়াস্‌নি! পালা—পালা—

গোব। তোর কিছু হানি করেছি নাকি দিদি? তবে থাক্‌বো না, পালাই—পালাই। দিদি তুই ভাল থাক, তোর নাইতে যেন না মাথার কেশটি খসে, আমি পালালুম্—

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। (স্বগত) সার্থক আমার ব্রত গ্রহণ। জননী জন্মভূমি,

তোমার সেবার জন্য, আজত একটি ভাইও পেলুম্ মা? তবে কেন মিছে ভাবি; ভেসেছি.ত অকূল পাথারে—তারা, তুমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চল মা।

গীত।

অবেলায় হাট্ ভাঙ্গ্‌লি শ্যামা কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি,
(আমার) যা ছিল সকলই গেছে, মিছে শুধু
ঘুরে মরি;
ভরা হাটের হেটো যারা,
একে একে গেছে তারা,
(আমি) কর্ম্মদোষে রইনু বসে পাপের
বোঝা শিরে ধরি।
রবি যে বসেছে পাটে,
(আমি) কি করি এই ভাঙ্গা হাটে,
নেমা কোলে তুলে অভাগীরে, দে মা তোর
ঐ চরণতরী!

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—— ०ঃ*ঃ০ ——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ*ঃ—
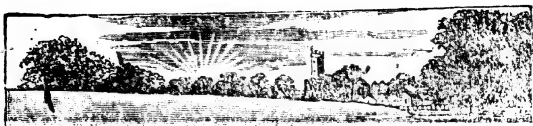
জেহানারার কক্ষ।

জেহানারা।

গীত।

কোথা সুখ মেলে কে জানে—
এইখানে কি সেইখানে!
খুঁজে বেড়াই তবু না পাই আকুল হয়েছি প্রাণে।
করুণা-সাগর বিধি,
দাও মোরে সেই নিধি,
যার লাগি জন্মাবধি চেয়ে আছি তোমাপানে!
মন ভোলেনা, মিছে সম্পদে ধন দৌলত মানে!

(খোজার প্রবেশ)

খোজা। বাদশাজাদী—

জেহা। কি—বাদশাজাদী বলে কাঠের পুতুলের মত খাড়া রইলি কেন? কি বল্‌তে এসেছিস্ বল্?

খোজা। এক হিন্দু জেনানা—

জেহা। তাতে কি হয়েছে?

খোজা। সে বড় জোর জবরদস্তি কচ্ছে।

জেহা। কেন, তোর নকরী কেড়ে নেবার জন্যে?

খোজা। আজ্ঞে না।

জেহা। তবে কি তোকে নিকা কর্‌বার জন্যে? সে কি চায়?

খোজা। রং-মহলে ঢুক্‌তে চায়।

জেহা। কি দরকার?

খোজা। বলে বাদশাজাদীর কাছে বল্‌বো।

জেহা। সঙ্গে দোসরা আদমী আছে?

খোজা। কেউ নেই, বড় খুপ্‌সুরৎ চেহারা।

জেহা। সত্যি?

খোজা। বেগম সাহেবের কাছে মিথ্যে বল্লে মাথা থাক্‌বে না।

জেহা। রং-মহল তাকে কে চিনিয়ে দিলে?

খোজা। বাদশার কোন ফৌজ।

জেহা। নিয়ে আয়। [খোজার প্রস্থান।

(স্বগত) দোষ কি? যদি কোন নিরাশ্রয়া হয়, অনাথিনী হয়, যদি তার বাদশাজাদীর কাছে ভিক্ষা থাকে? এলোই বা, তাতে ক্ষতি কি? দেখি যদি তার কোন উপকার কত্তে পারি।

(লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ।)

খোজা ঠিক বলেছে, খুপ্‌সুরৎ রূপই বটে! এরূপ রং রং-মহলে নেই, দিল্লী আগ্রায় নেই, বাদশার সাম্রাজ্যে আছে কিনা সন্দেহ। (প্রকাশ্যে) তুমি কি চাও?

লক্ষ্মী। বাদশাজাদীর অনুগ্রহ—বাদশাজাদীর আশ্রয়।

জেহা। তুমি কি নিরাশ্রয়া?

লক্ষ্মী। আমি নিরাশ্রয়া—অনাথিনী—মন্দভাগিনী।

জেহা। তুমি যে আমার শত্রু নও—কেমন করে বুঝ্‌বো?

লক্ষ্মী। বুঝ্‌বেন আমার মুখ দেখে, বুঝ্‌বেন আমার চোখ্‌ দেখে, আমার মন দেখে, আমার প্রাণ দেখে, আমার কার্য্যকলাপ দেখে—বাঁদীর অন্য সুপারিশ নেই।

জেহা। এক লহমাতেই কি চরিত্রের সমস্ত পরিচয় পাওয়া যায়?

লক্ষ্মী। মেহেরবাণী করে আশ্রয় দিলে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

জেহা। তত দিন তোমায় নিঃসংশয়ে মহালে স্থান দি কেমন করে?

লক্ষ্মী। বাদশার মেয়ে, যিনি দণ্ডে দণ্ডে হাজার হাজার বাঁদী নফর গোলাম রাখ্‌ছেন, ছাড়াচ্ছেন, তিনি মানুষের মন বুঝ্‌তে পারেন না! মানব-হৃদয় তো তাঁর নখদর্পণে। তা যদি না হবে তবে ভগবান্‌ আমায় বাদশাজাদী না করে আপনাকে করেছেন কেন?

জেহা। বুঝ্‌লুম্‌ তুমি সত্যভাষিণী, তোমার অকপট মুখমণ্ডলই তোমার সুচরিত্রের পরিচয় প্রদান কচ্চে। তোমার মুল্লুক কোথা?

লক্ষ্মী। কর্ণাট।

জেহা। কর্ণাট! এত পথ তুমি এলে কেমন করে?

লক্ষ্মা। কখন ডুলি, কখন দোলা, কখন অশ্বে, কখন পদব্রজে।

জেহা। তোমার পিতামাতা আছেন?

লক্ষ্মা। বেগম সাহেব, বাঁদী সে বিষয় নিশ্চিন্ত হয়েছে; আমার কেউ নেই।

জেহা। স্বামী?

লক্ষ্মা। আছেন।

জেহা। তিনি তোমায় রংমহলে আস্তে হুকুম দিলেন যে?

লক্ষ্মা। আমি তাঁর হুকুম পাই নি—স্বেচ্ছায় এসেছি।

জেহা। তোমার স্বামী কোথায়?

লক্ষ্মা। বাদশার দরবারে।

জেহা। দিল্লীশ্বরের দরবারে! তাঁর নাম?

লক্ষ্মী। (বিনীতভাবে নতমুখে ইতস্ততঃ করিয়া) রঙ্গনাথ।

জেহা। রঙ্গনাথ—রঙ্গনাথ! পরিচিত নাম, বাদশার মুখে আমি শুনেছি। তোমার মতলব কি?

লক্ষ্মী। বাদশাজাদী, আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু আমার মতলব ক্ষুদ্র নয়। আমি ক্ষুদ্র খাল বিল হয়ে, দরিয়া শোষণ কত্তে চাই; আমি শশকী হয়ে মৃগেন্দ্র বশে আন্‌তে চাই।

জেহা। তোমার কথা বুঝ্‌লুম্ না।

লক্ষ্মী। বলেছি ত রঙ্গনাথ আমার স্বামী।

জেহা। তারপর?

লক্ষ্মী। স্বামী বাঁদীর প্রতি নারাজ।

জেহা। তোমার মত রূপসীকে তিনি চান্ না?

লক্ষ্মী। তিনি বাঁদীকে ভুলে গেছেন, বাঁদী তাঁকে ভুল্‌তে পারেনি। তিনি বাঁদীর মূর্ত্তি মন থেকে মুছে ফেলেছেন, আমি হৃদয়ে সিংহাসন পেতে,

তাঁর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে দিন রাত পূজা কচ্চি। বাদশাজাদি, বাঁদী তার দেবতা যাতে পায়, এমন কি উপায় নেই ?

জেহা। রঙ্গনাথের কাজ বাদশার দরবারে, আমার রংমহলের বাদশাহীতে তাঁর কোন কাজ নেই।

লক্ষ্মী। আপনি বাদশাহের সহোদরা!

জেহা। তাতে কি এসে যায় ?

লক্ষ্মী। শুনেছি বাদশার মত আপনার প্রতাপ; বাদশার মত সাম্রাজ্যের উপর আপনার তুল্য অধিকার।

জেহা। আমি অন্তঃপুরবাসিনী, আমার হুকুম রংমহলে খাটে, দরবারে খাট্‌বে কি ?

লক্ষ্মী। পৃথিবীরাষ্ট্র দিল্লীশ্বর আপনার ইঙ্গিতে পরিচালিত।

জেহা। রংমহলের কাজে আস্‌তে পার, তোমার এমন কি গুণ আছে ?

লক্ষ্মী। আশ্রয় দিলেই জান্‌তে পার্‌বেন।

জেহা। তোমার নাম কি ?

লক্ষ্মী। সরযূবাই।

জেহা। তুমি গাইতে জান ?

লক্ষ্মী। সামান্য।

জেহা। আচ্ছা, একটী গাও। তোমার সঙ্গীত যদি আমাকে মুগ্ধ কত্তে পারে তাহলে রংমহলে অন্য কাজের দরকার হবে না; একটী গাও।

গীত।

লক্ষ্মী। বিধি কেন এত নিদয় আমায়!

আমার নয়নজল কভু না শুখায়।

আমি অভাগিনী দিবস রজনী,
কাতরে ডাকি তোমায়।
আমি জ্বলিব পুড়িব তাহে ক্ষতি নাই।
তাঁহারে রাখিও পায়॥

জেহা। তোফা তোফা, সরযূ, কেবল তোমার রূপই সুন্দর নয়—তোমার গুণও সুন্দর। রূপে গুণে তুমি অসামান্যা! আমি ভেবেছিলুম্ তুমি শিমুল ফুল ; তা নয়—তুমি বসোরাই গোলাপ। আমি খুসী হয়েছি। কই হ্যায় ?

(জনৈক খোজার প্রবেশ)

একে রংমহলের্ দারোগার কাছে নিয়ে যা। বুঝিয়ে দিবি, ইনি আমার মহলে থাক্‌বেন। হিন্দু-বেগম মহলে খাওয়া দাওয়া কর্‌বেন ; যেন এঁর কোন কষ্ট না হয়। বল্‌বি, বাদশাজাদীর হুকুম।

খোজা। যো হুকুম।

[সরযূকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

--—:০:—

কাশিম খাঁর বাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যান।

কাশিম ও রঙ্গনাথ।

রঙ্গনাথ। আর উদাসীন থাক্‌লে চল্‌বে না। সেনাপতি সাহেব, রায়গড়ে অসংখ্য বাদশা-সৈন্ত ক্ষয় হয়েছে !

কাশি। দেল দোরুস্ত্ নেই দোস্ত—কার জন্যে লড়্‌ব? কামিনী না থাক্‌লে কাঞ্চন কুড়িয়ে লাভ কি? আগে কামিনী, পরে কাঞ্চন। কেমন, ঠিক নয়?

রঙ্গনাথ। ওকি কথা বল্‌ছেন, সর্দ্দার বাহাদুর। এখন ও সব কামের কলুষ কথা ছেড়ে দিন। এই রণোন্মত্ত মারাঠী জাতির করাল কৃপাণকে আর কৃষকের কাস্তে বলে উপেক্ষা কর্‌বেন না!

কাশিম। রায়সাহেব, আপনি কাফেরি কুসংস্কার এখনও ত্যাগ কত্তে পাল্লেন না। নিশ্চয় জান্‌বেন যখনই মনে কর্‌ব কাস্তে ধর্‌ব, আর দুনিয়া শুদ্ধ মারাঠীগুলাকে ঢলে পড়া ধানের মত একেবারে মুড়িয়ে কেটে ফেল্‌ব!

রঙ্গ। তবে আর বৃথা চেষ্টা, আপনার দ্বারা দেখ্‌ছি আমার আর কোন আশা নেই। বাদশা আমায় অনেক আশা দিয়েছিলেন। তিনি হয়ত আমায় এ অবস্থায় পরিত্যাগ কর্‌বেন না। একবার তাঁর কাছে সকল কথা নিবেদন করি।

কাশি। হাঃ হাঃ ভুল, দোস্ত, ভুল। আমরাই বাদশার চোখ্, আমরাই বাদশার কান, আমরাই বাদশার জবান। আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে বাদশার বিশ্বাস আপনার দোষেই এবার আমাদের পরাজয় হয়েছে।

রঙ্গ। সে কি সেনাপতি সাহেব, আমার অপরাধ কি! আমি যে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত যুদ্ধ করেছি।

কাশি। সব জানি, কিন্তু আপনার বীরত্বের বাখান করে কি আমি বাদশাই ফৌজের গৌরব নষ্ট কর্‌ব?

রঙ্গ। আপনি কি বল্‌ছেন? তবে কি বাদশা আমার কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না?

কাশি। বিশ্বাস করা তাঁর উচিত নয়; আমি সম্রাটের স্বজাি আপনি বিজাতি, আমি তাঁর স্বধর্ম্মী, আপনি বিধর্ম্মী, আমি রাজকর্ম্মচাি আপনি রাজদ্বারে ভিখারী, আমাদের উপর বিশ্বাস, আপনার উ সন্দেহ, আমাদের হুঙ্কার, আপনাদের আতঙ্ক। বাদশাই তক্তের এ চারটী পায়া

রঙ্গ। তবে কি আমার দুকূল গেল?

কাশি। কাশিম সাহেবকে অনুকূল রাখ্‌তে পাল্লে সব কূল থাকে।

রঙ্গ। আর কি কল্লে আপনি অনুকূল হন্?

কাশি। এই ব্যাকুলের প্রেমের মুকুলটি ফুটিয়ে দিলেই—

রঙ্গ। (সবিস্ময়ে) আপনি কারে কি বল্‌ছেন? আমি আপনা প্রেমের মুকুল ফোটাব কি?

কাশি। আপনি কি আর সশরীরে ফোটাবেন? শেষ কি আ লোক পেলুম্ না যে, আপনার সঙ্গেই প্রেম কত্তে যাচ্ছি। আপনা ত আমি কতবার ইশারা ইঙ্গিতে বলেছি, কার জন্য আপনার দোস্তে প্রাণ ব্যাকুল।

রঙ্গ। কি বাসন্তী?

কাশি। হাঁ, এখন বাসন্তী—আবার আমার বেগম হলে, বিবি খুব আমিরী নাম রাখ্‌বো।

রঙ্গ। আপনি বলেন কি?

কাশি। আপনি আশ্চর্য্য হতে পারেন। আমি সেনাপতি বাহাদুর আপনার মত ভূমিশূন্য কাফের রাজার কেনা বাঁদীর ওপর এত মেহেরবা কত্তে চাচ্চি—একথা যে শুন্‌বে সেই আশ্চর্য্য হবে।

রঙ্গ। কেনা বাঁদী! বাসন্তী যে আমার কন্যা তুল্য; কাশি সাহেব, আপনি তাকে জানেন না তাই এমন কথা বল্‌চেন। সে

আমার সেফালি ফুল, শিশির পাতে ঝরে যায়, সে যে লজ্জাবতী লতা, ছায়াস্পর্শে মুদিত হয়। অনাথিনী দীনা—দীননাথকে ডেকে দিন কাটায়।

কাশি। সে বসোরার গোলাপ—আপনাদের অসভ্যতার অন্ধকারে রেখে তাকে বদ্‌রং করে ফেলেছেন। আমি তাকে আমাদের সভ্যতার সূর্য্যালোকে এনে ফোটাব। সে গোলাপের খোসবো বাদশার রংমহল পর্য্যন্ত ছুট্‌বে, তার রংএর জুলুসে শাজাদীদের পর্য্যন্ত চোখ্‌ ঝল্‌সে যাবে।

রঙ্গ। সেনাপতি বাহাদুর, এটী আমায় ক্ষমা করুন; ঐ মর্ম্মভেদী কথাটী ছেড়ে দিন, বাসন্তীর বুক আমি স্বহস্তে ভেঙ্গে ফেল্‌তে পার্‌ব না। আমি লালসার দাস বটে, কিন্তু সেই অনাঘ্রাত বনকুসুমটী আমি দেবার্চ্চনার জন্যও বৃন্তচ্যুত কত্তে পার্‌বো না। সেনাপতি সাহেব, সে কিছু জানে না। মানুষের ভাব, যুবতীর বৃত্তি তার প্রাণে নাই; তার আশা নেই, ইচ্ছা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, ধর্ম্ম নেই, অধর্ম্ম নেই, বিলাস নেই, বেদনা নেই, সে নিজে নেই, তার নিজত্ব নেই, সব তার দীননাথকে দিয়েছে।

কাশি। কেয়াবাৎ খয়রাৎ, সবই ত দীননাথকে দিয়েছে—এখন বাকী আছে পরীর মত ছবিখানি, তা আর রেখে কি হবে, এই প্রাণনাথকেই দান করুক্ না?

রঙ্গ। (সরোষে) বর্ব্বর?

কাশি। (উচ্চকণ্ঠে) কি তাঁবেদার?

রঙ্গ। কিছু না—আপনাকে কিছু বলিনি; মন আমার চীৎকার করে ভেবে ফেলেছে।

(নেপথ্যে) ইয়াপীর মওলা মুস্কিল আসান।

নেপথ্যে। চুপ্‌রাও বদমাস্‌।

(নেপথ্যে) জবান বন্দ করো ।

(নেপথ্যে) শুন্‌রে শুন্‌রে দেল দেওয়ানা, ঝুটা জিন্দেকী মিছে বাহানা! ইয়াপীর—

রঙ্গ। কিসের গোলমাল ?

(মুস্কিলাসানবেশী গোবর্দ্ধনকে ধৃত করিয়া প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ)

১ প্র। হুজুর, একজন বদমাইস্ গোয়েন্দা ধরেছি।

গোব। ইয়া পীর মওলা মুস্কিল আসান, যাহা মুস্কিল তাহা আসান।

কাশিম। কে তুই ?

গোব। শা জুম্মাপীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।

কাশি। চোপ্ চোপ্, এখানে কি কচ্ছিলি ?

গোব। আর কি করব বাবা, দরগার ফকির, ভিক্ষে করে পাঁচ দোরে ঘুরি।

কাশি। তা আমার বাগানের ভেতর ঢুকিছিলি কেন ?

গোব। তা রাজারাজড়া নবাব বাদশার বাড়ী না গিয়ে, ভিক্ষে কত্তে কি খেঁদীর মার বাড়ী যাব বাবা ?

রঙ্গ। ব্যাটা তুই গুপ্তচর।

গোব। (কাশিমের প্রতি) একি বাবা, দীন দুনিয়ার মালিক বাদশা আলমগীরের আমলে, মুসলমান ফকিরকে একটা কাফের গালদেয়, দোহাই বাদশাজাদা, এটার বিচার করুন।

কাশি। আমি বাদশাজাদা নই।

গোব। ভুল হয়েছে বাপ্—তুমি বাদশাজাদার বাবা সেই যে কি জাদা বলে মনে আস্‌ছে না, দিল্লীর ফার্সী বয়েদ এখনও সব মুখস্থ হয়নি বাবা।

কাশি। তোমার বাড়ী কোথায় ?

গোব। বাংলা মুলুক। চাটগাঁ বাদশা বাবা!

কাশি। তা অত্দূর থেকে এখানে কেন?

গোব। আমি জাত ফকির নই বাবা, মনের দুঃখে মুস্কিল আসান কত্তে কত্তে বেরিয়ে পড়েছি।

কাশি। কি, দেশে খেতে পেতিস্নে?

গোব। না বাদশা বাবা, পেটের দায়ে কটা লোক ফকির হয়? এই যে চেরাক হাতে দোর দোর ঘুর্তে হচ্ছে, এ বাবা খালি প্রেমের দায়ে—মেয়ে মানুষের হেঁপায় বাদশা বাবা?

কাশি। গরীবের ছেলে, আবার ও নেশা কেন?

গোব। সে যে সে মেয়ে মানুষ নয় বাদশা বাবা। সে আমার সাদী করা বিবি, আমার বুকে ছিঁচ্কে বিঁধে পালিয়েছে বাবা। সরমের কথা আর বল্ব কি, বদনা বিবি আমার বড় খুপ্সুরৎ ছিল; রং যেন একেবারে কুস্মুনের মত ধপ্ ধপে; চুল গোছাটা যেন মাণিকপীরের চামর; অঙ্গ থেকে আপনা আপনি পাটনাই প্যাজের গন্ধ ফুটে বেরুতো। কিন্তু বাবা কাকের বাসায় হীরেমন থাক্বে কেন? ডানা গজাতেই উড়ে গেল! আমিও সেই থেকে মুস্কিল-আসান হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এক জায়গায় শুন্লুম্ বদনা বিবি আমার দক্ষিণ মুলুকে বাই হয়েছে। তাই এই দেশে এসে পাঁচজনের মুস্কিল আসান কচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুস্কিলের গোড়া খুঁজ্ছি।

কাশি। তোমায় এখানে কেউ চেনে?

গো। বৌ পালান দেওয়ানা ফকিরকে আর কে চিন্বে বাবা? তবে এই চাচা (রঙ্গনাথকে দেখাইয়া) চিন্লেও চিন্তে পারে?

রঙ্গ। আমি তোমায় চিন্তে পারি, সে কি?

গোব। আরে চাচা, আমায় চেন না চেন, চর দেখ্‌লে ত চিন্তে পার? তুমি ত চরের রাজা।

রঙ্গ। এ নিশ্চয় চর, বোধ হয় লুকিয়ে, আমাদের কথাবার্ত্তা শুনেছে।

গোব। বোধ হয় কেন চাচা, সত্যিই ত শুনেছি, মুসলমান কি ঝুটো কথা বলে? কি বল্‌ব বাদশা বাবা, কসম খেয়েছি যে বদনা বিবির নাক না কেটে, গোস্ত গ্রহণ কর্‌ব না। নইলে যে দিন কাফের চাচার বেটীর সঙ্গে বাদশা বাবার নিকে হবে, সে দিন পেট ভরে কালিয়া কাবাব্‌ খেয়ে, বাবার মুস্কিলাসান কত্তুম্‌। আহা, সে কি মেয়ে বাদশা বাবা, সে পরীর ছানা!

কাশি। তুমি কি তাকে দেখেছ?

গোব। একদিন ঐ চাচার বাড়ী মুস্কিলাসান কত্তে গিয়ে দেখেছি বই কি বাবা? বাদশার মরজী মালুম্‌ থাক্‌লে, সেই দিনই পরীর ছানাটাকে ঝুলির ভেতর পুরে এখানে এনে হাজির কত্তুম্‌।

কাশি। এ সব কাজও আছে না কি?

গোব। বাদশা হুকুম কল্লে সবই কত্তে পারি। যদি দয়া করে ঐ বাদশাই পাপোষে একটু আস্তানা দেন, তবে দেখে নেবেন এই চাটগেঁয়ে বাঙ্গালীর কত কেরামত।

কাশি। তোমায় ভাল লোক বলেই বোধ হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে। এখন বাইরে অপেক্ষা করগে। (প্রহরিদ্বয়ের প্রতি) এ লোক আমার কাছে থাক্‌বে, কেউ ওকে কোন জুলুম্‌ কোরোনা।

গোব। (প্রস্থান কালে) ইয়া পীর মওলা—(প্রহরিদ্বয়ের সহিত প্রস্থান)

রঙ্গ। লোকটা রং ঢং করে আপনাকে খুসী করে গেল ; কিন্তু আমার বোধ হয় ও দুষ্‌মন

কাশি। অন্ততঃ আপনার পক্ষে নয়, আপনার চীৎকার করে ভাববার মুখে ও যদি না হঠাৎ এসে পড়্‌ত, তা হলে বোধ হয় অন্যমনস্ক ভাবে আমি তরোয়াল খুলে খেলা করে ফেল্‌তুম্‌।

রঙ্গ। আপনার কি আমার ওপর এখনও ক্রোধ রয়েছে ?

কাশি। ক্রোধের শাস্তি আপনার নিজেরই হাতে। আপাততঃ আপনি গৃহে যান, বেশ করে ভেবে দেখুন ; বাসন্তীর মায়া পরিত্যাগ কত্তে না পাল্লে আপনাকে যে কেবল সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ কর্‌তে হবে তা নয়, জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হবে। [প্রস্থান।

রঙ্গ। (স্বগত) বিষম সমস্যা—কি করি! জীবনসর্ব্বস্ব বাসন্তীকেই বা ত্যাগ কর্‌ব কেমন করে, রাজ্যের আশাই বা ছাড়্‌ব কোন্‌ প্রাণে ? বাসন্তীও সুন্দর, রাজ্যও সুন্দর! আমার শোণিত মধ্যে বাসন্তী, শিরায় শিরায় রাজ্য, আমার অন্তরে বাসন্তী,বাহিরে রাজ্য,আমার আত্মায় বাসন্তী, হৃদয়ে রাজ্য, আমি কাকেও ছাড়্‌তে পার্‌ব না ; আমার দুইই চাই। কিন্তু সেনাপতি তা শুন্‌বে কেন ? সে যে দুষ্‌মন! হোক্‌ সে দুষ্‌মন ; আমি তার পদরেণু মাথায় নেব, অহোরাত্র অনুনয় করে তার করুণা ভিক্ষা কর্‌ব, তাতেও কি তার দয়া হবেনা ? তাতেও কি সে আমার এই বন্ধুর সংসারপথের পুণ্য পাদপটীকে উৎপাটিত কত্তে আস্‌বে! নানা, ও কথা আর ভাব্‌বো না, আমার মস্তিষ্ক বিকল হয়ে আস্‌ছে, চক্ষু কর্ণ দিয়ে তাড়িৎ-প্রবাহ ছুট্‌ছে, অস্থিমজ্জামেদগ্রন্থি নিষ্পেষিত হচ্ছে, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে বিষম ঘাত প্রতিঘাত কচ্ছে! বড় কষ্ট, বড় কষ্ট—কি করি কোথায় যাই! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

——:০:——

জেহানারার কক্ষ।

জেহানারা।

(স্বগত) গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার স্কন্ধে নিইছি! পরোপকার, হতভাগিনীর অশ্রু বিমোচন! সরযূর এ কাজ আমায় সম্পন্ন কত্তে হবে। সে হিন্দু হলেও তার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই। সে আমার আশ্রিতা, অনুগ্রহভিখারিণী, সে আমার বাঁদী নয় সঙ্গিনী। আমি তার অশ্রু মুছাব; তার মেঘমলিন মুখমণ্ডল প্রভাত-রবিকরস্নাত কুসুমতুল্য প্রফুল্লিত কর্‌ব। রঙ্গনাথ আস্‌ছে, কৌশলে তার উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে হবে—কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন কত্তে হবে।

(রঙ্গনাথের প্রবেশ)

আপনার নামই রঙ্গনাথ?

রঙ্গনাথ। আজ্ঞা হাঁ শাজাদি, অধীনকে কি জন্য অনুগ্রহ করে স্মরণ করেছেন?

জেনা। আপনাকে দেখ্‌ব বলে; কিছু কাজও আছে। বাদ্‌শার কাছে আপনার কাজ শেষ হয়েছে?

রঙ্গ। না শাজাদি, আর কতদিন যে এমন করে থাক্‌তে হবে তাও জানি না।

জেহা। এতকাল আপনি এখানে বাস কচ্চেন, দেশের জন্য আপনার মন কেমন করে না?

রঙ্গ। কোথায় আমার দেশ? যে দেশে আমার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, স্থান নাই, সে দেশ আবার আমার দেশ কি? সে এখন রাজারামের দেশ। তাঁর গৌরবগীতি আজ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে প্রতিধ্বনিত হচ্চে। আমি কি আজ ভিখারী হয়ে সেই রাজারামের দরবারে মস্তক অবনত কর্‌বার জন্য দেশে প্রত্যাবৃত্ত হব?

জেহা। কেন, আপনার স্ত্রী পুত্র নাই?

রঙ্গ। না।

জেহা। আপনি বিবাহ করেন নি?

রঙ্গ। করেছিলুম্, কিন্তু বিবাহের পরই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছি। তার পিতা আমার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেছিল।

জেহা। পিতার উপর রাগ করে স্ত্রীকে ত্যাগ কল্লেন? বিবাহিতা নারী কার সম্পত্তি?

রঙ্গ। অত ভাবিনি; যে শত্রুর ছায়া স্পর্শ কর্ত্তে নেই, তার কন্যা স্পর্শ কত্তেও প্রবৃত্তি হয়নি।

জেহা। এখন আপনার স্ত্রী কোথায়?

রঙ্গ। জানিনা, খবর পেয়েছি সে এখন পথের কাঙ্গালিনী হয়েছে।

জেহা। তবে কি রাজা রঙ্গনাথের রাণী অনাশ্রিতা হয়ে পথে পথে বেড়াবে?

রঙ্গ। রাজা রঙ্গনাথ কোথায় যে তার রাণী? বাদশাহী দরবারে প্রতি হরকরার নিকট, মোগল-শিবিরের প্রত্যেক বরকন্দাজের সমক্ষে যাকে অনুগ্রহের জন্য নতজানু হতে হচ্চে, সে আবার রাজা—সে আবার মানুষ? বাদশাহ আলমগীরের সিংহাসন হিন্দুস্থানে অটল হউক, ভারতসমীরণ মোগল-পতাকাকে চিরদিন আন্দোলিত করুক, কিন্তু মার্জ্জনা কর্‌বে শাজাদি, আমি যে মনুষ্যত্ব হারা পরাধীন দাস, তা ভুল্‌ব কেমন করে?

আমি আর রঙ্গনাথ নাই, একটা লজ্জা, ঘৃণা ও অপমানের আধার মাত্র ; এ হৃদয়ে আর প্রেম স্মৃতি কিছুই নাই। রাজ্য রাজ্য ; রাজ্য আগে, ভার্য্যা পরে ; আগে প্রাধান্য, পরে প্রেম !

(সরযূর প্রবেশ)

জেহা। কি সরযূ ?

সরযূ। আপনি অসুস্থ ছিলেন, কেমন আছেন দেখ্‌তে এলুম্।

জেহা। আমি ভাল আছি, তুমি যাও।

[সরযূর প্রস্থান।

রঙ্গ। বাঃ কি সুন্দর !

জেহা। কি হল, আপনার কি কোন অসুখ করেছে ?

রঙ্গ। বুঝ্‌তে পাচ্চি না, অসুখ কি আরাম, বেদনা কি বিলাস, প্রমোদ কি প্রমাদ !

জেহা। এতো মন্দ রোগ নয়—আপনার কি এ পীড়া আছে না কি ?

রঙ্গ। আজ্ঞে না, হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠ্‌লো শাজাদি ! অনুগ্রহ করে অধীনকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে অনুমতি দেবেন ?

জেহা। একশোটা।

রঙ্গ। উনি কে ?

জেহা। কিনি ?

রঙ্গ। যিনি এইমাত্র এসে চ'লে গেলেন ?

জেহা। ওর নাম সরযূ ; আমার একজন পরিচারিকা। হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম্, আপনাকে যে এই বিপদসঙ্কুল স্থানে ডাকিয়ে এনেছি তার কারণ হচ্চে—

রঙ্গ। (অন্যমনস্ক ভাবে) বেয়াদপি মাফ্ হয়—ওঁকে হিন্দুরমণী বলে বোধ হ'ল!

জেহা। শুধু তাই, না মুগ্ধ বোধও হ'ল!

(সরযূর পুনঃ প্রবেশ।)

রঙ্গ। কি সুন্দর!

সরযূ। শাজাদি, উদিপুরী বেগম আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন।

জেহা। রাজা সাহেব, আমি চল্লুম্। সরযূ আপনাকে পাঠিয়ে দেবে। আর একদিন আপনার সঙ্গে কথা হবে।

সরযূ। (স্বগত) স্বামীর হৃদয় ত একেবারে শুকিয়ে যায়নি। এ দৃষ্টির অর্থ কি—লালসা না প্রেম? (প্রকাশ্যে) আপনি এখনই যাবেন কি?

রঙ্গ। একটু থেকে আপনাকে দুএকটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে পারি?

সরযূ। বলুন।

রঙ্গ। হিন্দু-রমণী হ'য়ে আপনি মোগল রংমহলে কেন?

সরযূ। হিন্দু হ'য়ে আপনিই বা মোগলের দরবারে কেন?

রঙ্গ। আমি অন্যায়রূপে আমার নিজের রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি ব'লে, নিজের ন্যায্য অধিকার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বাদশার সাহায্যপ্রার্থী।

সরযূ। আমিও অন্যায়রূপে নিজের রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে—

রঙ্গ। সেকি, আপনি রাজরাণী!

সরযূ। রমণী মাত্রেই রাজরাণী যদি পতিসোহাগিনী হয়; আমি এখন ভিখারিণী!

রঙ্গ। আহা, এমন পারিজাত অনাদরে ধূলায় ফেলে দেয় কোন্ পাষণ্ড!

সরযূ। আপনি বোধ হয় পাষণ্ড নন—পারিজাতের আদর জানেন?

রঙ্গ। এ পারিজাতের পরিবর্ত্তে, পৃথিবীর সাম্রাজ্যও তুচ্ছ।

সরযূ। আপনি ত দেখ্‌ছি ললিত আলাপে ললনাকে প্রলোভন দেখাতে বিলক্ষণ পটু। তবে যেন শুন্‌তে পাচ্ছিলুম্ শাজাদীকে বল্‌ছিলেন, শ্বশুরের ওপর রাগ করে পত্নীকে ত্যাগ করেছেন?

রঙ্গ। সেটা কি এত নিষ্ঠুর কাজ?

সরযূ। না, সেটা খুব দয়ার কাজ। থাক্, ও কথায় আর কাজ নেই। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশীর চরণাশ্রিত; স্বজাতিশবের ওপর সিংহাসন পেতে শ্মশানরাজ হবার স্পৃহায় লালায়িত। তাতে আজ পর্য্যন্ত কতদূর সফলকাম হয়েছেন? আপনার প্রতি বিজয় লক্ষ্মীর একবারও কি কটাক্ষপাত হয়েছে?

রঙ্গ। না হয়নি; কিন্তু সে একটা নীচাশয় বিলাসী মুসলমান সেনা-নায়কের আলস্যে ও উপেক্ষায়। কাশিম একবার মন দিয়ে লড়্‌লে—

সরযূ। কাশিম লড়্‌বে? হিন্দু রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্য মুসলমান লড়্‌বে? কেন, আপনার ক্ষত্রিয়বাহুতে কি পক্ষাঘাত হয়েছে?

রঙ্গ। আমি একা—

সরযূ। না, শুধু একা নয়। আপনি নাই—আপনার জীবন নাই; আপনি শব। পুরুষের শক্তি নারী—শক্তিহীন পুরুষ শব। কার জন্য সংসার, কার জন্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য? কার লজ্জা ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বার জন্য আপনি প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে অনলের মুখে ছুটে যাবেন? কার মুখ মনে করে, আপনার বুকে বল আস্‌বে? কার তেজোজ্জ্বল স্নেহদৃষ্টির সুধাবৃষ্টিতে অস্ত্রাঘাতের জ্বালা জুড়িয়ে যাবে? অশোকবনে বন্দিনী জনকনন্দিনীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে না পড়্‌লে কি রামচন্দ্র লক্ষ্মণের

যুকে শক্তিশেল সহ্য কত্তে পাত্তেন, না দশাননকে সবংশে নিধন কত্তে পাত্তেন? অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নয়, ভীমের গদা নয়, শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা নয়—কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবের প্রচণ্ড বিক্রমের প্রধান কারণ—কৃষ্ণার কুটিল দৃষ্টি; তাঁর পৃষ্ঠবিলম্বিত বিগলিত বেণী। কর্ণাটরাজ, শত্রুশোণিতে হস্ত রঞ্জিত কর্‌বেন মনে করেছেন? সে রক্ত মুছ্‌বেন কোন্ পাঞ্চালীর কৃষ্ণ কেশরাশিতে?

রঙ্গ। বুঝ্‌তে পাচ্চি আপনার মতন সহধর্ম্মিণী পেলে অতি হীন ব্যক্তিও জগৎ জয়ী হইতে পারে? আভাসে আপনার উচ্চ বংশের পরিচয় কতক দিয়েছেন, এখন বল্‌তে পারেন কতকাল সাধনা কল্লে আপনার মত সহধর্ম্মিণী ভাগ্যে ঘটে?

সরযূ। গুণহীনা মুখরা দাসীকে লজ্জা দেবেন না। আমার কথা ছেড়ে দিন, তবে সাধনার কথা বল্‌ছিলেন—শুনেছি সকল সাধনার প্রকৃষ্ট পথ প্রেম। প্রেমে ঈশ্বরকেও পাওয়া যায়।

রঙ্গ। প্রেম, সুন্দরি প্রেম, মুহূর্ত্ত মাত্র আলাপের পর, তিলেক মাত্র ঐ তিলোত্তমা প্রতিমা আমার আকুল নয়নে প্রতিবিম্বিত হবার পর, কেমন করে বোঝাব—

সরযূ। থামুন—থামুন; আমি আমার প্রতি প্রেমের পরিচয় চাচ্চি না। স্বজাতির প্রতি আপনার প্রেম কৈ? যে ধর্ম্ম-প্রাণ মারাঠাবংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন—তৎপ্রতি আপনার অনুরাগ কৈ? যে স্বজাতিকে ঘৃণা করে, স্বধর্ম্মকে ঘৃণা করে—সে কি সহধর্ম্মিণীকে ভালবাস্‌তে পারে? রাজন্, প্রেমের সাধনা করুন; বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিন; স্বজাতির প্রেমে আপনার হৃদয়ের অমৃতকুণ্ড পূর্ণ করুন; দেখ্‌বেন সেই পবিত্র প্রেমের আকর্ষণে আপনার মানসী প্রতিমা আপনার সঙ্গে মিলিত হবে।

রঙ্গ। সরযূ! তোমার কথায় আমার হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হলো। বাসন্তীও ঐ রকম কথা বলে। আমি ভাব্‌বো?

সরযূ। এখন আসুন, আর এখানে থাকা উচিত নয়।

রঙ্গ। চল, (গমনকালে স্বগত) তুমি আমার সরস্বতী, তুমি আমার লক্ষ্মী, তুমি আমার শক্তি; হৃদয়ে থাক—আমার রক্ষা হবে; হৃদয় থেকে সরে যাও—অমনি পথ হারাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

রঙ্গনাথের কক্ষ।

বাসন্তী।

গীত।

সবাই মিলে সদাই তোমায় শুধুই করে জ্বালাতন।
অসীম-পিয়াসা তাদের কভু কি নাথ হবে পূরণ?
তারা কেবল এ চায় ও চায়,
কেহত চাহেনা তোমায়,
তাই তোমার তরে হৃদয়-পরে যতনে পেতেছি আসন।
তুমি এলেই আমার প্রাণ জুড়াবে—কিছু চাহিয়া
দেবনা বেদন।

(সরযূর প্রবেশ)

বাসন্তী। (সচকিতে) কেও, কেগা কে তুমি ? (সরযূর বস্ত্রাবরণ মোচন করণ) বা—বা—কি সুন্দর! কি সুন্দর! তুমি রাধিকা—ব্রজেশ্বরী রাধিকা! না ?

সরযূ। আমার পরিচয় পাবে। এই তো রাজা রঙ্গনাথের বাড়ী ? তিনি কোথায় ?

বাস। তিনি তো এখন বাড়ী নেই। তুমি বড় সুন্দর—বড় সুন্দর!

সর। রাজা এখনও বাড়ী এসে পৌঁছান নি! আঃ—বাচ্‌লুম্! বেশ হয়েছে।

বাস। তুমি কি তাঁকে চেন ? তুমি কি তাঁর কেউ হও ?

সর। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তুমি ত সেই মেয়েটী, রাজা যাকে প্রতিপালন করেছেন ?

বাস। হ্যাঁ—আমি বাসন্তী—বাবা আমায় পথথেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। না—না—বাবা কুড়িয়ে আনেন নি, আমার দীননাথ আমায় কুড়িয়ে নিয়ে বাবার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমার কেউ ছিল না। কেমন আদরের বাবা পেলুম্, কিন্তু একটী মা পেলুম্ না, এর জন্য বাবাকে আমি কত বলি। আহা—তুমি কেমন সুন্দর; তুমি যদি আমার কেউ হতে—মা কি দিদি!

সর। আমি তোমার চেয়ে সুন্দর নই, তোমায় বুকে করে রাখ্‌তে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখন নয়। রাজার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি এলেন বলে। আমি অন্য পথ দিয়ে এসেছি—তাই আগে পৌঁছাতে পেরেছি।

বাস। বাবা তোমায় দেখেছেন—তিনি তোমায় চেনেন ?

সর। তুমি যদি খানিক ক্ষণের জন্য তোমার ঘরে আমায় লুকিয়ে রাখ্‌তে পার, তা' হ'লে তোমায় সব বল্‌বো।

বাস। তুমি এখানে থাক্‌বে? থাকনা—থাকনা—আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌বো।

সর। থাক্‌বো; আমিও তোমায় খুব ভালবাস্‌বো। কিন্তু এখন নয়! উপস্থিত তোমার ঘরে আমায় লুকিয়ে রাখ্‌বে চল। রাজা সাহেব যেন কিন্তু না জান্তে পারে, তাঁকে এখন কিছু বোল না।

বাস। কেন, এই যে বল্লে, বাবাকে তুমি চেন?

সর। বেশী কথা বল্‌বার সময় নেই,—শিগ্‌গির তোমার ঘরে আমায় রেখে এসো। এখন গোল করোনা; তারপর বুঝ্‌তে পার্‌বে যে রাজার ভালর জন্যে, তোমার ভালর জন্যে আমি এখানে এসেছি। চুপ্‌ করে রইলে কেন? তুমি আমায় বিশ্বাস কচ্চ না?

বাস। না না, তা না, তোমায় দেখেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, আর তোমায় বিশ্বাস কর্‌বো না! তুমি আমার দীননাথকে বিশ্বাস করত, তাঁকে ভাল বাস ত?

সর। আমি দীননাথের দাসী, তিনি আমার সর্ব্বস্ব।

বাস। অ্যাঁ—অ্যাঁ, তবেত আমি ঠিক ধরেছিলুম্। তুমি ব্রজেশ্বরী রাধিকা! এসো—

[উভয়ের প্রস্থান।

(রঙ্গনাথের প্রবেশ)

রঙ্গ। রাত্রি অনেক হয়েছে, বাসন্তী বোধ হয় শুয়েছে। বাসন্তী আমার মাতৃস্নেহের কাঙালিনী। যদি সরযূর কোলে তাকে তুলে দিতে পারি, তাহলে বালিকার কোন অভাবই থাক্‌বে না। ইস্, আমি যে

স্বপ্নে নন্দন কানন তৈরী করে ফেলেছি! বাসন্তী লাভের ইচ্ছা, যদি কাশিমের ক্ষণিক মোহ না হয়, তা হলেই বিষম বিপদ্। সে যে নীচ প্রকৃতি; বাসন্তীকে না পেলে কখনই আমার রাজ্যোদ্ধারের সহায়তা করবে না। একটা কথা, লম্পটের চক্ষে না দেখে পত্নীভাবে গ্রহণ কত্তে চায়। মন্দের ভাল—এই যা। কিন্তু বাসন্তী আমার বনহরিণী, বিজাতীয় ব্যাঘ্রের ঘরে গেলে সে তরাসেই শুকিয়ে যাবে। (নেপথ্যাভিমুখী হইয়া) বাসন্তি, ঘুমিয়েছে কি? বাসন্তি—

বাস। (নেপথ্যে) কে বাবা? যাচ্চি,—

রঙ্গ। না-না, শুয়ে থাক, উঠনা, বিশেষ তেমন আবশ্যক নাই।

(বাসন্তীর পুনঃ প্রবেশ)

বাস। না বাবা, ঘুমুব কেন? তুমি এখন আসনি—আর ঘুমুব? আমি বাইরে এতক্ষণ বসে ছিলুম্।

রঙ্গ। বাইরে বসেছিলে কেন?

বাস। এই তোমার জন্যে, আর যদি কেউ আসে টাসে।

রঙ্গ। দেখ মা, তুমি আর আগেকার মত বেশী বাইরে টাইরে থেকো না; ক্রমে বড় হচ্ছ; ভিখিরী ফকির আসে, দাসী টাসীর হাতে ভিক্ষে পাঠিয়ে দিও।

বাস। কেন, কি হয়েছে?

রঙ্গ। এ বড় খারাপ সহর। এখানে কত রকমের লোক আসে। কে কি ভাবে আসে তাকি বলা যায়। শুনলুম্ এর মধ্যে কবে কি একটা ফকিরকে ভিক্ষা দিয়েছিলে, সে ব্যাটা বড় বড় যায়গায় গিয়ে—

বাস। কি আমায় গাল দিয়েছে?

রঙ্গ। না-না, গাল নয়, বরং সুখ্যাতি করেছে। কিন্তু এ বাদশাই সহরে স্ত্রীলোকের রূপের সুখ্যাতি তার বিপদের কারণ হ'তে পারে।

বাস। (সহাস্যে) কেন, আপনার বাদশাই মুলুকে সুন্দরী স্ত্রী-লোকের ফাঁসী হয় নাকি?

রঙ্গ। সুন্দরীর নয়, তবে অনেক সময় তার সৌন্দর্য্যের ফাঁসী হয় বটে।

বাস। ছি-ছি, আপনার বাদশা এত ইতর!

রঙ্গ। আমি বাদশাকে মনে করে একথা বল্‌চিনে, তবে তাঁর কর্ম্ম-চারীদের অনেকে—

বাস। বুঝেছি, বুঝেছি, অনেক সময় চাকরের আচার দেখ্‌লেই মনিবের প্রকৃতি বোঝা যায়।

রঙ্গ। থাক্‌, ও সব কথা থাক্‌, তুমি শোওগে। সাবধান কচ্ছিলেম্‌ কি জন্যে জান, তোমার কন্যাকাল উত্তীর্ণপ্রায়। শীঘ্রই তোমার বিবাহ দিতে হবে। তোমার যে অপরূপ রূপ, তোমার যে সুন্দর স্বভাব, তাতে আমার আশা আছে যে, তোমায় সামান্য ঘরের ঘরণী হ'তে হবে না।

বাস। সে কি বাবা, আপনি কি আমায় দূর করে দিতে চান?

রঙ্গ। ছি, ও কথা কি বল্‌তে আছে? কিন্তু মা জানত, কন্যার উপর পিতার অধিকার অতি অল্পকালস্থায়ী। পরের ঘরে যাবার জন্যই তার জন্ম। বালিকা পিতার—যুবতী পতির।

বাস। তা বাবা, এমন বরের সঙ্গে আমার বিয়ে দাওনা, যাতে তোমায় ছেড়ে না যেতে হয়?

রঙ্গ। গৃহপালিত জামাতা! ছি ছি!

বাস। গৃহপালিত কি বাবা, বরং বল, সেই জামাইয়ের বাড়ীতেই পৃথিবী শুদ্ধ লোক বাস কচ্চে, তার খাচ্চে।

রঙ্গ। এই বেটী পাগলামী আরম্ভ কল্লে!

বাস। বাবা, পৃথিবীতে মিথ্যার মর্য্যাদা কি এত বেশী যে কেউ সত্যের কথা পাড়্‌লেই লোকে তাকে পাগল বলে?

রঙ্গ। ভগবানকে বিয়ে কর্‌বি—এ পাগলামীর কথা নয় ত কি?

বাস। কেন, ভগবান্ পিতা হ'তে পারেন, মাতা হ'তে পারেন আর পতি হ'তে পারেন না? এই ত তুমিই বল্লে—বালিকা পিতার, যুবতী পতির। পতি যদি যুবতীর এতই আপনার জন, তা' হ'লে ভগবান্ থাক্‌তে সে আপনার জন অন্যকে কত্তে যাব কেন?

রঙ্গ। আচ্ছা, তুমি শোওগে। আমার এখন অনেক কাজ আছে। কাশিম যুদ্ধে যেতে ইতস্ততঃ কচ্চে—যদি এই সময় রাজারামকে আক্রমণ কত্তে না পারা যায় তা' হ'লে আমার সকল আশাই নির্ম্মূল হবে।

বাস। বাবা, কেন আর—

রঙ্গ। এখন এসো মা—

[বাসন্তীর প্রস্থান।

রঙ্গ। (স্বগত) সেনাপতির অপরাধ কি! এ রত্নহার সম্রাট্‌কেও প্রলোভিত কত্তে পারে। আগে ভাবতেম্ বটে যে একটা তুচ্ছ স্ত্রী-লোকের জন্য লোকে এত লালায়িত হয় কেন? কিন্তু আজ সরযূ আমার হৃদয়ে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করে দিয়েছে। মরুতে সরিৎ সৃষ্টি কত্তে—মহানিশায় দীপ দান কত্তে—আমার রাক্ষসী আশার কোমল প্রাণ প্রতিষ্ঠা কত্তে—কোথা হ'তে ললিতলীলা-ভঙ্গ-ভঙ্গিম সরযূ এসে দেখা দিলে! সরযূ-লহর-লাঞ্ছিত কৃষ্ণকেশতরঙ্গে সরযূর শ্যামাঙ্গ-শোভা উদ্ভাসিত। সরযূর নয়নে ব্রজের বিগলিত প্রেম-প্রবাহিনীর তারল্য। সরযূর কণ্ঠে কালিন্দীর আনন্দ-কল্লোল। মরি-মরি! ভৎর্সনায় কি সহানুভূতির সান্ত্বনা! তিরস্কারে কি প্রীতির পুরস্কার! অনুযোগে কি অনুনয়! সিংহাসন এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হয়েছে।

কণ্টকতরু ছেদনই এখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে কুসুম-তরু রোপণের সুকুমার সঙ্কল্পকেও হৃদয়ে স্থান দিয়েছি। যে সিংহাসন সরযূর রূপে আলোকিত হবে, তার মূল্য আমার চক্ষে এখন অপরিমেয়।

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ)

সেনানী। আদাব, রাজা সাহেব।

রঙ্গ। আদাব, কি সংবাদ ?

সেনা। বড় খোস্‌খবর। ছত্রপতি রায়গড় দুর্গে অবরুদ্ধ ; আপনার রাজ্য এখন একরূপ অরক্ষিত। এই সুযোগে যদি আপনি বাদশাই ফরমান নিয়ে রাজ্যে প্রবেশ কত্তে পারেন, তা' হ'লে বোধ হয় অতি সহজে আপনার কার্য্য সিদ্ধ হয়।

রঙ্গ। বল কি ! আমি এখনই ফরমানের জন্য দরবারে যাচ্চি ; সেনাপতি প্রস্তুত আছেন তো ?

সেনা। সেনাপতি পীড়িত।

রঙ্গ। পীড়িত ! তবে তোমায় কে পাঠালে ?

সেনা। আজ্ঞে সেনাপতি কাশিম বাহাদুরই পাঠিয়েছেন ; তিনি শয্যাগত।

রঙ্গ। ভাল, আমি নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ কর্‌বো, তুমি শীঘ্র সৈন্য পল্‌টন প্রস্তুত করগে।

সেনা। কাশিমখাঁর সৈন্যগণ অন্যের অধীনে যুদ্ধ কর্‌তে সম্মত নয়।

রঙ্গ। সে কি ! তবে কি জন্য কাশিম তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়েছেন ? আমি একা গিয়েই যদি কার্য্যোদ্ধার কত্তে পাত্তেম্, তবে এতকাল এখানে তাঁবেদারী কচ্চি কেন ?

সেনা। সেনাপতি বলে পাঠিয়েছেন যে এমন সুযোগ আর হবে না।

রঙ্গ। তাতো নিশ্চয়—

সেনা। কিন্তু সেনাপতি পীড়িত।

রঙ্গ। এর মধ্যে কি হ'ল?

সেনা। ভারি ব্যায়রাম। খাঁবাহাদুর বল্লেন তার ওষুধ আপনার কাছেই আছে।

রঙ্গ। হুঁ—

সেনা। আজ যদি সেনাপতি আরাম হন, তা' হ'লে পরশু সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনি আপনার পৈত্রিক সিংহাসনে নির্ব্বিঘ্নে বস্‌তে পার্‌বেন।

রঙ্গ। (স্বগত) তাইত! হেলায় হারাব—হেলায় হারাব! একটা বালিকার পাগলামীতে ভুলে কাপুরুষের ন্যায় পিতৃরাজ্য উদ্ধারে বিরত হব!

সেনা। আজ শেষ রাত্রে কুচ কর্‌লে কাল দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই—

রঙ্গ। হাঁ—হাঁ—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আর আমায় বোঝাতে হবেনা।

সেনা। সেনাপতির যেরূপ অবস্থা দেখে এসেছি, তাতে বোধ হয় তাঁর ব্যায়রাম আরো বাড়্‌ছে।

রঙ্গ। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ঔষধ করে আন্‌ছি।

[রঙ্গনাথের প্রস্থান।

সেনা। (স্বগত) হারে দুনিয়া! এখানে মেয়ে বল, ছেলে বল, মা বল, বাপ বল, স্ত্রী বল, বন্ধু বল, কেউ কারো নয় বাবা—খালি আমি। অহম্ মশাই যেখানে ষোল আনার যায়গায় আঠার আনা পান, সেই খানেই স্নেহ মায়া প্রেম ভালবাসা সব! আর অহম্ মশাইয়ের পাওনা গণ্ডার কড়া ক্রান্তি এদিক উদিক হ'লেই অাঁধার ঘর থেকে খাজাঞ্চি ঠাকুর বেরিয়ে এসে, মনকে এমন সোজা বোঝান বুঝিয়ে দেন, যে তখন মার পেটের ভাইকে খেতে দিলে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়—

বালিকা কন্যাকে বুড়ো বরের গলায় বেঁধে না দিলে মেয়েকে সুখী কর্‌বার আর উপায় থাকে না—জাত্যভিমান মহাপাতক বলে বোধ হয়—পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ না কর্‌লে স্বর্গে যাবার অন্য সিঁড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না! এই রকম সব নিজের সুবিধামত যা কিছু শাস্ত্র উপদেশ, জ্ঞান তত্ত্ব জলের মত বুঝে পড়ে নিয়ে, অহম্‌ মশাই আপনার ষোল আনা সুখটী ভোগদখল কত্তে থাকেন।

বাসন্তী। (নেপথ্যে) আমার আবার ভাল কি! তোমার সুখের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

রঙ্গ। (নেপথ্যে) তোমার ভালয় আমার ভাল, তোমার সুখেই আমার সুখ।

সেনা। (স্বগত) ঐগো তোমার ভাল—আমার সুখ। জমাখরচ যাই হোক, কৈফিয়ৎ কেটে দাঁড়ালো, আমার ভাল আমার অসুখ। হয়েছে, সেনাপতি সাহেবের পক্ষাঘাত আরোগ্য হবার ওষুধ তৈরী হয়েছে। এখন গন্ধমাদন বা আমাকেই কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়।

রঙ্গ। (নেপথ্যে) নিশ্চিন্ত থাক্‌ মা—নিশ্চিন্ত থাক্‌।

সেনা। একেবারে নিশ্চিন্তপুরে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বে এখন।

(রঙ্গনাথের প্রবেশ।)

রঙ্গ। হাবিলদার সাহেব, সেনাপতিকে শিবিকা পাঠাতে বলুন, আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বাসন্তী যেতে প্রস্তুত।

সেনা। এমন শুভ সময় আপনার সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত?

রঙ্গ। না না, আমাদের হিন্দু-কন্যারা পিতৃগৃহ ত্যাগের সময় বড় কান্নাকাটি করে, সে দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। আমি দরবারে চল্লুম, বাদশার নিকট ফারমান আন্‌তে হবে! আজ শেষ রাত্রেই কুচ কর্‌বো।

সেনা। যে আজ্ঞে। (কিয়দ্দূর গমন)

রঙ্গ। শোন শোন হাবিলদার সাহেব—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; আমি জানি সেনাপতির তুমি বিশ্বাসভাজন পুরাতন কর্ম্মচারী। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো—তুমি সত্যি উত্তর দেবে?

সেনা। অনুমতি করুন্?

রঙ্গ। কাশিম খাঁর বিবিরা বেশ সুখে থাকে তো? উনি তাদের কোনরূপ কষ্ট দেন না তো?

সেনা। শোভন আল্লা! কাশিম বাহাদুর, দুষ্‌মনের সাম্‌নে দানা, কিন্তু জেনানার—

রঙ্গ। তা' হলেই হ'ল! তা' হলেই হ'ল! বাসন্তী আমার বড় যত্নের ধন।

সেনা। তা আর কথা আছে!

[সেনানীর প্রস্থান।

রঙ্গ। কি করলুম্! কেন বাসন্তীকে সেনাপতির হাতে দিতে স্বীকার হলুম্! সেই সরল, সুন্দর, দিব্যলাবণ্যময়ী, সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপিণী বালিকা ভিন্ন জগতে আমার কেউ নেই। আমি সে রত্নে আজ জলাঞ্জলি দিলুম্! কি করি—উপায় নেই। প্রবল লালসানলে আত্মবিসর্জ্জন করে আজ আমি আত্মকর্তৃত্বহীন আত্মহারা! ফির্‌তে পারি কৈ? বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, বহ্নিমুখী পতঙ্গের মত সে ভীষণ লালসাগ্নিতে পুড়ে আমি ভস্ম হব; তথাপি অন্য পথ অবলম্বন কর্‌বার শক্তি আমার নেই। দুরাকাঙ্ক্ষার বিষম তাড়নায় কত না দুষ্কর্ম্ম করেছি। দুষ্কর্ম্ম করে তৃপ্তিলাভও করেছি। বাসন্তীকে মেরেও তৃপ্ত হবো। সে যে আমার রাজ্যসুখের অন্তরায়। তাকে দিয়ে যদি রাজ্য পাই, তবে ত সবই পেলুম্। রাজ্যের তুলনায় রমণী—অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ! আসুক রাজ্য, যাক্ রমণী,

যাক্, স্নেহ, যাক্ মায়া, যাক্ মমতা! ও সব মরে গেলেই ফুরিয়ে যায়, রাজ্য চিরকাল থাকে! আসুক্ রাজ্য, যাক্ রমণী!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—

রঙ্গনাথের বাটীর পার্শ্বস্থ পথ।

(চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকি। হৈঃ—ই-ই-ই, দেড় পহর বাজা হো—চেৎ রহো—জাগ রহো—রেয়ৎ হুসিয়ার—

(মুস্কিলাসানবেশী গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোব। ইয়া—পীর———

চৌকি। আরে তোম্ কোন্ হ্যায়?

গোব। ফকির হ্যায় বাবা, ইয়া পীর মওলা—

চৌকি। এত্না রাত্মে চেরাক জ্বাল্কে চিল্লাতা—তোম্ চোট্টা হ্যায়?

গোব। বাহবা-বাহবা—কেয়া নাড়ীজ্ঞান হ্যায়! তোম্ দেড় কোশ

পথসে গলাবাজী করতা, আর হাম্ এতবড় মশাল জ্বাল্কে তোমার সাম্নে দিয়ে চুরি কর্নে যাতা!

চৌকি। তোম্ কেয়া চুরি কিয়া—কাঁহা চুরি কিয়া?

গোব। এ কেয়া অসঙ্গত, কথা বল্তা চৌকিদার সাহেব? তোমাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি কল্লে ধর্ম্মে সহেগা কেন? ধর্ম্ম কি নেহি হ্যায়? আজও তো সোমবারের পর মঙ্গলবার হোতা, নারেকেল গাছমে ঝাঁটা ফল্তা?

চৌকি। তোম্ চোর নেহি হ্যায়—সাফ্ বোল্তা?

গোব। অমন একটা বিদ্যে জান্তা ত তুঃখ কর্কে মুস্কিলাসানী করেগা কাহে? তোম্ আমাকে দয়া কর্কে সাক্রেদ করেগা?

চৌকি। কেয়া সাক্রেদ?

গোব। এই চুরি বিদ্দেকা।

চৌকি। কেয়া হাম্ চুরি কর্তা?

গোব। আমি তা কি বল্তা? এখন ত ঘরে বস্কে বক্রা মার্তা আগে আগে ত কিয়া। যেমন শোঁয়া পোকা পাকতে পাকতে প্রজাপতি হোতা, তেমনি চোরও পাকতে পাকতে চৌকিদার হোতা; কেমন, এই না?

চৌকি। তোমরা বুলি কুচ্ সম্জাতা নেই। তোম্ কোন্ মুলুক্কা আদমী?

গোব। যে মুলুক্ মে উল্লুক নেই—এই তোমার মতন।

চৌকি। তেরা চেরাক কা ভিতর কেয়া হ্যায়?

গোব। তেল হ্যায়, আর কেয়া হ্যায়। লেও, থোড়া নাক মে দেকে নিশ্চিন্দি হোকে নিদ্রা যাও।

(তৈল লইয়া চৌকিদারের নাসিকায় প্রদান)

চৌকি। কেয়া তোম্ হামেরা মোচ্ পাক্ড়াওগে? দেখ্তা ডাণ্ডা?

গোব। ডাণ্ডা কোথা সাহেব, ও ত একটা আকাশ পিদ্দিম হ্যায় ?

চৌকি। আচ্ছা শালা খাড়া রহো, তোম্‌কো হাম্ দেখ্‌লায় দেগা। চুপ্ চাপ্ খাড়া রহো !

(চৌকিদার বংশখণ্ড উত্তোলন করিয়া যখন মারিতে যাইবে তখন গোবর্দ্ধন বাঁশ ধরিয়া ঠেলা দিবা মাত্র চৌকিদার পড়িয়া গেল, গোবর্দ্ধনও ঝুঁকিয়া পড়ায় তাহার প্রদীপ হইতে কয়েকটী পয়সা পড়িয়া গেল।)

চৌকি। আরে গির্ গিয়া—গির্ গিয়া, তোম্ শালা ভাগা কাহে ?

গোব। বড় অন্যায় কিয়া ? মশাই উদ্যোগ কর্‌কে হাম্‌কো মাথা ভাঙ্গে গা—হাম্ বৃষকাঠ হোকে দাঁড়িয়ে থাকা নেই, বড় অন্যায় কিয়া।

চৌকি। তোম্ ডর্‌সে ঘড় বড় কিয়া, তব্‌ত হাম্ গির্ গিয়া ?

গোব। ডর কোথা দেখ মিয়া, উল্টে তো তোম্‌কো ধত্তে গিয়ে পয়সা সব ফেক্ দিয়া।

চৌকি। (ব্যস্তভাবে) কাঁহা পয়সা—কাঁহা পয়সা ?

গোব। বা—বা, এখন ত দিব্যি বাংলা বুঝ্‌তে পার্‌তা ?

চৌকি। বাত্তি দেখাও ভাই।

গোব। নে শালা নে, মনে করেছিলুম্ একটা কানা টানাকে দেখে দেবো।

চৌকি। (পয়সা কুড়াইয়া লইয়া) তোম্ আচ্ছা আদমী হ্যায়।

গোব। তা এতক্ষণে বুঝ্‌লে, হাম্ বড় বাধিত হুয়া।

চৌকি। দেখো, হাম্ থোড়া দুর ঐ মোড়মে রহেগা, তোম্ ঐ রাজাকো মোকামসে যো কুচ সকেগা লে লেও। যানেকা বখৎ হাম্‌কো আধা বখরা দেযাও ভাইয়া। হৈঃ—ই ই ই— [প্রস্থান।

গোব্। আহা, সৎসঙ্গে কাশীবাস!

(বস্ত্রাবৃত সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। ফকির সাহেব—

গোব। ইয়া পী—

সর। চুপ্‌ চুপ্‌ (মুদ্রা দিয়া) এই নাও, তোমাকে আর এ রাত্রে ভক্ষে কত্তে হবে না। তোমার ঐ আলোটা দেখিয়ে, আমার সঙ্গে একটু এসোনা?

গোব। এ আবার কে বাবা? বলি তোমার আবার মতলব খানা কি?

সর। কিছু না, ঐ আলোটা দেখিয়ে আমায় রংমহলের কাছ পর্য্যন্ত দিয়ে এসো, আমি তোমায় আরো বকসিস্‌ দেবো।

গোব। ও, রংমহলে যাচ্চেন? শ্রীমতীর অভিসার নাকি? তা আমি বিন্দে ললিতেও নই, ছিদাম সুবলও নই। আপনি অন্য চেষ্টা করুন ঠাকুরুণ?

সর। একটা স্ত্রীলোককে একটু পথ দেখিয়ে দিতে, তোমার সাহস হয় না?

গোব। আজ্ঞে না, ওসব অভিসারের কাজে আমি কেউ নই। বরং চল, আস্তে আস্তে তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

সর। কথাবার্ত্তা শুনে তোমায় ভাল লোক বলেই বোধ হচ্ছে। বিশ্বাস কর, আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই।

গোব। খোদার কসম?

সর। আমি হিন্দু-কন্যা।

গোব। হিন্দুর মেয়ে! তাই তুমি রংমহলে যেতে যাচ্চ? তার চেয়ে চল্লো, এই আলো ধর্‌ছি, ভীমানদী এখান থেকে বেশী দূর নয়।

"নাঁও মা" বলে একটী ঝাঁপ; বলত আমি পেছন থেকে একটা ঠেলা দিতেও রাজি আছি। তলায় তোফা নরম বিছানা—আর কি ঠাণ্ডা! দিব্যি ঘুমিয়ে পড়্‌বে; চল—

সর। তুমি কে? হিন্দু-কন্যা শুনে আমায় রংমহলে প্রবেশের পরিবর্ত্তে ভীমার জলে জীবন বিসর্জ্জন কত্তে বল্‌চ, তুমি কে?

গোব। আমি মুস্কিলাসান; সকল মুস্কিলের আসান হয় মলে, তাই তোমায় সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্চি।

সর। রস্‌ত—রস্‌ত—তুমি আবার কথা কও?

গোব। একি—চোরে চোরে কুটুম্বিতে নাকি?

সর। চুপ্‌ করে রইলে কেন, আলোটা তোল? নিশ্চয়ই সেই, তোমার নাম কি গোবর্দ্ধন?

গোব। তুমি হয় শাঁকচিন্নি নয় দিদি! এখানে আর কোন মেয়ে মানুষ ত আমাকে চেনেনা।

সর। আমি তোমার সেই দিদি—এই দেখ!

(গাত্রাবরণ উন্মোচন)

গোব। একি দিদি!

সর। মনে পড়্‌চেনা?

গোব। না, তোমায় মনে পড়্‌চেনা—আমার দিদি কোথায়?

সর। তোমার আর কোন্‌ দিদি আবার?

গোব। আমার দিদি সাগরছেঁচা বৈকুণ্ঠেশ্বরী, আমার দিদি চাঁদে ধোয়া সরস্বতী। আমার দিদি বাদশার বাঁদী নয়, আমার দিদিকে দেখেছিলাম শিশিরে ভেজা সিউলি ফুল—তোমায় দেখ্‌ছি বাগানের বেহায়া বেলা!

সর। আর আমি যদি বলি, আমার সেই ভাই আজ পেটের জ্বালায় ফকির!

গোব। না তা নয়? আমার হাতে মুস্কিলাসানের চেরাক, কিন্তু বুকের ভেতর তোমার মুখের আলো! সেনাপতির আদেশেই আজ আমার এই দশা!

সর। তাইতো বল্‌ছি, বাইরের বেশকে এখনও চিন্‌লেনা? আমি যে রংমহলে যাচ্চি, সেও এক মহা কাজে। তুমি তোমার সেনাপতির আদেশ পালন কচ্চ, আর আমি আজ আমার প্রাণপতির উদ্ধারে যত্নবতী।

গোব। প্রাণপতি! ও দিদি, তোমার স্বামী আছে? তা বল নি? দাদা কোথায়?

সর। ঐ বাড়ীতে।

গোব। ও যে রাজা রঙ্গনাথের বাড়ী?

সর। তিনিই আমার স্বামী।

গোব। ও দিদি, বলিস্ কি? আমার মত অথদ্দে অবদ্দে ঘাটের মড়াকে তুই মানুষ করে নিলি, আর যে তোর আপনার চেয়েও আপনার, তাকে শিকল কাট্‌তে দিলি কেন? ও দিদি, তুই সব পারিস্, সব পারিস্! মন্তর পড়—মন্তর পড়—বীজ মন্তর পড়! তোর শিব শব হয়ে শ্মশানে পড়েছে! জাগিয়ে তোল, জাগিয়ে তোল, কৈলাসনাথকে কৈলাসে নিয়ে আয়!

সর। তাই নিয়ে আস্‌তেই এখানে এসেছি, চল তোমায় সব কথা বল্‌বো, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তিনি আমায় চেনেন না।

গোব। (সুর করিয়া) "তারা কে পারে তোমায় চিন্তে"—

সর। চুপ্ কর, আমি এখন তাঁর বাড়ী থেকেই আস্‌ছি। রাজ্য-লোভে তিনি এক ভয়ানক-দুষ্কার্য্য কত্তে যাচ্চেন।

গোব। জানি, দিদি, জানি; সেই কাশিমের কাণ্ড ত?

সর। হাঁ, রাজ্যলোভে স্বামী আমার বাসন্তীকে সেই লম্পটের হাতে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। তাকে উদ্ধার কত্তে হবে।

গোব। বেশত, তার জন্যে আর ভাবনা কি?

সর। বড় কঠিন কাজ—পারবে? ভরসা হয়?

গোব। ভরসা তোর ঐ মায়া মাখান মুখখানি, ভরসা দুই অক্ষরের বীজ মন্ত্র "দিদি"। এসো, দিদি; চলে এসো—আমি এখন কাশিমের বড় পিয়ারের লোক। বেটা, তোমার এই গুণধর ভাইকে ভাল লোক মনে করে, মেয়েটার মাথা খাবার জন্যে ঘুরতে বাহাল করেছে!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ভীমা-তীরে কাশিমের বিলাস ভবন।

(মদ্যপানে নিযুক্ত নর্ত্তকী-পরিবেষ্টিত কাশিম; পার্শ্বে গোবর্দ্ধন।)

নর্ত্তকীগণ। গীত।

মন থাকেনা আপন বশে হলো একি দায়।
দেখিনি জানিনি তারে, কি জানি কে সে,
কেন প্রাণ তারে চায়।
মনে কি গড়েছি তারে,
তারি কথা হৃদি তারে,

আঁখি কি তাহারে হেরে ভুলে আপনায়।
তাহারি মাধুরী ধারে প্রাণ কি গলিতে চায়॥

কাশিম। বাসন্তী বিবি আমার বেগম হবে? কেয়া তোফা—কেয়া তোফা—দিল্ সরিফ করে দাও আসান সাহেব!

গোব। (স্বগত) কি করে সরিফ কর্‌বো তারই জরিপ কচ্চি। আধ ভরিতেই কুপোকাৎ, এক ভরিতেই বাজীমাৎ। হো হো কালা চাঁদ, বেঁচে থাক, পাকা ছেড়ে কাঁচা ধরে আজ কি সুবিধেটাই হলো। (সুর করিয়া) "আমি তাই কাল রূপ ভালবাসি।"

কাশি। ভাব্‌ছো কি আসান সাহেব? সিরাজী দাও, দিল্ সরিফ হোক্—দুনিয়া হাস্‌তে থাকুক।

গোব। এই যে জাঁহাপনা—(মদ্যদান)

কাশি। (মদ্যপান করিয়া) বাহোবা—বাহোবা, কেয়া মিঠা রংদার সিরাজী, এসো বাইজী—নাচো, গাও, ফুর্ত্তি কর।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

ফুটেছি সজনী মধু বিলাব বলে।
পারিনে রাখ্‌তে ধরে হৃদয় ভরে,
সুধা আপনি উথলে—
দে প্রাণ খুলে, দে মরম খুলে,
কে আছে পিয়াসী এসো আপনা ভুলে।
বাসী হ'লে আদর যাবে কদর কর টাট্‌কা ফুলে॥

কাশি। যাও—বিবিলোক, ঘরে যাও; আমার বিবিজান আস্‌ছে—

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।

(সেনানী ও বাসন্তীর প্রবেশ।)

কাশি। এসো বিবিজান ?

বাসন্তী। আমি সামান্যা দাসী, আমায় ওরূপ সম্ভাষণ কচ্চেন কেন ?

কাশি। তুমি কুত্তা কাফের রঙ্গনাথের কাছে সামান্য দাসী ছিলে—

বাস। আপনাকে মিনতি করে বল্‌ছি, আমার সাম্‌নে তাঁর নিন্দা কর্‌বেন না। তাঁর নিন্দা কানে শুন্‌লেও ঈশ্বর আমার উপর রাগ কর্‌বেন।

কাশি। সে যদি তোমায় রাণী কত্ত তা'হ'লে তার নিন্দা কত্তুম্ না। যাক্, ও কথা ছেড়ে দাও ; এইবার তুমি আমার বেগম হয়ে থাক্‌বে। বিবিজান, আমার কাছে তোমার সুখ দেখে সবাই হিংসা কর্‌বে।

বাস। কিসের সুখ—আমার ও সুখে কাজ নাই ?

কাশি। ওকি বিবিজান, বেসুরে কথা বলোনা, ছিলে চাকরাণী, হবে রাজরাণী! ফূর্ত্তি কর, বিবিজান, ফূর্ত্তি কর।

বাস। কে বলে আমায় চাকরাণী—আমি রাজরাণী। আমার দীননাথ আমার সর্ব্বস্ব ; তিনি আমায় সকল সুখে সুখী করেছেন, আমার কোন দুঃখ নাই। আমি দাসী, কি কাজ কত্তে হবে বলুন ?

কাশি। ও সব বুড়ুটে বুলি ছেড়ে দাও বিবি, শোনো বাসন্তী বাই, জঘন্য দাসী-বৃত্তির কথা আর তুলোনা। আমার বেগম হ'লে তোমার কত ঐশ্বর্য্য, কত মান হবে—তা কি জান বিবিজান ?

বাস। না প্রভু, পার্থিব সম্পদে আমার সাধও নেই, অধিকারও নেই।

কাশি। জানি, সেই কমবখ্‌ৎ কাফের রাজার কাছে তোমার কোন সাধ আহ্লাদ খাটত না, তাই ফূর্ত্তি কর্ত্তে আর ইচ্ছা হয় না। এক কাজ কর বাসন্তী বিবি, দুনিয়াটা যদি এত কালা মালুম হয়, তবে—

মন্তপূর্ণ পাত্র দেখাইয়া) আমার এই রংদার সরবৎ একটু টেনে নাও। দুনিয়ার সুখ তখন বুঝ্‌বে বাইজী? বিবিজান আমার দুনিয়া হোলো সুখের হাট; এখানে যখন এসেছ, তখন আচ্ছা করে মজা লোট, আর ফূর্ত্তি কর।

বাস। (কাঁদিতে কাঁদিতে) দীননাথ!

কাশি। কাঁদ্‌চো কেন বিবিজান? এত করে বোঝালুম্ তবু দুঃখ কিসের?

বাস। দুঃখে নয়, অপমানে কাঁদ্‌ছি! যে সেই দীননাথকে আত্ম-সমর্পণ করেছে, লোকে কোন্ সাহসে তাকে প্রলোভন দেখায়?

কাশি। না বিবি, আমার কাছে প্রলোভন নেই—আমার কাছে সব সাচ্চা। সত্যই তোমাকে আমার কর্‌বো; বল-তুমি আমার?

বাস। আপনাকে নিয়ে আমি কি কর্‌বো? যিনি এই অখিল বিশ্বের সৃজন পালন কর্ত্তা, যাঁর রূপ অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত সেই ধনই আমার সব। যে তাঁতে মজেছে, সে কি আর কাকেও চায়? প্রভু, সেই সকল ধনের সার, বাসন্তীর জীবন-ধনের অর্চ্চনা করুন—আর কখনও সামান্য নারীর জন্য লালায়িত হবেন না।

কাশি। এখনও ঐ কথা—সেনাপতি কেউ নয় বটে?

বাস। সত্যই ত প্রভু, এখন সেনাপতি আমার কেউ নয়। কিন্তু যে দিন সে আমার মত আমার দীননাথকে ডাক্‌বে সে দিন হতে সে আমার আরাধ্য দেবতা।

কাশি। আবার ঐ নীরস কবিতা? আমি এক কথায় উত্তর চাই—তুমি আমার হবে কি না?

বাস। ছিঃ আবার ঐ কথা?

কাশি। বাসন্তি, দণ্ডের ভয় কর কি?

বাস। মানুষের কাছে নয়।

কাশি। যদি কারাগারে দি?

বাস। তাতেই বা কষ্ট কি? সেখানে বসে তাঁর নাম ক'রবো, কারাগার আমার দেবালয় হবে। যত পার দুঃখ দিও প্রভু, দুঃখ না পেলে কেমন ক'রে তাঁর কাছে যাব? দুঃখই ত সুখ।

কাশি। বিবিজান ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে কি বল্‌চে মিয়া সাহেব শোন্? আমার তবিয়তের জোর নেই—বুঝ্‌লে আসান মিয়া, বিবিকে বোঝাও।

গোবর্দ্ধন। হুজুর, এত লোকের মধ্যে এ নূতন পাখী কপ্‌চাবে কেমন করে? ভিড়টার একটু হিল্লে করুন?

কাশি। ঠিক বলেছো আসান সাহেব। খোজা, প্রহরী—সব সরিয়ে দাও, শুধু তুমি আর আমি—কেমন?

গোবর্দ্ধন। বেশ বেশ, এইবার দেখুন সোণার খাঁচা থেকে সোণার টিয়ে কেমন চুম্‌কুড়ি মারে। আমি ও সব তাগ বাগ খুব জানি। (প্রহরীদের কাছে গিয়া) হট্ শালারা হট্ হট্, দেখ্‌চিস্ কি, ব্যাটারা, দেখ্‌চিস্ কি? হাঁ ক'রে দেখ্‌চিস্ কি? হট্ হট্ ব্যাটারা হট্—

(গোবর্দ্ধন, কাশিম ও বাসন্তী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) ওরে বাপ্‌রে, শালা দেখ্‌ছি আমার চোদ্দ পুরুষ! আমার ঝুলি ফাঁক হ'য়ে গেল; এক ভরি শেষ হ'ল; এখনও সবে ঘুম আস্‌চে! ভেবেছিলুম্ একেবারে সাবাড় ক'র্‌ব; এখন দেখ্‌ছি এ আব্‌গারি ভূত উল্টে আমাদের মত গণ্ডা গণ্ডা কুচো নৈবিদ্যি কাবার কত্তে পারে। থাক্, আর বাজে কথায় দরকার নেই। মেয়েটার উপায় কত্তে হবে; (কাশিমকে উঠিতে দেখিয়া) এইবার তাগে তাগে

কাশিম। (টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া) আর যাবে কোথা বিবি; এসো—সরে যেও না; এসো আসান মিয়া একটু তফাতে থাকো—

(বাসন্তীর হস্ত ধারণের চেষ্টা।)

বাসন্তী। দীননাথ, কোথায় তুমি! (ছুটিয়া ভীমাতীরস্থ দ্বারে দাঁড়াইয়া) মাগো, আমায় কোল দাও। (ভীমা মধ্যে ঝম্পপ্রদান।)

গোবৰ্দ্ধন। (ছুটিয়া আসিয়া) দুষ্‌মন! (কাশিমকে আঘাত করণ ও কাশিমের পতন।)

নেপথ্যে—দীননাথ!

গোব। যাঃ—সব মতলব ফস্কে গেল! বেহদ্দ গুলিখোরের মত কাজ করে ফেল্লুম্! যাও, কালাচাঁদ, আর তোমার মুখ দর্শন ক'র্‌ব না। (আফিংএর কৌটা ভীমার জলে নিক্ষেপ করণ) গুলিখোর, কি কল্লি—মেয়েটাকে বাঁচাতে পাল্লি নে? আহা, বাছার হাড়পাঁজরা ভেঙ্গে গেল! দিদি, দেখে যা—দেখে যা; যা কেউ কখন দেখেনি, তাই দেখে যা—গোবৰ্দ্ধনের চোখে জল! ছি ছি, কেন কাঁদ্‌ছি? মেয়েটা মর্‌বে ব'লে? ম'লই বা, সেত তার দীননাথের কাছে যাচ্চে। গোবৰ্দ্ধন কাঁদিস্‌নি, কাঁদিস্‌নি। তুই ঠিক কাজ করেছিস্। বাসন্তী বেঁচেছে; শয়তানের হাত থেকে সে বেঁচেছে; পাপের হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে। আর কি চাস্ গোবৰ্দ্ধন? ঐ দ্যাখ্, হাস্‌তে হাস্‌তে চাঁদ উঠ্‌ছে, ভীমা নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে যাচ্ছে, সমীরণ কত সুরে গান কচ্ছে। বাসন্তীর জন্য বিশ্বখানা আজ আনন্দে মাতোয়ারা। ধন্য গোবৰ্দ্ধন, ধন্য তুই! আনন্দ কর ভাই, আনন্দ কর, প্রাণভরে আনন্দ কর! মা আনন্দময়ী—

(ভীমা মধ্যে ঝম্পপ্রদান।)

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—— ০:*:০ ——

জেহানারার গৃহের সম্মুখ।

রঙ্গনাথ ও সরযূ।

রঙ্গ। শাজাদী কোথায় ?

সরযূ। বাদশার মহলে।

রঙ্গ। বাদশা যে আজ দরবার করেন নি ?

সরযূ। বল্‌তে পারিনে, বোধ হয় শরীর ভাল নেই।

রঙ্গ। তবে আমাকে রংমহলে আস্‌তে কে হুকুম দিলে ?

সরযূ। আমার হুকুম।

রঙ্গ। তোমার হুকুম, তুমিও কি একটা কেষ্ট বিষ্টুর মত হয়েছ নাকি ?

সরযূ। আপনি আমায় কি ঠাওরান ? হুকুম টুকুম দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না লোকটা কে ?

রঙ্গ বোল্ চাল্.গুলো বাদশার মেয়ের মত বেশ দুরস্ত করেছ।

সরযূ। আমি যে ক্ষুদ্র বাদশা।

রঙ্গ। এখন এ অধীনকে তলব করা হয়েছে কি জন্য?

সরযূ। দুটো কথা কবার সাধ হয়েছে; বল্‌ছিলুম্ কি, এ মোগলের ঘরে আর কত দিন অতিথি হ'য়ে থাক্‌বেন?

রঙ্গ। যত দিন বিধি মাপিয়েছেন।

সরযূ। বিধি যদি চিরদিন মাপিয়ে থাকেন, তা' হ'লে চিরদিনই কি এদের গোলামী কর্‌বেন?

রঙ্গ। তা ভিন্ন উপায় কি?

সরযূ। কথাটা কি বুদ্ধিমানের মত হ'ল, হিন্দুর মত হ'ল?

রঙ্গ। সব বুঝ্‌ছি; বুঝ্‌ছি কাপুরুষের মত কার্য্য কচ্চি; বুঝ্‌ছি অপদার্থ নরাধমের মত কার্য্য কচ্চি, বুঝ্‌ছি হিন্দু হ'য়ে দুষ্‌মনের গোলামী কচ্চি! কিন্তু উপায় নেই; আমার শিরায় শিরায় রাজ্যলালসা জড়িত! সরযু, একদিকে রাজ্য অন্য দিকে স্বর্গ; রাজ্য বিনিময়ে আমায় স্বর্গ দান কল্লে আমি স্বর্গও চাইনে। রাজ্য আমার প্রাণ—রাজ্য আমার সর্ব্বস্ব।

সরযূ। রাজ্য পাবার আর কি ভরসা আছে?

রঙ্গ। বাদশা বলেন আছে। কোন প্রকারে রাজারামকে বধ কত্তে পাল্লে দাক্ষিণাত্য আমারই নাম গান কর্‌বে।

সরযূ। তাদের প্রতাপ কি বাদশা প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌তে পাচ্চেন না? তাঁর সেপাইদের যে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়্‌ছে; একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে, ফৌজ মহলে একটা হুলস্থূল পড়ে গেছে।

রঙ্গ। তা পড়ুক; কিন্তু একটা পাতা ছিঁড়ে কে কবে কানন নিষ্পত্র কত্তে পেরেছে? বাদশার প্রতাপ সমুদ্র বিশেষ। তার বিশ

পঞ্চাশ হাজার ফৌজ গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কি? সমুদ্র থেকে দুচার কলসী জল তুলে নিলে কি জলধি জলশূন্য হয়?

সরযূ। আমি বলি, হিন্দুর ছেলে কোর্ম্মা কাবারের গন্ধ না শুঁকে দেশে গেলে ভাল হয় না?

রঙ্গ। যাব সরযূ, একদিন যাব—হয় রাজ্যেশ্বর হয়ে, নয় ভিক্ষুক হয়ে। সে দিন আর বেশী দূরে নয়।

সরযূ। এখনও সেই স্বপ্ন, সেই দুরাশা!

রঙ্গ। ওকথা ছেড়ে দাও সরযূ; রংমহলে যদি এলুম, বাদশাজাদীর সঙ্গে একবার দেখা হবে না?

সরযূ। কিছু বল্‌বার আছে?

রঙ্গ। কিছুনা খালি দেখা মাত্র।

সরযূ। সে দেখা সরযূকে দেখ্‌লে হয় না? আর শাজাদীকে কেন?

রঙ্গ। শাজাদীকে দেখা চোকের দেখা মাত্র, সরযূকে দেখা প্রাণে প্রাণে।

সরযূ। রোগে ধরেছে?

রঙ্গ। খালি আমার—তোমার নয় কি?

সরযূ। আমি শাজাদীকে খবর করিগে, আপনি অপেক্ষা করুন; ভয় কর্‌বেন না, রংমহলে নানা রকম পেত্নী বেড়ায়, যেন ঘাড়ে চাপে না—আমি চল্লুম্।

[সরযূর প্রস্থান।

রঙ্গ। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মধুরতার সম্মিলন কি সুখময়, কি প্রাণ-বিমোহন! এমন নারী যার পার্শ্ব আলো কর্‌বে তার জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক। কিন্তু কি অসমসাহসিকতার কার্য্য কচ্চি! যদি ঘৃণা করে

প্রকাশ পায় যে রংমহলে আমার অবারিত দ্বার, তাহলে কাঁধের উপর থেকে মাথাটী একেবারে ধড়্ ফড়্ কত্তে কত্তে মাটীতে গে পড়্বে, আর জোড়া দেবার লোক থাক্‌বে না। না—এ দুঃসাহসের কাজ আর কর্‌বো না। (দূরে বাদশাকে দেখিয়া) ভগবান্, আর কত্তেও দিলে না, ঐ সম্রাট্!

(খোজার সঙ্গে আরঙ্গজেবের প্রবেশ)

আর। বেয়াদব, তুই কি করে রংমহলে প্রবেশ কল্লি?

রঙ্গ। জাঁহাপনা! মাপ কর্ব্বেন—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গোলাম অক্ষম।

আর। কি আমার হুকুম্ তুই বল্‌বি নে?

রঙ্গ। জাঁহাপনা আমার প্রাণদণ্ড করুন, তাও সহ্য কর্‌বো, কিন্তু আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না।

আর। রঙ্গনাথ, তোমাকে বড় স্নেহ কত্তুম্, বড় অনুগ্রহ কত্তুম্। সে স্নেহ রাখ্‌তে দিলে না, সে অনুগ্রহ নিতে জান্‌লে না। অকৃতজ্ঞ নরাধম, খুব কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছো, এখন তার ফল ভোগ করো। (খোজার প্রতি) এই দণ্ডেই একে কারাগারে নিয়ে যাও।

[সকলের প্রস্থান।

(সরযূ ও জেহেনারার প্রবেশ)

সরযূ। বাদশাজাদি, আপনি ভিন্ন হতভাগিনীর কেউ নেই। আপনার অনুগ্রহভিখারিণী হয়ে এসেছিলুম্, যথেষ্ট অনুগ্রহ পেয়েছিলুম্। বিধাতা আমায় বিরূপ, এইবার আমার সব আশা ফুরুল; স্বামীর প্রাণদণ্ড হবে শাজাদি, সরযূ পাগলিনী হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে! দিল্লীশ্বরীর পাঞ্জা পেলে, হয়ত এখনও সে তার স্বামীকে রক্ষা কত্তে পারে। দয়া করুন শাজাদি!

জেহা। দয়া সরযু! যদি আমার বুক চিরে রক্ত দিলে তোমার স্বামী মুক্ত হয়, এখনই তা দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি বাদশাই তক্তের নিয়ম জান না। জেহানারা এখন রংমহলের কুক্কুরী তুল্য, তার পাঞ্জার আর কোন মূল্য নাই। বাদশার আদেশ এতক্ষণ চারিদিকে জাহির হয়ে গেছে।

সরযূ। তবে—তবে—কি হবে? কোথা যাব, কি কর্‌ব—প্রভু, স্বামি, আমার সর্ব্বস্ব—যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ তাঁর রক্ষার চেষ্টা কর্‌বো। চল্লুম্ শাজাদী।

[সরযূর প্রস্থান।

জেহা। খোদা, কি কল্লে! কেন আমায় বাদশাজাদী করেছিলে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতোপরি কালীমন্দির।

রাজারাম। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বী প্রজা সৃজমানাং নুমাম।"

আমার আঁধার হৃদয় আলো করে ফুটে ওঠ জগদম্বে! আমার ফুলে ফলে তরুলতায় গিরিবনে, আমার নদীপ্রবাহে, সাগরতরঙ্গে, মরু প্রান্তরে, আমার গ্রহতারায় সূর্য্যচন্দ্রে, আমার অনন্তবিস্তারি নীলাকাশে তোমার বিশ্ববিমোহিনী রূপের ছটা ছড়িয়ে দাও মা! মা যে আমার—

"ঘোররাবা মহারৌদ্রী শ্মশানালয়বাসিনী।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতা॥"

সৎস্বরূপা আনন্দময়ী শ্যামা; আমার ব্রহ্মাণ্ডের সব ঢেকে যাচ্ছে; আমার পুত্রপুষ্পশোভিত, শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা—আমার চন্দ্রতারামণ্ডিত নীল নভোমণ্ডল—সব তোমার কাল চুলে ছেয়ে ফেলেছে! দাঁড়াও, এলোকেশি, দাঁড়াও; আমার হৃদয়-শ্মশানে তোমার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম এলিয়ে দিয়ে দাঁড়াও; যে কেশে সমস্ত বিশ্বসংসারকে অনন্ত রহস্যজালে আবৃত করে রেখেছ, সেই কেশরাশি এলিয়ে দিয়ে দাঁড়াও। আমি একবার ইন্দ্রিয় মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি আত্মায় ডুবিয়ে দিয়ে তোমার ভুবন ভরা কালরূপে আমার অন্তর পূর্ণ করে নি। (প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া) মা, আমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে। অনাস্থা, তোমাতে ডুব্‌লুম্ যদি তবে আবার উঠ্‌লুম্ কেন মা? মা, আমার বিশ্বের স্মৃতি ফিরে এসেছে; আমার বড় সাধের মারাঠা জাতির কথা মনে পড়েছে; পতিতোদ্ধারিণী শিবে, তাদের তুমি চরণে ঠেলো না।

সকলে। জয় মা করালীর জয়।

রাজা। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মহারাষ্ট্রের বীরপুত্রগণ! আজ কেন আমরা এখানে সমবেত হইছি জান কি? মোগলের পাশব অত্যাচারে আজ ভারতের সীমা হতে সীমান্তর জর্জ্জরিত; দাক্ষিণাত্যের ঘরে ঘরে হাহাকার; সতীর দীর্ঘশ্বাসে, বালকের করুণ ক্রন্দনে, বৃদ্ধের মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাসে—আজ ধনজনপূর্ণ দাক্ষিণাত্যে শ্মশানের করাল ছায়া! তাই আজ এই করালবদনা শ্মশানালয়বাসিনী ভৈরবী পূজার অনুষ্ঠান। শ্মশানে শ্মশানপ্রিয়ার পূজা; সে পূজার উপচার আত্মত্যাগ, সে পূজার মহামন্ত্র খরখড়্গের বিপুল ঝঙ্কার, সে পূজার মহাফল মানবের চির আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। এই মুক্তি কামনায় মাতৃচরণে আত্মবলি দিতে উদ্যত হয়েছিলাম্। মা বল্লেন—আত্মনাশ সহজ, আত্মজ বলি দাও, কামনা পূর্ণ কর। তাই আজ ভৈরবী-চরণে আমার একমাত্র পুত্রকে বলি

জেহা। দশ্মা সরযু! যদি আমার বুক চিরে রক্ত দিলে তোমার স্বামী মুক্ত হয়, এখনই তা দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি বাদশাই তক্তের নিয়ম জান না। জেহানারা এখন রংমহলের কুক্কুরী তুল্যা, তার পাঞ্জার আর কোন মূল্য নাই। বাদশার আদেশ এতক্ষণ চারিদিকে জাহির হয়ে গেছে।

সরযূ। তবে—তবে—কি হবে? কোথা যাব, কি কর্‌ব—প্রভু, স্বামি, আমার সর্ব্বস্ব—যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ তাঁর রক্ষার চেষ্টা কর্‌বো। চল্লুম্ শাজাদী।

[সরযূর প্রস্থান।

জেহা। খোদা, কি কল্লে! কেন আমায় বাদশাজাদী করেছিলে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতোপরি কালীমন্দির।

রাজারাম। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বী প্রজা সৃজমানাং স্বরূপাম।"

আমার আঁধার হৃদয় আলো করে ফুটে ওঠ জগদম্বে! আমার ফুলে ফলে তরুলতায় গিরিবনে, আমার নদীপ্রবাহে, সাগরতরঙ্গে, মরু প্রান্তরে, আমার গ্রহতারায় সূর্য্যচন্দ্রে, আমার অনন্তবিস্তারি নীলাকাশে তোমার বিশ্ববিমোহিনী রূপের ছটা ছড়িয়ে দাও মা! মা যে আমার—

"ঘোররাবা মহারৌদ্রী শ্মশানালয়বাসিনী।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতা॥"

সৎস্বরূপা আনন্দময়ী শ্যামা, আমার ব্রহ্মাণ্ডের সব ঢেকে যাচ্ছে; আমার পুত্রপুষ্পশোভিত, শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা—আমার চন্দ্রতারামণ্ডিত নীল নভোমণ্ডল—সব তোমার কাল চুলে ছেয়ে ফেলেছে! দাঁড়াও, এলোকেশি, দাঁড়াও; আমার হৃদয়-শ্মশানে তোমার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম এলিয়ে দিয়ে দাঁড়াও; যে কেশে সমস্ত বিশ্বসংসারকে অনন্ত রহস্যজালে আবৃত করে রেখেছ, সেই কেশরাশি এলিয়ে দিয়ে দাঁড়াও। আমি একবার ইন্দ্রিয় মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি আত্মায় ডুবিয়ে দিয়ে তোমার ভুবন ভরা কালরূপে আমার অন্তর পূর্ণ করে নি। (প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া) মা, আমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে। অনাদ্যা, তোমাতে ডুব্‌লুম্ যদি তবে আবার উঠ্‌লুম্ কেন মা? মা, আমার বিশ্বের স্মৃতি ফিরে এসেছে; আমার বড় সাধের মারাঠা জাতির কথা মনে পড়েছে; পতিতোদ্ধারিণী শিবে, তাদের তুমি চরণে ঠেলো না।

সকলে। জয় মা করালীর জয়।

রাজা। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মহারাষ্ট্রের বীরপুত্রগণ! আজ কেন আমরা এখানে সমবেত হইছি জান কি? মোগলের পাশব অত্যাচারে আজ ভারতের সীমা হতে সীমান্তর জর্জ্জরিত; দাক্ষিণাত্যের ঘরে ঘরে হাহাকার; সতীর দীর্ঘশ্বাসে, বালকের করুণ ক্রন্দনে, বৃদ্ধের মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাসে—আজ ধনজনপূর্ণ দাক্ষিণাত্যে শ্মশানের করাল ছায়া! তাই আজ এই করালবদনা শ্মশানালয়বাসিনী ভৈরবী পূজার অনুষ্ঠান। শ্মশানে শ্মশানপ্রিয়ার পূজা; সে পূজার উপচার আত্মত্যাগ, সে পূজার মহামন্ত্র খরখড়্গের বিপুল ঝঙ্কার, সে পূজার মহাফল মানবের চির আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। এই মুক্তি কামনায় মাতৃচরণে আত্মবলি দিতে উদ্যত হয়েছিলাম্। মা বল্লেন—আত্মনাশ সহজ, আত্মজ বলি দাও, কামনা পূর্ণ কর। তাই আজ ভৈরবী-চরণে আমার একমাত্র পুত্রকে বলি

ব। দাক্ষিণাত্যের বীরপুত্রগণ, তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়।
সো, সকলে এই মহাকার্য্যে আমার সহায় হও।

সকলে। এঁ্যা—সে কি! সে কি!

রাজা। বিচলিত কেন? মহামমতার জন্য ক্ষুদ্রমমতার বিসর্জ্জন!
কার পুত্র? তোমরা দেখ্‌ছ রঘুরাম আমার পুত্র; আমি দেখ্‌ছি
নয়। মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে আমার পুত্র কন্যা! তবে বিচলিত
ন? যাও, আমার পুত্রকে নিয়ে এসো।

(তানাজির প্রবেশ।)

তানাজি। এই যে, বৎস, আমি এসেছি; আমি তোমার পুত্র।

রাজা। সে কি! আপনি স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিতে এসেছেন কেন?

তানাজি। হাঁ বাবা, আমায় বলি দাও; আমার শোণিতে
ভুজার তৃপ্তিসাধন কর।

রাজা। মা আত্মজবলি চেয়েছেন, আত্মজবলিই দেব।

তানাজি। মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে যার পুত্র, তানাজি কি তার পুত্র
? বৎস রাজারাম, মা যা চেয়েচেন, তার মর্ম্ম বোঝনি। জেনে
খো, এই প্রাচীরবদ্ধ ক্ষুদ্র মন্দির মার বাসস্থান নয়! গগনবিস্তৃত
ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য কর; পর্ব্বতমালাসমাচ্ছন্ন বিস্তৃত বসুন্ধরার
ন চেয়ে দেখ; এই অনন্তবিস্তৃত শ্যামা মেদিনীবক্ষই অনন্তময়ীর
র! এই মন্দিরে লক্ষ মোগল লক্ষ হস্তে লক্ষ কৃপাণ ধারণ করে
দিতে আস্‌ছে! মাতৃপূজায় বলি দিতে চাও, আত্ম আত্মজ সবাইকে
সেইখানে যাও! এমন সুযোগ আর জীবনে আস্‌বে না। এ যদি
পারি বৃথা পুত্রবলি নিষ্প্রয়োজন।

[তানাজির প্রস্থান।

রাজা। তানাজি অন্তর্যামী! ওঁর আদেশ শিরোধার্য্য কল্লুম্! মহাপ্রাণ মহারাষ্ট্রসন্তানগণ, এসো ভাই, হৃদয়মন্দিরে রক্তাক্তকলেবরা, রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে সমরতরঙ্গে ঝম্প প্রদান করি। দেখ, কে কোথায় দুর্ব্বল অশক্ত অত্যাচারপীড়িত আছে, দেখ কে কোথায় মরণ-ভয়ে ভীত কাপুরুষ আছে,—আত্মহৃদয়গত মন্ত্রবলে সকলের হৃদয়কে বলীয়ান কর। সকলকে শিক্ষা দাও—মুক্তি ভোগে নয়, বিলাসে নয়, কাপুরুষোচিত পশুজীবন ধারণে নয়, মুক্তি ত্যাগে, মুক্তি আত্মদানে, মুক্তি স্বধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জনে। জয় মা ভৈরবী—

সকলে। জয় মা ভৈরবীর জয়!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগারের সম্মুখ।

প্রহরী।

প্রহরী। (পদচারণ করিতে করিতে) না, নসীব্‌টে বড়ই বেয়াড়া দেখ্‌ছি! এ ছাই পাহারাগিরিও ঘুচ্‌বে না; ফূর্ত্তি কর্‌বার একটা লোকও জুট্‌বে না। দিন রাতই কি এই জেলখানার কড়ি-গুণে কাট্‌বে! কি কর্‌বো—বরাত! আর বাদশার আক্কেলটা দেখ দেখি! আমার মত সমজ্‌দার তালিম্‌দার হুঁসিয়ার জোয়ান আদ্‌মীকে সেনাপতি না করে কল্লে কি না একটা পাহারাওয়ালা। মাসহারা যা পাই, তাতে এক বেলা আধ পেটও কুলোয় না। হাড়ভাঙ্গা মেহন্নতি, তার ওপর সিকি পেট খাওয়া, এতে দেহ যা হয়ে পড়েছে, কোন্ দিন দেখ্‌ছি প্যাকাটির মত পট্ করে ভেঙ্গে পড়্‌বে।

দেব। দাক্ষিণাত্যের বীরপুত্রগণ, তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। এসো, সকলে এই মহাকার্য্যে আমার সহায় হও।

সকলে। এঁ্যা—সে কি! সে কি!

রাজা। বিচলিত কেন? মহামমতার জন্য ক্ষুদ্রমমতার বিসর্জ্জন! কে কার পুত্র? তোমরা দেখ্‌ছ রঘুরাম আমার পুত্র; আমি দেখ্‌ছি তা নয়। মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে আমার পুত্র কন্যা! তবে বিচলিত কেন? যাও, আমার পুত্রকে নিয়ে এসো।

(তানাজির প্রবেশ।)

তানাজি। এই যে, বৎস, আমি এসেছি; আমি তোমার পুত্র।

রাজা। সে কি! আপনি স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিতে এসেছেন কেন?

তানাজি। হাঁ বাবা, আমায় বলি দাও; আমার শোণিতে অষ্টভুজার তৃপ্তিসাধন কর।

রাজা। মা আত্মজবলি চেয়েছেন, আত্মজবলিই দেব।

তানাজি। মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে যার পুত্র, তানাজি কি তার পুত্র নয়? বৎস রাজারাম, মা যা চেয়েচেন, তার মর্ম্ম বোঝনি। জেনে রেখো, এই প্রাচীরবদ্ধ ক্ষুদ্র মন্দির মার বাসস্থান নয়! গগনবিস্তৃত হরিৎক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য কর; পর্ব্বতমালাসমাচ্ছন্ন বিস্তৃত বসুন্ধরার পানে চেয়ে দেখ; এই অনন্তবিস্তৃত শ্যামা মেদিনীবক্ষই অনন্তময়ীর মন্দির! এই মন্দিরে লক্ষ মোগল লক্ষ হস্তে লক্ষ কৃপাণ ধারণ করে বলি দিতে আস্‌ছে! মাতৃপূজায় বলি দিতে চাও, আত্ম আত্মজ সবাইকে নিয়ে সেইখানে যাও! এমন সুযোগ আর জীবনে আস্‌বে না। এ যদি না পারি বৃথা পুত্রবলি নিষ্প্রয়োজন।

[তানাজির প্রস্থান।

রাজা। তানাজি অন্তর্য্যামী! ওঁর আদেশ শিরোধার্য্য কল্লুম্! মহাপ্রাণ মহারাষ্ট্রসন্তানগণ, এসো ভাই, হৃদয়মন্দিরে রক্তাক্তকলেবরা, রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে সমরতরঙ্গে ঝম্প প্রদান করি। দেখ, কে কোথায় দুর্ব্বল অশক্ত অত্যাচারপীড়িত আছে, দেখ কে কোথায় মরণ-ভয়ে ভীত কাপুরুষ আছে,—আত্মহৃদয়গত মন্ত্রবলে সকলের হৃদয়কে বলীয়ান কর। সকলকে শিক্ষা দাও—মুক্তি ভোগে নয়, বিলাসে নয়, কাপুরুষোচিত পশুজীবন ধারণে নয়, মুক্তি ত্যাগে, মুক্তি আত্মদানে, মুক্তি স্বধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জনে। জয় মা ভৈরবী—

সকলে। জয় মা ভৈরবীর জয়!

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগারের সম্মুখ।

প্রহরী।

প্রহরী। (পদচারণ করিতে করিতে) না, নসীব্‌টে বড়ই বেয়াড়া দেখ্‌ছি! এ ছাই পাহারাগিরিও ঘুচ্‌বে না; ফূর্ত্তি কর্‌বার একটা লোকও জুট্‌বে না। দিন রাতই কি এই জেলখানার কড়ি-গুণে কাট্‌বে! কি কর্‌বো—বরাত! আর বাদশার আক্কেলটা দেখ দেখি! আমার মত সমজ্‌দার তালিম্‌দার হুঁসিয়ার জোয়ান আদ্‌মীকে সেনাপতি না করে কল্লে কি না একটা পাহারাওয়ালা। মাসহারা যা পাই, তাতে এক বেলা আধ পেটও কুলোয় না। হাড়ভাঙ্গা মেহন্নতি, তার ওপর সিকি পেট্‌ খাওয়া, এতে দেহ যা হয়ে পড়েছে, কোন্ দিন দেখ্‌ছি প্যাকাটির মত পট্‌ করে ভেঙ্গে পড়্‌বে।

(জুড়িদারবেশে গোবৰ্দ্ধনের প্রবেশ।)

গোবৰ্দ্ধন। তোর ভেঙ্গে পড়্‌বে—আমার পড়েছে।

প্রহরী। কে বাবা, নূতন মুখ দেখ্‌ছি যে!

গোব। কি করি দাদা! দিব্যি থাকা গিছ্‌লো; দরবারে পাহারা-গিরি কত্তুম্, খাটনি খুটনি কিছু ছিল না। দুচার দিন অন্তর দরবার বস্‌লে, দুএক ঘণ্টা গোঁফ চুমুরে গলা ফুলিয়ে সবাইকে চোক্ রাঙাতুম্, বাদশার আগে আমাকেই সব আগে সেলামবাজী কত্ত। আমির ওমরাহদের কাছে বেশ দু'পয়সা পাওয়াও যেত। শালার সেনাপতির তা সইল না, বেটা তার শালীপতির সম্বন্ধীর খুড়তুতো ভাইকে আমার যায়গায় বসিয়ে দিয়ে আমাকে সে কাজ থেকে বরতরফ করে দিলে! আজ থেকে আমাকেও ভাই তোর মত জেলখানা ঝাঁট দিতে হবে।

প্রহরী। তাইতো দাদা, তোর হাল্‌টাও দেখ্‌ছি কতকটা আমারই মত! আমারও একটা জাঁদরেল রকম কাজ হতে হতে ফস্কে গেছে। নসীব, দাদা, নসীব!

গোব। ঐ যা বল্লি ভাই! আর জন্মে আমরা বোধ হয় দুই সহোদর ছিলুম্। যা হোক্ ভাই, তুই ত এখন বাসায় গিয়ে চোদ্দ পো হবি; আর আমায় এই মাঘ মাসের হাড়ভাঙ্গা শীতে হি হি কত্তে হবে। একটু গাঁজা টাজা কিছু আছে কি দাদা? তা' হ'লে শরীরটে একটু চাঙিয়ে নি।

প্রহরী। গাঁজার গন্ধও নেই ভাই। (গোবৰ্দ্ধনের বগলে বুচ্‌কি দেখিয়া) তোর ও বুচ্‌কিতে কি?

গোব। কিছু নয় ভাই, এক খানা ছেঁড়া কম্বল। দেহটাকে তো রক্ষা কর্ত্তে হবে, নৈলে কাল সকালে যে জমে থাক্‌বো।

প্রহরী। তবে ভাই আমি এখন লম্বা দি ?

গোব। আচ্ছা দাদা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

এইবার দিদি এলেই হয়। ছেঁড়া কম্বলখানা বের করে রাখি। (বুচ্‌কি হইতে প্রহরীর পরিচ্ছদ বাহির করণ।)

(সরযূর প্রবেশ।)

এই নাও দিদি, মোগল-পাহারার পোষাক নাও।

সরযূ। কি করে যোগাড় কল্লে গোবর্দ্ধন ?

গোব। হুঁ হুঁ—দিদি, তোমার কৃপায় আমি তো আর সেই ভোলানাথ নই! বোনাই বাবুকে সেপাই সাজাব বলে, মোগল শিবিরের সেপাই সাহেবকে কোতল করে আসা গেল। এখন যাও দিদি, শিগ্‌গির শিগ্‌গির কাজ হাঁসিল করে ফেল; আমিও আমার দলে ভিড়িগে।

[প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক।

কারাগারের অভ্যন্তর।

রঙ্গনাথ।

রঙ্গ। দুষ্কর্ম্মের এই পরিণাম! মহাপাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত! বড় উচ্চ আশা করেছিলুম্; রাজ্য-লালসায় বড় উন্মত্ত হয়েছিলুম্; তার ফল এই হোল? বন্ধন-যাতনা আর সহ্য হয় না। এর চেয়ে প্রাণদণ্ড ভাল; তারওতো আর বিলম্ব নাই। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত: এখনি

সকলের সাম্‌নে মুসলমানের হাতে মর্ত্তে হবে। উঃ কি অপমান! প্রবল-প্রতাপ মহারাষ্ট্রবংশে জন্মগ্রহণ করে আজ কি ঘৃণ্যভাবেই আমার জীবনের পর্য্যবসান হচ্ছে! আজ রাজারামের নামে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত; দেবতাজ্ঞানে—পিতৃজ্ঞানে হিন্দুস্থানের দেশ দেশান্তর হতে লক্ষ লক্ষ লোকে তার পায়ে পূজা দিতে আস্‌ছে; আর সেই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ কত্তে গিয়ে এই কুলাঙ্গারের কি অবস্থা পরিবর্ত্তন! আর এ কলঙ্ক প্রক্ষালন কত্তে পার্‌বো না; আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হতে পার্‌বো না। রাত্রি অবসান হয়ে আস্‌ছে সেই সঙ্গে জীবনের সকল আশাই চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হচ্ছে!

(সরযূর প্রবেশ।)

কে সরযু, তুমি এসেছ; আমায় রক্ষা কর্ব্বে?

সরযূ। হাঁ রক্ষা কর্‌বো; (বন্ধন মোচন করণ) এই নিন্, প্রহরী সেজে বেরিয়ে যান্। (পরিচ্ছদ দান।)

রঙ্গ। সরযূ! তুমি আমার কে ? এই বান্ধবশূন্য সংসার-পারাবারে তুমি আমার কে?

সর। কেউ নই প্রভু! সামান্যা দাসী।

রঙ্গ। আমাকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে বিপন্ন কচ্চ কেন সরযু?

সর। আপনি মুসলমানের বন্দী বলে।

রঙ্গ। তবে তুমি কেন মুসলমানের বাঁদী হ'য়ে আছ?

সর। আর থাক্‌বো না।

রঙ্গ। যাবে কেমন করে?

সর। রাত্রে রংমহলের বাইরে যাবার আমার হুকুম আছে।

রঙ্গ। কোথায় যাবে সরযু?

সর। তা জানিনা, আপনি বিলম্ব কর্‌বেন না, শীঘ্র যান।

রঙ্গ। (গমন কালে) সরযু! তুমি দেবী না মানবী?

[রঙ্গনাথের প্রস্থান।

সরযূ। যাও প্রভু! আমিও আবার সন্ন্যাসিনী হলুম্‌। জগৎ-পিতা জগদীশ্বর! তোমার দয়ার সীমা নাই। তুমি দয়া না কল্লে, কে এ বিপদ্‌সাগর থেকে ওঁকে মুক্ত কত্তে পার্‌তো!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জেহানারার কক্ষের সম্মুখ।

আরঙ্গজেব।

আর। (স্বগত) এই আমার সাম্রাজ্য! এই আমার রংমহল! এই আমার বাদশাগিরি! কাবুল, কান্দাহার, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, বাংলা, বেরার, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ—প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থান জয় কল্লুম্‌। আমার চক্ষের পলকে পৃথিবী কম্পিত হয়; আমার ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের ভাগ্য দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্ত্তিত হচ্চে; আর আমি রংমহলের কিছু কত্তে পাল্লুম্‌ না! আমার রংমহল আমার নয়! সেখানে আমার কোন ক্ষমতা নাই! সে আমার সাম্রাজ্যের বাইরে! এই আমার শাসনদণ্ড-পরিচালন ক্ষমতা? অন্তঃপুর শাসনে আমার শক্তি নাই—আর আমি ছুনিয়া শাসনে প্রবৃত্ত? এ শুধু ধৃষ্টতা মাত্র! জেহানারার যথেচ্ছা-

চারিতা অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার পাপের দরিয়া কিনারায় কিনারায় পূর্ণ হয়েছে। এ পাপিষ্ঠার কি উচ্ছেদ হবে না? খোদা, জেহানারার নাম কি তোমার সুন্দর দুনিয়া থেকে মুছে ফেল্‌বে না?

(জেহানারার প্রবেশ।)

জেহা। জাঁহাপনা কি আমাকে তলব করেছেন?

আর। হাঁ।

জেহা। এরূপ অসময়ে দিল্লীশ্বর বাঁদীকে ত কখন স্মরণ করেন না?

আর। আবশ্যক হ'লেই কত্তে হয়। জেহানারা, তুমি আমার কে?

জেহা। আলমগীর বাদশার ভগ্নী— দিল্লীশ্বরের বাঁদী।

আর। ধন দৌলত পদমর্য্যাদা প্রভুত্ব সম্মান – তোমার কোন জিনিষের অভাব রেখেছি কি?

জেহা। না সম্রাট্, আপনার অনুগ্রহে আমি রংমহলের সর্ব্বময়ী।

আর। তাই বুঝি এমন কোরে অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার কচ্চ?

জেহা। বাঁদীর কসুর কি সম্রাট্?

আর। কসুর ভেবে ঠিক্ পাচ্চ না? রংমহল এত উচ্ছৃঙ্খল কেন? দিল্লীর বাদশার অন্তঃপুরের কলঙ্কনির্ঘোষে দিগ্‌দিগন্ত বিঘোষিত কেন? হিন্দুস্থানে আমার মুখ দেখাবার স্থান নাই কেন?

জেহা। এ সংবাদ অন্য পৌরাঙ্গনাদের জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, এ সংবাদ আপনার কন্যাদের জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

আর। তুমি কিছু জাননা? কোন সংবাদ রাখনা?

জেহা। আমার সংবাদ রাখা না রাখা তুল্য কথা। পৌরজনেরা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হ'লে, দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুর হতে আজ এই গরলের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হত না?

আর। তোমার কোন দোষ নাই ?

জেহা। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে আত্মপ্রশংসা কত্তে হয়।

আর। কি—আত্মদোষ প্রক্ষালনের জন্য সমস্ত পৌরজনের অবমাননা করা? পাপিষ্ঠা, ধর্ম্মের দিকে চেয়ে জবাব দে; সত্যের পানে চেয়ে জবাব দে; খোদাকে ভেবে জবাব দে; মিথ্যা বলিস্‌নে—তোর কোন দোষ নাই ?

জেহা। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে বল্‌চি সম্রাট্‌, সত্যের পানে চেয়ে বল্‌চি সম্রাট্‌, খোদার নাম নিয়ে বল্‌চি সম্রাট্‌—আপনার রংমহল উৎসন্ন যাবে, আপনার সাম্রাজ্য রসাতলে যাবে! যেখানে এত অধর্ম্ম, সেখানে কখন মঙ্গল হয় না। হতে পারে আমি অপরাধিনী, কিন্তু সম্রাট্‌, একের পাপে কি সমস্ত রংমহল কলুষিত হয়ে ওঠে? একের অধর্ম্মে কি হিন্দুস্থানের বাদশার মুখে কলঙ্ককালিমা লেপিত হয়? কেবল আমি দোষী, আর রংমহলের সবাই নির্দ্দোষী ?

আর। এখনও প্রতারণা! পাপিষ্ঠা তুই দিল্লীশ্বরের সহোদরা, চন্দ্র সূর্য্য তোর মুখ দেখ্‌তে পায় না। আর একটা জঘন্য কাফের রঙ্গনাথ কার হুকুমে তোর মহলে আস্‌ত ?

জেহা। আমার হুকুমে।

আর। তবুও তুই নির্দ্দোষ ?

জেহা। সে তার স্ত্রীর কাছে আস্‌ত ?

আর। পাপিষ্ঠা, এখনও মিথ্যা কথা? পাপের উপর এখনও পাপ সঞ্চয়? এখনও অধর্ম্মের পথে প্রলোভন? ধর্ম্মনাম একেবারে হৃদয় থেকে মুছে ফেলেছিস্‌ ?

জেহা। ধর্ম্মের ভয় দেখিও না সম্রাট্‌! যদি দুনিয়ায় কেউ অধর্ম্মের

রঙ্গ। কে—কে—কেও? আশ্রয় দেবে বলে কে আশ্বাস দিলে? কথা কও—চুপ্ কল্লে কেন?

সর। (বাসন্তীর প্রতি) কি মা, কি বল্‌ছো? কৈ না—এখনও ঘুমুচ্ছে। (রঙ্গনাথকে নিকটে দেখিয়া) কে ও?

রঙ্গ। তুমি কে? কে—সরযু! তুমি এখানে! তুমিই কথা কচ্ছিলে?

সর। না, যে কথা কচ্ছিল, সে এই শুয়ে। দেখ, চিন্তে পার?

রঙ্গ। (দেখিয়া) কে বাসন্তী! মা মা, তোমার এমন দশা হয়েছে!

সর। হাঁ—হাঁ—বালিকা মৃত্যুর পথে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। একটু ঘুমিয়েছে—ডেকোনা।

বাস। কে, পিতা—আশ্রয়দাতা? আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছিনা; সব ঝাপ্‌সা বোধ হচ্চে! একটু পায়ের ধুলো দিন; বড় সময়েই এসেছেন। আর একটু দেরী হ'লে দেখা হত না। বাবা, আমি চলেছি—আশীর্ব্বাদ কর যেন দীননাথের চরণে স্থান পাই।

রঙ্গ। মা—মা—বাসন্তি, চল্লি? আমিই তোর এ দশা করেছি; আমিই তোকে মেরে ফেল্লুম্।

বাস। না বাবা, আপনি কেন? আপনি ত আমার কিছু করেন নি? আপনি ভালই করেছেন। আপনার জন্যই দীননাথকে একমনে ডাক্‌তে পেরেছি। ঐ দীননাথ আমায় কোলে নিতে আস্‌ছেন। বাবা, আমি চল্লুম্; মা-যাই। মধুসূদন তোমাদের মঙ্গল করুন। আঃ—ঘুম আস্‌ছে; বড় সাধের ঘুম; এ ঘুম আর ভাঙ্‌বে না—আর জাগ্‌বো না! দীননাথ—(মৃত্যু।)

সর। যা—সব ফুরুলো!

রঙ্গ। ফুরুলো—ফুরুলো—সব শেষ হলো! মা মা—আমিই তোকে মেরে ফেল্লুম্। কি হবে কি হবে! মা বড় কষ্ট পেয়েছো! আমিই

তোকে আশ্রয়হীনা করেছিলুম্; আমিই তোকে, তোর সর্ব্বনাশ হবে জেনেও, কাশিমের হাতে দিয়েছিলুম্; তাই আজ তোর এই দশা! কি কল্লুম্—কি কল্লুম্! বালিকা হত্যা কল্লুম্, নন্দিনী হত্যা কল্লুম্, নারী হত্যা কল্লুম্! ওঃ—হোঃ—হোঃ—(মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পতন।)

সর। কি করে হত্যা করেছ তা জান? কি কষ্ট পেয়ে বালিকা মরেছে তা জান? সেনাপতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভীমার জলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে, বাছার আমার অস্থি পঞ্জর চূর্ণ হয়ে গিছ্‌লো। তিল তিল করে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করেছে, কিন্তু তবু একদিন তোমার দোষ দেয় নি। দীননাথকে ডেকেছে—বলেছে, তোমার মঙ্গল হোক্। বাসন্তীকে মেরে শুধু বালিকা হত্যা কল্লে না—মাতৃহত্যা কল্লে।

রঙ্গ। ঠিক্ বলেছো—ঠিক্ বলেছো, এ স্বর্ণ-নলিনীকে আমিই অনলে দগ্ধ করেছি! তুমি এ বালিকার কে সরযূ?

সর। কেউ নই।

রঙ্গ। তুমি কে? তুমি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, আমার মত নরপিশাচকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাও—তুমি কে?

সর। আমি কে তা শুন্‌বে? বল্‌বো—আজ সে কথা বল্‌বো; এই অনন্ত বিজন মধ্যে, অনন্ত সাগরাভিমুখগামিনী ভীমাতীরে, অনন্ত-ময়ের অঙ্কশায়িতা বালিকার সম্মুখে, যে কথা এতদিন বলি বলি করেও বল্‌তে পারিনি, আজ সে কথা বল্‌বো। আর চেপে রাখ্‌তে পারিনে! প্রভু! আমি তোমার পত্নী, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, আমি তোমার জীবন-মরণের সঙ্গিনী।

রঙ্গ। সে কি! একি কথা সরযূ—

সর। প্রভু, কর্ণাটের জায়গীরদারকে মনে পড়ে? আমি তাঁর কন্যা লক্ষ্মীবাই। আমার ছদ্মবেশের নাম সরযূ। তুমি আমায় বিবাহ করেই

পরিত্যাগ করেছিলে। জীবনে কখনও আমার মুখ দর্শন করনি। তুমি আমায় ভুলে ছিলে, কিন্তু আমি তোমায় ভুল্‌তে পারিনি। তোমায় দেখ্‌বার জন্য ভিখারিণী বেশে তোমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াতুম্। শত্রুকন্যা বলে তুমি আমায় ত্যাগ করেছিলে; পাছে চিন্তে পাল্লে আর না দেখ্‌তে পাই, সেই ভয়ে কখনও তোমায় পরিচয় দিই নি। তুমি আমায় দেখেও দেখনি। তুমি না দেখ, আমি তোমায় প্রাণভরে দেখেছি। মোগলেরা আমার পিতাকে হত্যা করে। পিতৃমৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি দিল্লী যাই। তারপর ত সব তুমি জান।

রঙ্গ। জানি, জানি—সব জানি। মহাপাতকী আমি—আমার মাথায় এখনও বজ্রাঘাত হচ্চে না, কাল ভুজঙ্গে এখনও আমায় দংশন কচ্চে না! লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—

সর। স্থির হও প্রভু!

রঙ্গ। রাজ্যলালসায় উন্মত্ত হয়ে কি না করেছি; উচ্চ আশার তাড়নায় মান, মর্য্যাদা, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছি। তোমার মত পত্নী, যার তুলনা নাই—যার কখনও তুলনা হয় না—যে পত্নী জগতে আদর্শ, জগতে চির আকাঙ্ক্ষিত, সেই অশেষ-গুণশালিনী ভুবনমোহিনীর মুখের দিকে একবারও ফিরে চাইনি—তার কথা একবারও ভাবিনি। যে বালিকা মাতৃহারা, পিতৃহারা, আশ্রয়চ্যুতা, জগতের পরিত্যক্তা হয়ে নিরুপায়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল—এক মুষ্টি অন্নের জন্য, এক বিন্দু করুণার জন্য যে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল—তাকে নির্ম্মম অন্তরে পিশাচের হাতে সমর্পণ করেছি! নিজের মঙ্গলঘট নিজের পদাঘাতে চূর্ণ করেছি! ওঃ—জ্বালা—জ্বালা, জ্বালার সমুদ্রে আমি ডুবে রয়েছি; নরকের অগ্নি আমার অস্থিমজ্জাকে দগ্ধ কচ্চে—আমি স্থির হবো? লক্ষ্মি, একটা কথা বলি—অধিকার না থাকলেও বলি—তুমি

আমায় ভুলে যাও ; আমার ন্যায় নরপিশাচের পাপস্মৃতি তোমার পবিত্র অন্তর হতে চিরদিনের জন্য উৎপাটিত করে ফেল ?

সর। ওকি কথা প্রভু ?

রঙ্গ। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। পত্নী বলে তোমায় গ্রহণ করি, সে অধিকারও আমার নেই। হায় আমার অতীত জীবনটা যদি মুছে যেত, তা' হ'লে বোধ হয় তোমার পবিত্রতাময় পুণ্য-ছায়ায় বসে এ জ্বালাময় জীবন জুড়াতে পাত্তুম্।

সর। না প্রভু, এখন তুমি বিপদ্ মুক্ত। ঐ বালিকার মৃত্যুমুখ বোধ হয়, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন নূতন আদর্শে গঠিত কর্‌বে। আর আমি এখানে থাক্‌বো না। এখনও আমার অনেক কাজ বাকি। ঐ পিতার অশরীরী আত্মা বল্‌ছে—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ। তোমার জন্য সে কথা ভুলেছিলাম। কেন না, তুমি আমার ইষ্টদেবতা অপেক্ষা, আমার পিতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তুমি আমার স্বামী, আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহকাল পরকাল। তুমি বিপদ্‌মুক্ত, আর আমি এখানে থাক্‌বো না।

[প্রস্থান।

রঙ্গ। লক্ষ্মি, লক্ষ্মি—যেয়ো না, আমায় ফেলে যেয়ো না ! কৈ, কোথায় 'গেলে—আর দেখ্‌তে পাই না ! লক্ষ্মি—লক্ষ্মি, অন্ধকারে মিশিয়ে গেলে ! কোথায় খুঁজ্‌বো ? ভগবান্, আর কেন ? আর জীবন ধারণে ফল কি ? কি আশায় বাঁচ্‌বো ? পাপের ভার নিয়ে এ দুর্ব্বিসহ স্মৃতির তাড়না সহ্য করে, পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা ভীমার জলে প্রাণবিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ।

(ভীমার জলে ঝম্পোদ্যত ; হঠাৎ রাজারামের প্রবেশ ও রঙ্গনাথকে ধৃতকরণ।)

মরবে কেন ? আত্মহত্যা মহাপাপ—ফের।

পরিত্যাগ করেছিলে। জীবনে কখনও আমার মুখ দর্শন করনি। তুমি আমায় ভুলে ছিলে, কিন্তু আমি তোমায় ভুল্‌তে পারিনি। তোমায় দেখ্‌বার জন্য ভিখারিণী বেশে তোমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াতুম্‌। শত্রুকন্যা বলে তুমি আমায় ত্যাগ করেছিলে; পাছে চিনতে পাল্লে আর না দেখ্‌তে পাই, সেই ভয়ে কখনও তোমায় পরিচয় দিই নি। তুমি আমায় দেখেও দেখনি। তুমি না দেখ, আমি তোমায় প্রাণভরে দেখেছি। মোগলেরা আমার পিতাকে হত্যা করে। পিতৃমৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি দিল্লী যাই। তারপর ত সব তুমি জান।

রঙ্গ। জানি, জানি—সব জানি। মহাপাতকী আমি—আমার মাথায় এখনও বজ্রাঘাত হচ্চে না, কাল ভুজঙ্গে এখনও আমায় দংশন কচ্চে না! লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—

সর। স্থির হও প্রভু!

রঙ্গ। রাজ্যলালসায় উন্মত্ত হয়ে কি না করেছি; উচ্চ আশার তাড়নায় মান, মর্য্যাদা, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছি। তোমার মত পত্নী, যার তুলনা নাই—যার কখনও তুলনা হয় না—যে পত্নী জগতে আদর্শ, জগতে চির আকাঙ্ক্ষিত, সেই অশেষ-গুণশালিনী ভুবনমোহিনীর মুখের দিকে একবারও ফিরে চাইনি—তার কথা একবারও ভাবিনি। যে বালিকা মাতৃহারা, পিতৃহারা, আশ্রয়চ্যুতা, জগতের পরিত্যক্তা হয়ে নিরুপায়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল—এক মুষ্টি অন্নের জন্য, এক বিন্দু করুণার জন্য যে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল—তাকে নির্ম্মম অন্তরে পিশাচের হাতে সমর্পণ করেছি! নিজের মঙ্গলঘট নিজের পদাঘাতে চূর্ণ করেছি! ওঃ—জ্বালা—জ্বালা, জ্বালার সমুদ্রে আমি ডুবে রয়েছি; নরকের অগ্নি আমার অস্থিমজ্জাকে দগ্ধ কচ্চে—আমি স্থির হবো? লক্ষ্মি, একটা কথা বলি—অধিকার না থাকৃলেও বলি—তুমি

আমায় ভুলে যাও ; আমার ন্যায় নরপিশাচের পাপস্মৃতি তোমার পবিত্র অন্তর হতে চিরদিনের জন্য উৎপাটিত করে ফেল ?

সর। ওকি কথা প্রভু ?

রঙ্গ। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। পত্নী বলে তোমায় গ্রহণ করি, সে অধিকারও আমার নেই। হায় আমার অতীত জীবনটা যদি মুছে যেত, তা' হ'লে বোধ হয় তোমার পবিত্রতাময় পুণ্য-ছায়ায় বসে এ জ্বালাময় জীবন জুড়াতে পাত্তুম্।

সর। না প্রভু, এখন তুমি বিপদ্ মুক্ত। ঐ বালিকার মৃত্যুমুখ বোধ হয়, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন নূতন আদর্শে গঠিত কর্‌বে। আর আমি এখানে থাক্‌বো না। এখনও আমার অনেক কাজ বাকি। ঐ পিতার অশরীরী আত্মা বল্‌ছে—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ। তোমার জন্য সে কথা ভুলেছিলাম। কেন না, তুমি আমার ইষ্টদেবতা অপেক্ষা, আমার পিতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তুমি আমার স্বামী, আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহকাল পরকাল। তুমি বিপদ্‌মুক্ত, আর আমি এখানে থাক্‌বো না।

[প্রস্থান।

রঙ্গ। লক্ষ্মি, লক্ষ্মি—যেয়ো না, আমায় ফেলে যেয়ো না! কৈ, কোথায় 'গেলে—আর দেখ্‌তে পাই না! লক্ষ্মি—লক্ষ্মি, অন্ধকারে মিশিয়ে গেলে! কোথায় খুঁজ্‌বো ? ভগবান্, আর কেন ? আর জীবন ধারণে ফল কি ? কি আশায় বাঁচ্‌বো ? পাপের ভার নিয়ে এ দুর্ব্বিসহ স্মৃতির তাড়না সহ্য করে, পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা ভীমার জলে প্রাণবিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ।

(ভীমার জলে ঝম্পোদ্যত ; হঠাৎ রাজারামের প্রবেশ ও রঙ্গনাথকে ধৃতকরণ।)

রাজা। মর্‌বে কেন? আত্মহত্যা মহাপাপ—ফের।

রঙ্গ। কে তুমি? ভগবান্, আমায় কি মত্তে দেবে না? কেন বাধা দিচ্চ; ছেড়ে দাও—আমি জুড়ুই।

রাজা। বৃথা মর্‌বে কেন? শোন—আমি তোমায় চিনেছি। তুমি রঙ্গনাথ।

রঙ্গ। আপনি কে?

রাজা। আমার নাম রাজারাম।

রঙ্গ। এঁ্যা—তাই কি, এ কি স্বপ্ন না প্রহেলিকা?

রাজা। কিছুই নয়—সত্য।

রঙ্গ। আমি আমার স্বজাতির প্রতি যে অত্যাচার করেছি, তা বোধ হয় দানবেও কল্পনা কত্তে পারে না; আপনি কি তাই স্বহস্তে আমায় বধ করে প্রতিশোধ নেবেন?

রাজা। ছি, ও কথা বল্‌তে নেই! সহস্র জিহ্বা বিস্তার করে অনুশোচনার বহ্নি তোমার অন্তরে জ্বলে উঠেছে। আর কি তোমার উপর কেউ রাগ কর্‌তে পারে?

রঙ্গ। উঃ—বৃশ্চিক দংশন—বৃশ্চিক দংশন! যে পৃথিবীতে আপনার ন্যায় মহাপ্রাণ দেবতার বাস, যে পৃথিবীতে বাসন্তীর ন্যায় দেববালার পুণ্যমন্দির, যে পৃথিবীতে লক্ষ্মীর ন্যায় শক্তিরূপিণী সহধর্ম্মিণী আমার মত নরপশু স্বামীকে স্বর্গের আলোক দেখাবার জন্য অধিষ্ঠিতা—সে পৃথিবীতে আমার স্থান নাই। পূজ্যপাদ, আমায় মার্জ্জনা করুন, আমি বেঁচে থাকৃতে পার্‌বো না। ঐ দেখুন—আমার দুষ্কৃতির জ্বালাময় চিত্র দেখুন? ঐ বালিকা ধর্ম্মপ্রাণা চিরপুণ্যময়ী; রাজালাভের আশায় বাছাকে আমি অকাতরে মুসলমানের হাতে তুলে দি। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মা আমার মরেছে। আমি এ স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকৃতে পার্‌বো না! দেব, আমায় ত্যাগ করুন।

রাজা। রঙ্গনাথ, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না; ঐ বালিকার মৃত্যুর কারণ বলে তুমি অনুতাপ কচ্চ, কিন্তু ঐ বালিকারই অনুরূপ মহারাষ্ট্র আমার অহরহঃ অশ্রুজলে ভাস্‌ছে। মায়ের সে অশ্রু না মুছিয়ে মর্‌বে? কাপুরুষের ন্যায় মর্‌বে? এস, মাতৃকার্য্যে সব শত্রুতা ভুলে আজ আমরা পরম মিত্র হই। এসো, কোল দাও।

[উভয়ের আলিঙ্গন।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সেতারার দুর্গমধ্যে রঙ্গনাথ।

রঙ্গ। (স্বগত) কে এ রাজারাম! একি আমাদেরই মত মানুষ! কৈ, কেমন করে! যে আমার মত কুলাঙ্গারকে মার্জ্জনা কত্তে পারে, আমার মত কাপুরুষের পাপ কার্য্যের ফলে যার সর্ব্বনাশ হয়েছে জেনেও যে আমাকে এই গৌরবময় পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মহাযুদ্ধে অধিনায়কত্বের ভার অর্পণ করেছে—সেকি আমার মত মানুষ! না না, মহারাষ্ট্রপতি মানুষ নয়—দেবতা! সে দেবতার করুণা পাবার উপযুক্ত আমি নই। আমার চারিদিকে অন্ধকার! মেঘের পর মেঘ আকাশপট আচ্ছন্ন করেছে, অতীতের মসীময় ঘটনার পর ঘটনাও এ হৃদয়পটকে ছেয়ে ফেলেছে। এ অন্ধকারে আলো নেই, আশা নেই, আছে কেবল অনুশোচনার তীব্র জ্বালা! জ্বালা—জ্বালা, মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে আজ গগনভেদী হাহাকার; পিতা পুত্রহীন, মাতা মমতার আধার সন্তানশূন্য, সতী সাধ্বী স্বামিহীনা,

গৃহে গৃহে হৃদয়ে হৃদয়ে চিতার অগ্নি! এ অগ্নি জ্বেলেছে কে? আমি। নিকটে, দূরে, কাননে কান্তারে, পর্ব্বতে, কন্দরে আমার অকীর্ত্তি, আমার অধর্ম্ম বিঘোষিত হবে; প্রবাহে তরঙ্গে, মেঘে বজ্রে, ঝঙ্কায় হিল্লোলে, আমার দুর্নাম গান কর্‌বে; ভূলোকে, দ্যুলোকে, জলে, স্থলে, আকাশে, অনিলে অনন্তকাল এই হতভাগ্যের পাপ স্মৃতি বহন কর্‌বে। আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু! কৈ মৃত্যু, কোথায় মৃত্যু! এই বিশ্বব্যাপী ঘনান্ধকারে ভীষণ রক্তবন্যার প্রবল শোণিতোচ্ছ্বাসে কেন এই জ্বালাময় জঘন্য দেহ ক্ষুদ্র তট মৃত্তিকাবৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্চেনা!

(মারাঠী সৈনিকবেশে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।)

গোব। বলি কাফের চাচা, খবর কি?

রঙ্গ। কে তুমি?

গোব। সে কি বোনাই, ভাল কোরে দেখ দেখি, আমি সেই বৌপালান দেওয়ানা ফকির কিনা?

রঙ্গ। এঁ্যা—সে কি!

গোব। কেন চাচা, ঘাবড়াও কেন; ভেবে দেখনা, সেনাপতির বাড়ী মুস্কিলাসান কর্ত্তে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা? খোলস্ তুমিও বোদ্‌লেছ, আমিও বোদ্‌লেছি; কিন্তু তা বলে চেনাচিনির গোলমাল হবে কেন?

রঙ্গ। এইবার চিনেছি; তুমি দুষ্‌মন—শক্রর চর।

গোব। চর নয় চাচা, তোমায় চরাতে এসেছি।

রঙ্গ। তুমি আমার সর্ব্বনাশ কত্তে এসেছ? তুমি কাশিমের লোক কৈ হ্যায়?

গোব। হ্যায় হ্যায় কচ্ছ কেন বোনাই? মানুষ চিন্তে এখনও তোমার ঢের দেরী।

রঙ্গ। খুব চিনেছি, বেশ চিনেছি, (তরবারি দেখাইয়া) তোর শির নেব, অবিশ্বাসী শয়তান?

গোব। (সহাস্যে) চুপ্ চুপ্, তলোয়ার খাপের ভেতর পোরো কর্ত্তা, পোরো পোরো—ও ইস্পাতের ফাল দেখিয়ে আর আমায় ঘাল কর্ত্তে পাচ্ছনা।

রঙ্গ। না না, তোমায় ছাড়্‌বো না, নিশ্চয় তুমি চর।

গোব। তা বোল্‌বে বৈকি চাচা; কিন্তু এই চর শালা না থাক্‌লে, রাজা সাহেবকে এতক্ষণ কন্ধকাটা হয়ে বেড়াতে হতো। বলি বোনাই রাজা! জেলখানায় যদি সেপাই সেজে না ঢুক্‌তে পাত্তুম্, তা'হ'লে কে তোমায় আজ এখানে চরাতে আন্‌তো? এইবার কি কিছু ধোঁকা লাগ্‌ছে?

রঙ্গ। (বিস্মিতভাবে) হাঁ ধোঁকা লাগ্‌ছে, তোমার পরিচয় দাও?

গোব। আমার পরিচয় দেবার কিছু নেই দাদা! পোড়ার বাংলা দেশের গুলিখোর আমি, পেটের লোভে নেশার ঝোঁকে দুনিয়া ঢুঁড়ে এসেছিলুম্ এই দেশে। অদৃষ্টের জোর ছিল দাদা, তাই পথের মধ্যে সাত রাজার ধন মিলে গেল। সে ধন তোমার বৌ, আমার দিদি! সে ধন আমার গঙ্গা যমুনা সরস্বতী! সে ধন আমার নিদানকালের সূচিকাভরণ! তারই কৃপায় নেশা ছাড়্‌লুম্, তলোয়ার ধল্লুম্, তোমায় বোনাই বলে চিন্‌লুম্। তারই জন্যে মুস্কিলাসান্, তারই জন্যে ছদ্মবেশ; দিদির সব কাজই কল্লুম্ দাদা, শুধু মেয়েটাকে বাঁচাতে পাল্লুম্ না। এক রকমে বাঁচিয়েছি। সেনাপতির হাতে না মরে, ভীমায় ঝাঁপ দিতে গিয়ে মরেছে। বোনাই দাদা! এইবার একবার তলোয়ার খানা খোল!

রঙ্গ। (গোবর্দ্ধনকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই! ক্ষমা কর; কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি, কিছুই চিন্‌তে পারিনি। বুঝ্‌বো কি, চিন্‌বো কি? অন্ধ আঁখি, ভ্রান্ত মন, বিকল অঙ্গ। দেখেছি ভুল, ভেবেছি ভুল, চিনেছি ভুল। এই ভুলের সমষ্টি আমি আজ মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কই মৃত্যু, ভাই, কোথায় মৃত্যু! কোথায় সেই লোক, যেখানে গেলে এই ভুলের মেলা ভেঙ্গে যায়? পথ দেখিয়ে দাও ভাই!

গোব। সেই পথেই তো এসেছ দাদা। দিদি আমার দশভুজা, দশ হাতে তোমায় রক্ষা কচ্চে, তোমার ভয় কি? ঐ ইস্পাত খানাই তোমার স্বর্গের সিঁড়ি, ঠিক্ চালিও—ঠিক্ পথে চলে যাবে। আমি এখন চল্লুম্ দাদা। খবর দিতে এসেছিলুম্, মোগলেরা এই সেতারার দুর্গ আক্রমণ কত্তে আস্‌ছে। সেখানে মহারাষ্ট্রপতি আছেন। তুমি এখানে ঠিক্ থেকো। চল্লুম্

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

জিঞ্জী-দুর্গাভ্যন্তর।

কতিপয় মারাঠা-সর্দ্দার সহ জিঞ্জী-দুর্গপ্রাকারে পদচারণে নিরত রাজারাম দূরে একদিক্ দেখিতে দেখিতে :—

রাজা। সাধের জিঞ্জীদুর্গ, আর বুঝি তোমায় রক্ষা কত্তে পাল্লুম্ না। পঞ্চবর্ষাধিককাল মোগলের কামান তোমায় বিধ্বস্ত কচ্চে; তুমি শতধা

বিদীর্ণ হয়েও তোমার আদরের মারাঠীকে কোল থেকে নামাওনি; কে বলে তুমি কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত? আমার আশৈশব স্মৃতিবিজড়িত-তোমার প্রতি কক্ষ, প্রতি স্তম্ভ, প্রতি বুরুজে প্রতিহত হয়ে ঐ যে মোগলের কামান গর্জ্জন কচ্চে—ওতো শুধু কামানগর্জ্জন নয়, ওরই মধ্যে আমি যে আজ তোমার মর্ম্মভেদী হাহাকার ধ্বনি শুনতে পাচ্চি! সর্দ্দারগণ, সামন্তগণ, আমার সঙ্কল্প শোন; শুনে বিস্মিত হয়োনা—বিচলিত হয়োনা; পিতৃপিতামহের পূত পদরজ-ধূসরিত এই পবিত্র দুর্গকে আমি স্বহস্তে এইবার মোগলের হাতে তুলে দেব।

(রক্তাক্ত দেহে সান্তাজির প্রবেশ)

সান্তাজি। পালান, মহারাজ পালান; আর তিলমাত্র বিলম্ব করবেন না, জাফরখাঁ ও কাশিমখাঁর অধীনে বিপুল বাদশাহী সেনা একেবারে দুইদিক্ হতে দুর্গ আক্রমণ করেছে। পশ্চিম তোরণ ভগ্নপ্রায়। যে সব নীরিহ গ্রামবাসীরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কত্তে আসছিল, শত্রুরা তাদের শীতল রক্তপাতে ধরণী রঞ্জিত করেছে। মহারাজ, আর এখানে থাকবেন না—পালান।

রাজারাম। এই দুর্দ্দিনে, এই ঘোর সঙ্কটকালে আত্মীয়স্বজন কারো মুখ না চেয়ে, সকলের বীরদেহ শ্মশানে ফেলে, মহারাষ্ট্রপতিকে পলায়নের উপদেশ দিতে এসেছ সান্তাজি?

সান্তাজি। উপদেশ দিতে আসিনি প্রভু, পায়ে ধরে অনুরোধ কত্তে এসেছি।

রাজারাম। ভুল বুঝেছ, সান্তাজি, ভুল বুঝেছ। কার জন্য মোগলের এই রণোন্মাদ তাকি জান না? অগ্রজ গেছেন; অগ্রজ-পুত্র বন্দী; অবশিষ্ট আমি। আমি গেলেই সব ফুরায়; পুণ্যশ্লোক শিবাজীর

বংশ নির্ম্মূল হয়—আর তা হলেই মোগল সুখে নিদ্রা যায়! এই মাত্র আমার মনের কথা সর্দ্দারগণকে খুলে বলেছি। স্থির জেনো, আমার সঙ্কল্প অটল, আজ আমি ধরা দেব। তোমার ত অবিদিত নাই সান্তাজি, পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কত আয়াসে তোমার অধীনে এই অল্প সংখ্যক শিলেদার সৈন্য গঠন করা হয়েছে। কার জন্য এদের বলি দিতে চাও? মহারাষ্ট্র এখনও সুপ্ত; যে নৈতিক বলে তোমরা বলীয়ান্, তোমরা গেলে সুপ্ত মারাঠীর প্রাণে সেই স্বর্গীয় নৈতিক শক্তি কে সঞ্চারিত কর্‌বে? যাও বৎস, তোমাদের রাজার আদেশে, সেনাপতির আদেশে—এই শ্বেতপতাকা দুর্গপ্রাকারে উড়িয়ে দাও—

(সহসা লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ ও রাজারামের হস্ত হইতে নিশান লইয়া দূরে নিক্ষেপ করণ।)

লক্ষ্মী। এই তো বাবা শ্বেতপতাকা উড়িয়ে দিলুম্; এইবার তুমি ধরা দাও।

রাজারাম। কে মা তুমি? যে দুর্ভেদ্য মোগলব্যূহ ভেদ করে একটী মক্ষিকাও আস্‌তে পারেনা, কোন্ শক্তিবলে মা তুমি সেই অসাধ্য সাধন কোরে এই দুর্গম বিপদসঙ্কুল স্থানে এসেছ?

লক্ষ্মী। আমি তোমার মেয়ে; আগে বল ধরা দেবে?

রাজারাম। মেয়ের কাছে বাপ ত ধরা দিয়েই আছে মা?

লক্ষ্মী। মেয়ের কাছে নয় বাবা, তোমার স্বদেশবাসীর কাছে, তোমার সাধের মারাঠীদের কাছে।

রাজা। ছলনাময়ি, কে মা তুমি? তোমার প্রহেলিকার কিছুই ত অর্থ বুঝ্‌তে পাচ্ছি না মা?

লক্ষ্মী। প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজীর বংশধর, মহারাষ্ট্রের মহাপ্রাণ—তোমার দৃষ্টি কবে থেকে এমন হীন হল? একবার নেত্র বিস্ফারণ করে

দেখ, দেখি, যতদূর দৃষ্টি যায়, নির্নিমেষনয়নে অবলোকন করে বল দেখি —মহারাষ্ট্র সুপ্ত না জাগরিত ?

রাজা। সান্তাজি, সর্দ্দারগণ! দেখ, দেখ—প্রাণ ভরে দেখ— অন্তরের আশ মিটিয়ে দেখ—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! দীপালীর দীপাবলীর ন্যায় —শিখরের পর শিখর আলোকমালায় উদ্ভাসিত! জয় মা অষ্টভুজা, বহুদিন—বহুদিন পরে পর্ব্বতে পর্ব্বতে শিখরে শিখরে মারাঠীর স্বধর্ম্মানুরাগের পবিত্র বহ্নি প্রজ্বালিত করেছ! মায়াময়ি, এ স্বপ্ন না সত্য ?

লক্ষ্মী। এখনও সন্দেহ! তবে শোন মহারাজ, তোমায় তারা চক্ষে দেখেনি বটে, কিন্তু মোগলের সঙ্গে তোমার এই পঞ্চবর্ষব্যাপী বিষম সংঘর্ষ সমগ্র দক্ষিণাপথ সাগ্রহে দেখে আস্‌ছে। মারাঠীর হৃদয়ে তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বল্‌ছিলুম্ আজ তোমায় ধরা দিতে হবে মোগলের কাছে নয়, যবনের দ্বারে নয়; তোমার দেশবাসীর কাছে, তোমার প্রাণাধিক মারাঠীর হাতে।

রাজা। এদের পরিত্যাগ করে ?

লক্ষ্মী। এরা কারা বাবা ? ওরা কি এরা নয় ? আজ যদি এদের মায়া কাটাতে না পার, কাল কি আর শিখরে শিখরে ঐ পবিত্র আলোক প্রজ্বলিত হবে! তোমারই মুখ চেয়ে মহারাষ্ট্র জেগেছে—তুমি যদি আজ পলায়নরূপ সামান্য কলঙ্কের ডালি মাথায় নিতে সঙ্কুচিত হও— ক্ষণিক মোহে চির মঙ্গলকে পায়ে ঠেল, তা' হ'লে ছত্রপতির বংশধর বলে আর আত্মপরিচয় দিও না। মরণ নিশ্চয় জেনেও আজ যদি তুমি এখানে থাক, তা হলে শুধু তোমার নয়, তোমার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মহা-রাষ্ট্র আজ হতে আবার সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমজ্জিত হবে।

রাজা। বল মা, কি কত্তে হবে বল!

লক্ষ্মী। আর সময় নেই বাবা! ঐ শোন, মোগলের কলরব ক্রমেই

নিকটবর্ত্তী হচ্চে। এই নাও, তোমার জন্য ভিখারীর পরিচ্ছদ এনেছি। রাজবেশ ত্যাগ করে, ভিখারী সেজে ঐ নিশাচর পক্ষী যে দিকে যাচ্চে, সেই দিকে যাও— [বিদ্যুল্লতার ন্যায় লক্ষ্মীবাইয়ের প্রস্থান।

রাজা। সান্তাজি, এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কল্লুম্; যদি মা ভৈরবী দিন দেন আবার ঐ সকল এ অঙ্গে উঠ্‌বে—নতুবা এই শেষ!

[রাজারামের প্রস্থান।

সান্তাজি। অন্ধকার—চারিদিকে অন্ধকার! মা অষ্টভুজা, এ অন্ধকারে আলো দেখাও – মহারাষ্ট্রপতিকে রক্ষা কর।

(নেপথ্যে কামানগর্জ্জন।)

কি সর্ব্বনাশ! শত্রু দুর্গমধ্যে এসেছে! এখনও ত মহারাজ দুর্গ অতিক্রম কত্তে পারেন নি! যদি সে পোষাকেও কেউ তাঁকে চিন্তে পারে! মহাপুরুষের শিরোভূষণ, এই অযোগ্য মস্তকে স্থান অধিকার কর; মহাপুরুষের অঙ্গাবরণ, আমার দেহ সজ্জিত কর।

(সান্তাজির রাজারামের পরিচ্ছদ পরিধান।)

(কাশিম ও মোগল-সৈন্যের প্রবেশ।)

কাশিম। ঐ ঐ মহারাষ্ট্ররাজ, দুষ্‌মনকে আক্রমণ কর; সকলে এক সঙ্গে আক্রমণ কর।

সান্তাজি। এসো আক্রমণ কর্‌বে এসো—মারাঠী দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না। (যুদ্ধ।)

কাশিম। আরো সৈন্য ডাক!

সান্তাজি। ডাকো ডাকো—একজনকে বধ করবার জন্য, হিন্দুস্থানের সমস্ত মোগল-সৈন্যকে এই জিঞ্জী দুর্গে সমবেত কর! কাশিম, এই বীরত্ব নিয়ে মহারাষ্ট্র আক্রমণ কত্তে এসেছ?

কাশিম। দুষ্‌মন বলে নাও, জাহান্নামে যাবার আর বড় দেরী নাই।

সাম্ভাজি। মরণের ভয় দেখিও না সেনাপতি; যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরব-মণ্ডিত শয্যায় আমি সুখে শয়ন কর্‌ব; কিন্তু তোমার কি হবে জান? বিধাতার বিশ্বনাশী বজ্রাঘাতে তোমার অস্থি পঞ্জর খসে যাবে।

কাশিম। বহুত আচ্ছা রাজা, বড় মিঠা বাত বল্‌চ। (রণভেরী বাজাইয়া) পাক্‌ড়াও কাফেরকে পাক্‌ড়াও—বেঁধে ফেল। (দুই চারিজন সৈন্যকে হটিতে দেখিয়া) হোট না—আর সৈন্য কৈ?

সাম্ভাজি। আর সৈন্য ডাক্‌তে হবে না; এই অসি ত্যাগ কল্লুম্। আর হত্যায় কাজ কি; মহারাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্চে।

কাশিম। মেরে ফেল—মেরে ফেল, সকলে একসঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর।

(সকলে তথাকরণ; সাম্ভাজির পতন।)

সাম্ভা। দুর্ভাগ্য দাক্ষিণাত্য, তোমার কোন কাজ কত্তে পাল্লুম্ না—

(মৃত্যু।)

কাশি। দুষ্‌মন, তুমি পাল্লে না, আমি কাজ গুচিয়েছি; তোমার মস্তকের বিনিময়ে আজ বাদশার অতুল মেহেরবাণী ক্রয় কর্‌ব।

[সাম্ভাজির মস্তক কাটিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

সাং চাপদানী

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

--:০:--

গ্রাম্য পথ।

মারাঠী-সৈন্যগণ।

সকলে। পালা—পালা—ঐ মোগলেরা আস্‌ছে।

১ম সৈ। আবার পেছন দিকে চায়?

২য় সৈ। আমার ভাগ্যেটা পেছিয়ে পড়েছে—তাই দেখ্‌ছি।

১ম সৈ। তবে দাঁড়িয়ে মর! যে যার আপনার প্রাণ বাঁচা, ভাগ্যের খবর ভাগ্যে নেবে।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ ও পথ অবরোধ করণ।)

লক্ষ্মী। কোথা যাও?

সকলে। এ কে?

১ম সৈ। ছাড় ছাড়, পথ ছাড়, যেতে দাও—শত্রুর চর নাকি!

লক্ষ্মী। না, আমি তোমাদের ঘরের মেয়ে—পালাচ্চ কোথা?

২য় সৈ। তা তা—তা জানিনে—

লক্ষ্মী। কেন পালাচ্চ?

২য় সৈ। প্রাণের ভয়ে, আর কেন? মোগলেরা মহামার আরম্ভ করেছে; মহারাষ্ট্র শ্মশান হ'ল!

লক্ষ্মী। মহারাষ্ট্র শ্মশান হ'ল, আর তোমরা পালাচ্চ!

২য় সৈ। তা কি ক'র্‌বো—শুধু দাঁড়িয়ে মাথা দেব?

লক্ষ্মী। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে ঠিক ক'রেছ? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আর মর্‌বে না—কেমন?

২য় সৈ। তা, তা—তুমি আপনি কি বল্‌ছ?

লক্ষ্মী। কিছু না, পথ ছেড়ে দিচ্চি পালাও; কিন্তু সাবধান, খবরদার ম'রো না; বনে পালিয়ে বাঘের মুখে ম'রো না। কাল নদীতে নাইতে গিয়ে দেখ্‌লুম্‌, একটী সোণার চাঁদ ছেলে স্নান কচ্ছিল—তাকে কুমীরে টেনে নিয়ে গেল। তার মা বাড়ীতে ভাত বেড়ে ব'সেছিল—ছেলে আর ফিরে খেতে এলো না! সাবধান, সে রকম কুমীরের হাতে মরো না। একদিন ঝড়ের রাত্রে আমি একটা মাঠ পার হচ্চি—আমার সাম্‌নে একটা লোকের মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল! তোমরা খুব মাথা বাঁচিয়ে চোলো। যখন কড় কড় করে আকাশ থেকে বাজ পড়্‌বে, অমনি খুব দৌড় দেবে; তা' হ'লে আর বজ্রাঘাতে মৃত্যু হবে না! আপনার ঘরে স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে, রোগে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কত্তে কত্তে যখন নাভিশ্বাস হবে, তখন দেখ্‌বো একবার দৌড় দিয়ে জ্বরের হাত থেকে কেমন প্রাণ বাঁচাতে পার? যাও, পথ ছেড়ে দিয়েছি—পালাচ্চ না কেন?

১ম সৈ। এযে মা আসন্ন মৃত্যু, জেনে শুনে মরণ!

লক্ষ্মী। তাইত বল্‌চি—যাও—পালাও; কিন্তু এই দুঃখিনী রমণীর একটি কথা মনে রেখো—এমন যায়গায় পালিও যেখানে সাক্ষাৎ শমন নাই।

২য় সৈ। ও সব শাস্ত্রের কথা রেখে দাওনা; যতদিন বাঁচি ততদিনই ভাল!

লক্ষ্মী। সেটা কতদিন, তাকি বেশ হিসাব করে ঠিক্‌ করেছ। তোমরা চাষী লোক, ক্ষেতে চাষ কত্তে কত্তে হয়ত কারো পায়ে একটি ছোট কাঁটা ফুটতে পারে; তাইথেকে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ পচে ধসে ক্ষেতে

পারে। তেমন করে ভোগার চেয়ে কি তরোয়ালের ঘায়ে মরা ভাল নয়? আলের গা থেকে একটা কেউটে বেরিয়ে, দেখ্‌তে না দেখতে ছোবল মাত্তে পারে; কামানের গোলার সাম্‌নে পুরুষের মত ছাতি পেতে দেওয়ার চেয়ে সে মৃত্যু কি বেশী বাঞ্ছনীয়?

১ম সৈ। কি কর্‌ব মা, অনবরত সাতদিন যুদ্ধ করে আমরা অবসন্ন হয়ে পড়েছি; বাহুতে আর বল নেই।

লক্ষ্মী। কিন্তু চরণে ত বিলক্ষণ বল আছে দেখ্‌তে পাচ্চি। এই দৌড় যদি পেছন ফিরে না দিয়ে সাম্‌নের দিকে দিতে, তা' হ'লে চাপে যে শত্রুকে ভূতলশায়ী কত্তে পাত্তে? আর বাহুতে বল নেই বল্‌চো? পালিয়ে কোথাও কি শুয়ে শুয়ে জীবন যাপন কর্‌বে?

২য় সৈ। শুয়ে থাক্‌লে পেট চল্‌বে কেমন করে মা? খাট্‌তেই হবে—তা লাঙ্গলই ঠেলি—হাতুড়িই পিটি—আর গাছই কাটি।

লক্ষ্মী। তবে যে বল্‌চো বাহুতে বল নেই? তা নয়, মহারাষ্ট্রের বীরপুত্রগণ, তা নয়; তোমাদের বাহুতে যথেষ্ট বল আছে। যে পদ পলায়নে নিযুক্ত করেছ, সেই পদভরে এখনও মেদিনী কম্পিতা হন। কেবল বল নেই তোমাদের বুকে। মোগল যাদু জানে, তোমাদের যাদু করেছে! মনের বল তাই তোমরা হারিয়েছ, জুজুর ভয়ে তাই তোমরা পালাচ্চ। পেছন ফিরে যত ছুট্‌বে, জুজু ততই সঙ্গ নেবে। কিন্তু জুজুর সাম্‌নে একবার বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে জুজু তখনই মিলিয়ে যাবে। ছিঃ—মরণের ভয়ে পলায়ন!

২য় সৈ। না মা, আর পালাব না; তুমি আমাদের যেখানে নিয়ে যাবে সেই খানে যাব।

(জনৈক মারাঠী সৈনের প্রবেশ)

সৈন্য। সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে—আর কোথা যাচ্চ ভাই — মহারাষ্ট্রপতি নাই !

সকলে। সে কি—সে কি !

সৈন্য। তাঁর ছিন্ন মস্তক এখন দুরাচার কাশিমের হাতে !

লক্ষ্মী। ছিন্ন মস্তক ! যাঃ —সব চেষ্টাই বিফল হ'ল !

সকলে। এ্যাঁ—মহারাজ মলেন ? আর আমরা মরবার ভয়ে পালাচ্ছিলুম্ !

লক্ষ্মী। মহাপ্রাণ মহারাষ্ট্রপতি আজ দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মশক্তির গর্ব্বোৎফুল্ল পর্ব্বত ! তাঁরই বক্ষোভেদী প্রবল প্রেমাগ্নি আজ অভিনব ভূকম্পের সূচনা করেছে। এতে যদি তাঁর নশ্বর দেহ বিনষ্ট হয়—তাতে ক্ষতি কি ? মহাপুরুষের মৃত্যু কখনও নিষ্ফল হয় না, সে মৃত্যুর নাম মহাজীবনের সূচনা। সে শোণিতের প্রতি বিন্দুতে কোটি কোটি রাজারাম জন্মাবে। ওঠো, জাগো, তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও ; আর ভয় কোর না।

সৈন্য। আহা কে মা তুমি ! ঠিক্ বলেছো মা ; ভাই সব, প্রতিশোধ নাও, আগুন জ্বাল, সে আগুনে দিল্লীর ময়ুরতক্ত পুড়ে ছাই হোক।

১ম সৈ। না আর ভয় নেই, বল মা আমাদের কোথায় যেতে হবে ?

লক্ষ্মী। তোমরা সকলে সেতারার দুর্গে যাও।

সৈন্য। তুমি কি মা আমাদের সঙ্গে যাবে না ?

লক্ষ্মী। না বাবা, আমার এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

সৈন্য। তবে কি মা আর তোমার দেখা পাব না ?

লক্ষ্মী। বল্‌তে পারিনে।

সৈন্য। এখন কোথায় যাবে মা ?

লক্ষ্মী। স্বামী সকাশে; আমার ফুলশয্যা হয়নি, ফুলশয্যা কত্তে যাব।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

সৈন্য। আর এখানে কেন ভাই সব; চল সেতারার দুর্গে যাই, রমণীর উপদেশ কেউ লঙ্ঘন কোরো না।

সকলে। জয় মা ভৈরবী। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর মধ্যে ফকিরবেশে রাজারাম।

রাজারাম। পালিয়ে এলুম্; চোরের মত, ভীরুর মত ছদ্মবেশে পালিয়ে এলুম্! রাজবেশ পরিত্যাগ করে ফকিরের কন্থায় দেহ আবৃত কল্লুম্! কে সে রমণী! তার নয়নে কি মোহিনী শক্তি, রসনায় কি ঐন্দ্রজাল! ছি ছি ছি, কল্লুম্ কি; পুত্র পরিবার শিষ্য সেবক সকলকে শত্রুর সম্মুখে রেখে প্রাণভয়ে পালালুম্! একজন অপূর্ব্বদৃষ্টা, অপরিচিতা, যোগিনীবেশা যুবতীর কথায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরিচালিত হলুম্! না না, প্রাণভয়ে নয়, রমণীর কথাই ঠিক্—আমার প্রাণ দেবার সময় এখনও হয় নি। লোকে আমায় ভীরু বল্‌বে, বলুক্; ইতিহাসে কাপুরুষ উপাধি লাভ কর্‌ব, ক্ষতি নাই; জগৎ হাস্‌বে, হাস্থক্। মহারাষ্ট্রের উদ্ধার সাধন, আমার এ জীবনের ব্রত। সে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এখনও আমার জীবন রক্ষা কত্তে হবে। আমি কে? আমার মান অপমানই বা কি? মা ভৈরবি, নাও মা তোমার মান অপমান্; নাও মা

তোমার সুখ্যাতি অখ্যাতি ; নাও মা তোমার বাসনা বিসর্জ্জন। আমার বীরত্বের গৌরব, ভীরুতার লজ্জা, সকলই তুমি নাও মা ! কেবল আমায় আমার ব্রত উদ্‌যাপন কত্তে দাও। ইহকাল কি, আমার মহারাষ্ট্রের জন্য আমি আমার পরকাল পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। মা ভৈরবি, উদ্দেশ্য দেখ্ মা, আমার কার্য্য দেখো না। চল পলায়িত-চরণ, সেতারার দুর্গে চল আবার মার পূজার বলি সংগ্রহ করি। উঃ—কতকাল—কতকাল আর এ রক্তপ্লাবন চল্‌বে !

(সন্ন্যাসিনীবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। কি ফকির, এখনও পথে ?

রাজারাম। পথেই ত বহুকাল ; ধর্ম্মশালাত অনেক দিন অন্বেষণ কচ্চি —পাচ্চি না। বুঝি এ পথ অনতিক্রমণীয়।

লক্ষ্মী। সে দিন শুন্‌লুম্ তোমার পান্থশালা অন্বেষণের কষ্ট দেখে সদয় হৃদয় কাশিম খাঁ তোমায় একেবারে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রাজা। প্রহেলিকা ভেঙ্গে দাও মা ; তোমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

লক্ষ্মী। শুন্‌লুম্, কাশিম নাকি তোমায় মেরেছে তার হাতে তোমার সকল জ্বালা জুড়িয়েছে।

রাজা। হ্যাঁ মা, এ জ্বালা কি মলেও জুড়াবে ? তুমি মা যোগিনী ; বিশ্বপ্রেমে তোমার প্রাণ ভরা, এ স্বদেশ-প্রেম তোমায় বোঝাব কি করে ;

লক্ষ্মী। সত্য কি তুমি স্বদেশকে এত ভালবাস ?

রাজা। সে কথা কি বল্‌ব ? এই মাত্র বল্‌ছিলাম আমার স্বদেশের জন্য আমি আমার পরকালকেও জলাঞ্জলি দিতে পারি।

লক্ষ্মী। আচ্ছা মহারাজ, মায়ার বন্ধন কি ছিন্ন কত্তে পেরেছ ?

রাজা। কই পেরেছি, এই নশ্বর দেহের অভ্যন্তরে অস্থি মাংসপেশী

রক্ত কিছুই নাই—সমস্তটা স্বদেশের প্রীতি মমতায় ভরা। তবে আর মায়ার বন্ধন ছিন্ন কল্লুম্ কই ?

লক্ষ্মী। ও মায়া দেব-মহিমায় পণ্ডিত। তুমি জননী জন্মভূমির রক্ষার জন্য বিব্রত, আর তোমার তনয়ার সংবাদ রাখ কি ?

রাজা। জগন্মাতা তাকে দেখ্‌বেন।

লক্ষ্মী। দেখেছেন; তোমার কন্যা নিরাপদে আছেন, জগন্মাতা তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

রাজা। সে কি !

লক্ষ্মী। তোমার কন্যা আর ইহসংসারে নেই।

রাজা। যাও যাও যোগিনি, তুমি অনেক মূর্ত্তি ধর্‌ছ, অনেক খেলা খেল্‌ছ। সে দিন তুমি বীরকে পলাতক করেছ—আজ আবার জন্মের মত তার বুক ভেঙ্গে দিতে এসেছ ?

লক্ষ্মী। বুক ভেঙ্গে দিতে আসিনি রাজারাম, তোমার ভাঙ্গা বুকে লোহার বর্ম্ম পরাতে এসেছি।

রাজা। তাই মর্ম্মব্যথার উপন্যাস রচনা করে এনেছ ?

লক্ষ্মী। উপন্যাস নয়; আমি নিজে যা হই, এখন যে বেশ পরিধান করেছি, এর মর্য্যাদা কখন ভুলিনি; আমি মিথ্যা কইতে আসিনি।

রাজা। তবে তুমি আমার কন্যার মৃত্যুর কথা বল্‌ছো কেন ?

লক্ষ্মী। শুধু কন্যা নয়, তোমার পুত্রও নেই।

রাজা। তারপর—বলে যাও, বলে যাও। না, আর বল্‌বে কি ! যার যার কথা বল্‌বার ছিল, সবই ত বলা হ'ল; বাস্, তবে তুমি জেনে শুনেই আমায় এই ফকিরের বেশ পরিয়েছিলে ? যোগিনি, তুমি অনেক জান দেখ্‌ছি; আমায় একটি উপায় বলে দিতে পার ?

লক্ষ্মী। কি?

রাজা। আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হতে না হয়, অথচ মরা যায় কেমন করে?

লক্ষ্মী। পারি, অতি সহজ উপায়; সেতারার দুর্গে যাও; কন্থা দূরে নিক্ষেপ কোরে আবার অসি কবচ ধারণ কর; যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসম্মুখে অগ্রসর হও; সেখানে যমদ্বারের লক্ষ পথ দেখ্তে পাবে।

রাজা। আর কার জন্য যুদ্ধ কত্তে যাব?

লক্ষ্মী। তবে এতদিন কি কেবল আপনার পুত্র পরিবারের জন্য যুদ্ধ করেছিলে? নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য, সহস্র সহস্র ধর্ম্মবিশ্বাসী নির্দ্দোষী সতীর স্বামী, পুত্রের পিতা, মাতার পুত্রের রক্তে মহারাষ্ট্র প্লাবিত করেছিলে? এই না বল্‌ছিলে, মহারাষ্ট্রের জন্য তুমি তোমার আত্মাকে পর্য্যন্ত নিরয়গামী কত্তে পার?

রাজা। আরে মূঢ় গর্ব্বিত মানব, প্রবৃত্তির দাস, বাসনার দাস, মায়ার সংশয়পাশের দাসানুদাস—আমি আবার স্বদেশপ্রীতির গর্ব্ব করি! মা ভৈরবি, আমার খুব দর্প চূর্ণ করেছ!

লক্ষ্মী। যাও মহারাষ্ট্রপতি যাও, একমাত্র ভ্রাতৃহত্যার প্রতিবিধিৎসার আগুন হৃদয়ে প্রজ্বালিত করে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলে; আজ সেই আগুনে আবার পুত্রহত্যার, কন্যাহত্যার ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হ'ল; আগুন ধূ ধূ জ্বলুক্। শুনে রাখ, তোমার পুত্রেরা বীরের মৃত্যু মত্তে পায়নি; পিশাচ কাশিম তাদের জীবন্ত দগ্ধ করেছে।

রাজা। এ্যাঁ—এ্যাঁ——

লক্ষ্মী। ওকি, কাতর কেন, টল্‌ছ কেন? দাঁড়াও, খাড়া হয়ে দাঁড়াও, বজ্রমুষ্টিতে অসি ধারণ কর। আগুন ধূ ধূ জ্বালাও; পাপ ভস্ম কর—পাপ ভস্ম কর!

রাজা। যোগিনি, তুই কি ভবানী?

লক্ষ্মী। আমি কে, তা শুনে কি কর্‌বে বাবা? যা বলি শোন; আগুন ছড়াও, আগুন ছড়াও। সবাই শুনেছে তুমি মরেছ, বাদশাও হয়ত এতক্ষণ শুনেছে। আমিও তাই শুনেছিলুম, কিন্তু আমার ভ্রান্তি ভেঙ্গে গেছে। তুমি নিজ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে মোহে আকুল হয়ে উঠেছিলে; আর একজনের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শোন।

রাজা। আবার কে; আবার কার সর্ব্বনাশ হ'ল?

লক্ষ্মী। সর্ব্বনাশ কিনা জানিনা; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য, শক্তির জন্য, তোমার জন্য একটী মহাপুরুষের মহাপ্রাণ গেছে।

রাজা। সে কি, আমার জন্য!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, তোমার জন্য। তানাজিকে মনে পড়ে? সেই বৃদ্ধ সেনাপতির পুরুষোত্তম পুত্র সান্তাজি।

রাজা। এঁ্যা, সান্তাজি! কি হয়েছে?

লক্ষ্মী। তোমার পরিচ্ছদ পরে সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল। শোণিত-পিপাসায় অন্ধ কাশিম রাজারাম ভ্রমে তাকে হত্যা করেছে।

রাজা। আর আমি আপনার পুত্রশোকে অবসন্ন হয়ে তরবারি পরিত্যাগ কত্তে উদ্যত হয়েছিলাম। ধিক্ ধিক্, সহস্র ধিক্ আমায়! যোগিনি, আর সহোদরের নয়, পুত্রকন্যার নয়—সান্তাজির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব; সত্যই অসুরনাশন মূর্ত্তি ধারণ কর্‌ব। যোগিনি, যখনই যখনই আমি বল হারাব, তুমি দয়া করে একবার আমায় দেখা দিও। তোমার বিশ্বনাশী হুংকারে আমার প্রতিহিংসাগ্নি লক্ লক্ করে জ্বলে উঠ্‌বে! দেখা দিও, যোগিনি, দেখা দিও।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

আরঙ্গজেবের মন্ত্রণাগৃহ।

আরঙ্গজেব ও তানাজি।

আর। বৃদ্ধসেনাপতি, আপনি মোগলদরবারে কেন?

তানাজি। আপনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন কেন তাই জান্‌তে!

আর। যুদ্ধ কত্তে আর ইচ্ছা নাই।

তানাজি। সহসা এরূপ মতপরিবর্ত্তনের কারণ কি জাঁহাপনা?

আর। তা জানি না; কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনাদের সঙ্গে আমি সন্ধি করি।

তানাজি। জনাব, এ প্রস্তাব দিন কতক পূর্ব্বে হ'লে বৃথা আর উভয় পক্ষে এই ভীষণ লোকক্ষয় হ'ত না।

আর। তা জানি তানাজি; কিন্তু যে ভ্রম করেছি আর তা হতে দেব না; আমার সঙ্গে আপনারা সন্ধি করুন।

তানাজি। বেশ তাই হবে—মহারাষ্ট্রপতিকে আপনার আহ্বান-পত্র দিন।

(কাশিমের প্রবেশ।)

কাশিম। জনাব এই নিন—গণ্ডার ঘাল করেছি, অনেক কষ্টে দেশের শত্রু, সম্রাটের শত্রু, মহারাষ্ট্রপতির মাথা অধীনের তরবারির চোটে উড়ে গেছে।

সান্তাজির ছিন্ন মস্তক স্থাপন।

তানাজি। মহারাষ্ট্রপতি রাজারামের কেশ স্পর্শ কত্তে পার এমন পুণ্য করে আসনি সেনাপতি।

আর। তবে এ কার মুণ্ড?

তানাজি। এই দীনের পুত্র সান্তাজির। আহা, ভেবেছিলাম বৎসকে জীবিত অবস্থায় দেখ্‌তে পাব; তা হ'ল না! ধন্য ধন্য বীর সান্তাজি; যাও বাপ, বিশ্বরাজের মুকুট পরে ত্রিদিব আলো ক'রে থাকো!

আর। একি কথা কাশিম?

কাশিম। না জাঁহাপনা, ও মিথ্যা কথা।

তানাজি। রসনা সংযত কোরে কথা কও সেনাপতি; তানাজি মিথ্যা বল্‌তে শেখেনি। সম্রাট্, পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করুন; বলুন দেখি, ঐ মুখে এই ভাগ্যবান্ পিতার মুখাকৃতি প্রতিফলিত কিনা?

আর। হাঁ, তাই তো!

তানাজি। সম্রাট্, একটা কথা ব'লে যাই, নিষ্ঠুর কর্ম্মচারী হ'তে আপনার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ?

কাশিম। ওরূপ বাক্য প্রয়োগ কোরো না; সম্রাট্ জানেন, আমি প্রাণপণে তাঁর কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করেছি।

তানাজি। কখনই নয়; মদগর্ব্বে মাৎসর্য্যে ক্ষমতার ক্ষণিক প্রলাপে, নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তুমি কত না দুষ্কার্য্য করেছ ?

কাশিম। প্রমাণ কত্তে পার ?

তানাজি। অবশ্য; তোমার পাপের তালিকা হয় না। তোমার পাপের বিবরণ বল্‌তে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়, জিহ্বা জড়িয়ে আসে। কাশিম, কোন্ সামরিক প্রয়োজনে মহারাষ্ট্রপতির পুত্র হত্যা ক'রেছিলে ? কি মহান্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নারীর অপমান ক'রেছিলে ? সেনাপতি, মায়ের স্নেহ যে কি জিনিষ কখন কি তা অনুভব করনি ? মার যে কি মহিমা তা যদি জান্‌তে, তা হ'লে কি সেই সরলা ঈশ্বরভক্তিপরায়ণা রঙ্গনাথের দাসী—যে তোমাকে পিতা ব'লে সম্বোধন ক'রেছিল—তার প্রতি পিশাচের ন্যায় ব্যবহার কত্তে পাত্তে ? জান না কি কাশিম, শোন নি কি তুমি, যে সতীর উত্তপ্ত শ্বাসে মহাপ্রলয় ঘটে। আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে মোগল-সাম্রাজ্যের অস্থি পঞ্জর খসে যাচ্চে। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি, ধন-জনপূর্ণ মণিমাণিক্যখচিত বিচিত্র প্রাসাদসমূহে শৃগাল কুক্কুর বিচরণ কচ্চে; আর সেই ভীষণ ধ্বংসক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, মহাশূন্য বিকম্পিত করে অশরীরী কার বাণী যেন শুধু মোগলেরই নাম উচ্চারণ কচ্চে ! আমার ব্যক্তব্য শেষ হয়েছে সম্রাট্, আমি চল্লুম্।

[প্রস্থান।

আর। কাশিম, আর তুমি আমার সেনাপতি নও; আজ হ'তে তুমি বন্দী। কিন্তু আমি তোমার বিচার করব না। মহারাষ্ট্রপতি

এখানে আস্ছেন; তিনি এলে তোমার বিচার হ'বে। প্রহরী বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাও।

(প্রহরিগণের তথাকরণ।)

[আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—:*:—

সেতারার দুর্গ।

রাজারাম।

রাজারাম। (স্বগত) জীবনব্যাপী সংগ্রাম, কে জানে এ সংগ্রামের শেষ কোথায়! জীবনলাভের জন্য সাগ্রহে মৃত্যুর আবাহন; কে জানে কবে, কতদিনে, কত শতাব্দীর শেষে, এই মৃত্যুযজ্ঞের পূর্ণাহুতি! হয় জীবন, নয় মৃত্যু—কোন্টা নিশ্চিত? মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে আজ মৃত্যুর হাহাকার! কৈ, জীবন আলোকের ক্ষীণ উষ্ণতাও ত কারো হৃদয়ে অনুভূত হয় না! হাহাকার—হাহাকার; ভারত ভৈরবীর ভীম পূজা-প্রাঙ্গণে পুত্র বলি দিয়ে পূজা কত্তে গেছ্লুম্, পারিনি। কিন্তু সে পুত্র আজ কোথায়? পৃথিবীর সমস্ত মৃত্তিকারাশি আলোড়িত কল্লেও কি তার সন্ধান পাব? না। তা' হ'লে নিশ্চিত কি? জীবন না মৃত্যু? কৈ জীবন? আজীবন যার জন্য রণে বনে দুর্গমে দুস্তরে ঝাঁপ দিইছি, কৈ সেই মানবের চির আকাঙ্ক্ষিত অমৃতময় জীবন! পর-পরিচর্য্যায় সে জীবন

লাভের আশা কৈ? তবে এসো মৃত্যু, এসো সর্ব্বসংহারক মহাকালের চিরসহচরী বিভিষিকাময়ী ছায়া—এসো অনন্তের কুক্ষিগত অন্ধকার আবরণের চিরভীতিময়ী প্রেতিনী—এসো শ্মশানশিবাসঙ্গিনী নরকঙ্কাল-মালিনী ধ্বংসসঙ্গিনী—তোমার তুষার শীতল করস্পর্শে এই জড় জীবনের ধ্বংস কর। ইহার অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নাই।

(রঙ্গনাথের প্রবেশ।

রঙ্গনাথ। মহারাষ্ট্রপতি!

রাজারাম। কে রঙ্গনাথ! পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন পুত্রাধিক প্রিয় অনুচরগণ কাল যুদ্ধে আজ কোথায়? কিন্তু তবু ত এ জীবনব্রতের উদ্‌যাপনের কোন আশাই নাই। অবশিষ্ট কেবল তুমি ও আমি!

রঙ্গনাথ। হাঁ দেব, আমি।

রাজা। কি চাও রঙ্গনাথ?

রঙ্গনাথ। মোগল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। এ যুদ্ধের অধিনায়কত্বের ভার গ্রহণ কত্তে ইচ্ছা করি। প্রার্থনা অনুমতি—প্রার্থনা বিদায়।

রাজা। বিদায় রঙ্গনাথ! মাতৃপূজার জন্য স্বেচ্ছায় পুত্রবিদায় দিতে পারিনি; অনিচ্ছায় বিধাতা সে কামনা পূর্ণ করেছেন। স্বেচ্ছায় তোমায় বিদায় দেব? না রঙ্গনাথ, অনিচ্ছায় বিদায় গ্রহণ কর! যাও, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার তরবারি শত্রুরক্তে রঞ্জিত হউক; জয়শ্রী তোমার অগ্রগামিনী হউন; প্রতিষ্ঠা তোমার হৃদয়কে লৌহবর্ম্মে আবৃত করুক। যাও বীর, দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকে ধারায় ধারায় বর্ষিত হউক।

রঙ্গনাথ। স্বদেশবৎসল, মহারাষ্ট্রকুলপ্রদীপ, তোমার আজীবন সাধনালব্ধ ত্যাগ শত্রুধ্বংসে আমার মূলমন্ত্র হউক, তোমার পবিত্র পুণ্য-

রশ্মি আমার পথপ্রদর্শক হউক, তোমার কীর্ত্তি আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে অসুরের বল বিধান করুক, তোমার আশীর্ব্বাদ ধারায় ধারায় আমার মস্তকে বর্ষিত হউক। পদধূলি দিন, আমি বিদায় গ্রহণ কল্লুম্।

রাজা। চল বীর, সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষার স্থল। সহস্র সহস্র মোগল মারাঠীধ্বংসে উলঙ্গকৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান। অস্ত্রে অস্ত্রের সংবর্দ্ধনা! কেউ নাই; আছ তুমি! চল, অগ্রসর হও; এই শেষ; হয় জীবন নয় মৃত্যু! যাও রঙ্গনাথ, ঐ রণভেরী মৃত্যুর দেশে তোমায় আহ্বান কচ্চে!

(মারাঠী-সৈন্যগণের প্রবেশ।)

১ম সৈন্য। সেনাপতি, অভিবাদন করি, ভৈরবী মন্দির আক্রমণে মোগলবাহিনী চালিত করেছে।

রঙ্গনাথ। সত্য?

১ম সৈন্য। হাঁ সত্য।

রঙ্গনাথ। জয় মা ভৈরবী! শক্তিময়ি, আজ তোমার শক্তি-লীলার অভিনয় দেখ্‌ব। পাষাণি সত্য পাষাণী কি প্রাণময়ী, আজ তা প্রত্যক্ষ কর্‌ব। বিশ্বনাশিনি, সত্যই বিশ্বনাশিনী, কি ভাষার প্রহেলিকাময়ী ঝঙ্কার-মাত্র, আজ তার পরিচয় গ্রহণ কর্‌ব!

[বেগে প্রস্থান।

সকলে। জয় মা ভৈরবী!

রাজারাম। মহারাষ্ট্রের বীরপুত্রগণ, মোগল মাতৃমন্দির আক্রমণ কত্তে আস্‌ছে; জীবন-মরণের মধ্যস্থলে মাতৃমন্দির। সে মন্দির রক্ষার একমাত্র উপায় মৃত্যু।

তানাজি। কে বল্লে?

রাজারাম। তানাজি, মোগল মাতৃমন্দির আক্রমণে উদ্যত।

তানাজি। সাধ্য নাই।

রাজারাম। কে বল্লে?

তানাজি। আমি বল্‌ছি; বৎস, হতাশ হয়ো না। আমি বৃদ্ধ; সংসারের তীব্র কোলাহল হতে দূরে এসে পড়েছি; বহু দেশ পর্য্যটন করে, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বহুতথ্য সংগ্রহ করেছি; আমার কথা শোন; বাহুবল ত্যাগ করে মনোবল দৃঢ় কর; দেশে দেশে এই শিক্ষা দাও, দয়ার অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, পরহিতসাধন অপেক্ষা ব্রত নাই, আত্মত্যাগ ব্যতীত শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নাই, সহানুভূতি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। যে পথে গিয়ে জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, ধর্ম্মোন্মত্ত বুদ্ধ, সমগ্র ভারত-বাসীর হৃদয়রাজ্য অধিকার করে আছেন—তোমরাও সেই মহাজন-নির্দ্দিষ্ট মহাপথের পথিক হও। তোমাদের দেখে মহারাষ্ট্রবাসী ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হোক। তোমাদের আন্তরিক ধর্ম্মপ্রাণতা আছে বলেই মোগল মাতৃমন্দিরের সম্মুখীন হতে পার্‌বেনা। এসো মহারাষ্ট্রপতি, আমার সঙ্গে এসো! জয় মা ভৈরবী—

সকলে। জয় মা ভৈরবী!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

ভীমা-তীর।

আহত রঙ্গনাথ।

রঙ্গ। প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত! এ প্রায়শ্চিত্তে কত সুখ, কত শান্তি! আজীবন পাপে চালিত হয়েছিলাম। কি শিক্ষা দিলে বাসন্তি কি শিক্ষা দিলে লক্ষ্মি! আর কি তীব্রশিক্ষা মহারাষ্ট্ররাজ তোমার মহিমামণ্ডিত ক্ষমায়! আজ জীবন-ব্রতের উদ্‌যাপন। বাসন্তী বৈকুণ্ঠ আলো করে আছে! লক্ষ্মী—আমার ত্যক্তা, উপেক্ষিতা, পদদলিতা লক্ষ্মী—কে জানে কোথায়! আর আমার পিতৃতুল্য মহিপতি রাজারাম, চরমকালে তোমার পবিত্র চরণরেণু এ অভাগ্যের মস্তকে দাও! আমার কর্ম্মের শেষ, জীবনের শেষ—শুধু তোমার শেষ আশীর্ব্বাদ অবশিষ্ট।

(রাজারামের প্রবেশ।)

রাজা। এই যে বৎস! পুত্রাধিক প্রিয়, সমরজয়ী বীর, তোমায় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ কর্‌বার জন্য আমার সাগ্রহপ্রসারিত বাহু তোমার অন্বেষণ কচ্চে!

রঙ্গ। মহারাষ্ট্রপতি, বলুন—আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে? আমারই কর্ম্মদোষে মহারাষ্ট্র শ্মশান! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে!

রাজা। যে নির্ভীক হৃদয় তোমার ন্যায় মুক্তকণ্ঠে আত্মদোষ স্বীকার করে, সে মহাপুরুষ! দুর্ব্বল মানব যেন তোমার মহদ্দৃষ্টান্তে আত্মদোষ-ক্ষালনে যত্নশীল হয়। যে মহালোকে তুমি মহাযাত্রা কচ্চ, সেই মহা-

লোকেশ্বরের পবিত্র চরণছায়ায় কর্ম্মদগ্ধ জীবনের তীব্র জ্বালা নিবারণ করগে। যাও বীর, সর্ব্বমায়ার বন্ধন ছিন্ন করে মায়াতীত লোকে গমন কর। তোমার জন্য শোক করব না। অশ্রু, অর্দ্ধপথে গতি সংযত কর বল বীর, মা অষ্টভুজা।

রঙ্গ। মা—অষ্ট - ভু—জা।

(মৃত্যু।)

(পুষ্পমালামণ্ডিতা লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। কোথায় তুমি! আমার চির অকাঙ্ক্ষিত, আমার আরাধনার দেবতা, আমার সর্ব্বসাধনার ইষ্টমন্ত্র – কোথায় তুমি? স্বামী, প্রভু— রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত, ধরণী শবসমাচ্ছন্ন! কোথায় তুমি, একবার বল, উচ্চ কণ্ঠে একবার বল—কোথায় তুমি!

রাজারাম। কে যোগিনি? এ মহাশ্মশানেও তুই! বল্ মা বল্ প্রহেলিকাময়ি, কার অন্বেষণে শোকোদ্বেলিত উচ্চকণ্ঠে গগনবক্ষ বিদারণ কচ্চিস্ বল্?

লক্ষ্মী। আর কার? আমার ইষ্টদেবতার, আমার সর্ব্বকামনার সা সর্ব্ব আশার আশার, সর্ব্বপ্রীতির আধার হৃদয়-দেবতার! বাঃ বাঃ, এই যে, এই যে - আগে থাকৃতেই শয্যা রচনা করেছ! তবে আমায় ডাক নি কেন নাথ? এ নও কি দাসী চরণে অপরাধিনী? নাও, আমায় সঙ্গে নাও, কে মৃত্যুর বন্ধুর পথে তোমায় পরিচর্য্যা করবে! দাসীকে সঙ্গে নাও!

রাজারাম। মা মা, বল্ কে তুই?

লক্ষ্মী। বাবা, আমি কর্ণাটের জায়গীরদারের কন্যা—বড় অভাগিনী, আজীবন প্রতিপ্রেম-কাঙালিনী।

রাজারাম। মা মা, আয় আয়! আমার গৃহ নেই; গৃহ শ্মশান হয়েছে! আয় মা—আমার সংসার-শ্মশানে তোকে নিয়ে গিয়ে মহাকালীর প্রতিষ্ঠা করি!

লক্ষ্মী। না বাবা, আর ত ফির্‌বো না! কেন ফির্‌বো? জীবনে কখনও স্বামীর আদর পাইনি; স্বামীর কাছে কখন এ হৃদয়-জ্বালা জুড়াবার অবসর ঘটে নি; কখন স্বামীর পদসেবার অধিকার লাভ করিনি! উপেক্ষায় গঠিত জীবন, উপেক্ষার তীব্র অনলে দগ্ধ হৃদয় স্বামীর এক বিন্দু করুণালাভের জন্য উন্মাদিনী-বেশে পথে পথে ফিরেছি; দেশে দেশে ছায়ার মত তাঁর অনুসরণ করেছি; উদ্‌ভ্রান্ত পন্থাহারা স্বামীর মঙ্গলের জন্য বাঁদী-বেশে মোগলের পরিচর্য্যা করেছি! আজ আমার সেই চির-আরাধ্য স্বামী মৃত্যুশয্যায়! ঐ চরণপ্রান্তে স্থান দেবার জন্য আমায় ডাক্‌ছেন—আরত ফির্‌বো না! আজ আমার স্বামি-মিলনের দিন—আরত ফির্‌বো না! আজ আমার ফুলশয্যার দিন—আরত ফির্‌বো না। এই দ্যাখ, এই শুভ মিলনের দিনে আজ আমি রক্তাম্বরা—আরত ফির্‌বো না!

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।)

গোবর্দ্ধন। দিদি দিদি, এই দ্যাখ, আমিও কেমন রাঙ্গা কাপড় পরে এসেছি? আমায় ফেলে যাস্ নি!

লক্ষ্মী। গোবর্দ্ধন, ভাই ভাই, আনন্দ কর, আনন্দ কর; প্রাণভরে আনন্দ কর; আমি স্বামীর ঘর কত্তে চলেছি! আর ভ্রাতৃস্নেহের শৃঙ্খলে আমার গতি আবদ্ধ করিস্‌নি! ঐ দেখ—ঐ আমার স্বামী আমায় ডাক্‌চেন? আর অপেক্ষা কত্তে পারি না; যাই—যাই; দাঁড়াও দাঁড়াও (মৃত্যু।)

লোকেশ্বরের পবিত্র চরণছায়ায় কর্ম্মদগ্ধ জীবনের তীব্র জ্বালা নিবারণ করগে। যাও বীর, সর্ব্বমায়ার বন্ধন ছিন্ন করে মায়াতীত লোকে গমন কর। তোমার জন্য শোক করব না। অশ্রু, অর্দ্ধপথে গতি সংযত কর! বল বীর, মা অষ্টভুজা।

রঙ্গ। মা—অষ্ট – ভু—জা।

(মৃত্যু।)

(পুষ্পমালামণ্ডিতা লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। কোথায় তুমি! আমার চির অকাঙ্ক্ষিত, আমার আরাধনার দেবতা, আমার সর্ব্বসাধনার ইষ্টমন্ত্র – কোথায় তুমি? স্বামী, প্রভু—রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত, ধরণী শবসমাচ্ছন্ন! কোথায় তুমি, একবার বল, উচ্চ কণ্ঠে একবার বল—কোথায় তুমি!

রাজারাম। কে যোগিনি? এ মহাশ্মশানেও তুই! বল্ মা বল্ প্রহেলিকাময়ি, কার অন্বেষণে শোকোদ্বেলিত উচ্চকণ্ঠে গগনবক্ষ বিদারণ কচ্চিস্ বল্?

লক্ষ্মী। আর কার? আমার ইষ্টদেবতার, আমার সর্ব্বকামনার সার, সর্ব্ব আশার আশার, সর্ব্বপ্রীতির আধার হৃদয়-দেবতার! বাঃ বাঃ, এই যে, এই যে – আগে থাকৃতেই শয্যা রচনা করেছ! তবে আমায় ডাক নি কেন নাথ? এখনও কি দাসী চরণে অপরাধিনী? নাও, আমায় সঙ্গে নাও, কে মৃত্যুর বন্ধুর পথে তোমায় পরিচর্য্যা করবে! দাসীকে সঙ্গে নাও!

রাজারাম। মা মা, বল্ কে তুই?

লক্ষ্মী। বাবা, আমি কর্ণাটের জায়গীরদারের কন্যা—বড় অভাগিনী, আজীবন প্রতিপ্রেম-কাঙালিনী।

রাজারাম। মা মা, আয় আয়! আমার গৃহ নেই; গৃহ শ্মশান হয়েছে! আয় মা—আমার সংসার-শ্মশানে তোকে নিয়ে গিয়ে মহাকালীর প্রতিষ্ঠা করি!

লক্ষ্মী। না বাবা, আর ত ফিরবো না! কেন ফিরবো? জীবনে কখনও স্বামীর আদর পাইনি; স্বামীর কাছে কখন এ হৃদয়-জ্বালা জুড়াবার অবসর ঘটে নি; কখন স্বামীর পদসেবার অধিকার লাভ করিনি! উপেক্ষায় গঠিত জীবন, উপেক্ষার তীব্র অনলে দগ্ধ হৃদয় স্বামীর এক বিন্দু করুণালাভের জন্য উন্মাদিনী-বেশে পথে পথে ফিরেছি; দেশে দেশে ছায়ার মত তাঁর অনুসরণ করেছি; উদ্‌ভ্রান্ত পন্থাহারা স্বামীর মঙ্গলের জন্য বাঁদী-বেশে মোগলের পরিচর্য্যা করেছি! আজ আমার সেই চির-আরাধ্য স্বামী মৃত্যুশয্যায়, ঐ চরণপ্রান্তে স্থান দেবার জন্য আমায় ডাকৃছেন—আরত ফিরবো না! আজ আমার স্বামি-মিলনের দিন—আরত ফিরবো না! আজ আমার ফুলশয্যার দিন—আরত ফিরবো না! এই দ্যাখ, এই শুভ মিলনের দিনে আজ আমি রক্তাম্বরা—আরত ফিরবো না!

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।)

গোবর্দ্ধন। দিদি দিদি, এই দ্যাখ, আমিও কেমন রাঙ্গা কাপড় পরে এসেছি? আমায় ফেলে যাস্ নি!

লক্ষ্মী। গোবর্দ্ধন, ভাই ভাই, আনন্দ কর, আনন্দ কর; প্রাণভরে আনন্দ কর; আমি স্বামীর ঘর কত্তে চলেছি! আর ভ্রাতৃস্নেহের শৃঙ্খলে আমার গতি আবদ্ধ করিস্‌নি! ঐ দেখ—ঐ আমার স্বামী আমায় ডাকৃচেন? আর অপেক্ষা কত্তে পারি না; যাই—যাই; দাঁড়াও দাঁড়াও (মৃত্যু।)

গোবর্দ্ধন। দিদি চল্লি! সঙ্গে নিলিনি! দে তোর একটু পায়ের ধূলা দে বাঙ্গালী জীবন সার্থক করি! ধন্য গোবর্দ্ধন; ধন্য, গুলিখোর ভেতো বাঙ্গালী—আজ তোর জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক! যাও দিদি-যাও; যাও মা যাও; আর তুমি আমার দিদি নও, আর তুমি আমার মা নও— তুমি আমার জগন্মাতা; তুমি আমার—কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী! জন্মের মত তোমার পায়ে প্রণাম করি।

(লক্ষ্মীর চরণে গোবর্দ্ধনের প্রণাম।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ*ঃ০—

সম্রাটের কক্ষ।

আরঙ্গজেব ও জেহানারা।

আর। কে আছ?

জেহা। জাঁহাপনা?

আর। গৃহের সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত কর।

জেহা। হকিমের নিষেধ আছে সম্রাট্, অনুমতি হয়ত তাঁরে ডাকি।

আর। না, প্রয়োজন নাই। কখনও কারো নিষেধ শুনি নাই, যদিও আজ সে মত পরিবর্ত্তিত; তথাপি প্রয়োজন নাই—উন্মুক্ত কর।

জেহা। (তথাকরণ, গমনকালে স্বগত) আমার সেই সহোদর আরঙ্গজেব আজ বিশ্বপতির বন্দনা কচ্চে; খোদা, সম্রাটকে শান্তি দাও;

আর। আঃ আঃ! খোদার মেহেরবাণী কি স্নিগ্ধ, কি মনোহর নিমেষে সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিলে! জেহানারা ভগ্নি—

জেহা। সম্রাট্!

আর। ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, দেখ্‌তে পাচ্চ চন্দ্রকিরণ-প্রতিঘাত আকাশ সীমাশূন্য, কিন্তু কেন্দ্র হতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত আলোকোদ্ভাসিত! সে আলোকে সঙ্কীর্ণতা নাই, অপূর্ণতা নাই; কোথায় কতদূরে কত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে ঐ উজ্জ্বল আলোকপিণ্ড, কিন্তু রশ্মি তার অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত মেঘরাশির উপরে, সম্রাটের শিরে, দীনের পর্ণকুটীরে—সমস্ত—সমস্ত বিশ্বসংসারকে আবৃত ক'রে রেখেছে।

জেহা। জাঁহাপনা!

আর। ভয় নেই, রোগের যাতনায় প্রলাপ বলচি না; মনে বড় কষ্ট! জেহানারা, আজীবনের ভ্রম, ভাই, আজীবনের ভ্রম। বুঝি ঘুচেছে; কিন্তু বড় বিলম্বে? জেহানারা——

জেহা। ভাই!

আর। জান, লোকে আমায় কি বলে? আরঙ্গজেব দাম্ভিক,, আরঙ্গজেব অত্যাচারী, আরঙ্গজেব নিষ্ঠুর,আরঙ্গজেব লোকে বিশ্বাসশূন্য। সত্য আমি দাম্ভিক, আমি অত্যাচারী, আমি নিষ্ঠুর, আমি লোকে বিশ্বাস-শূন্য। কিন্তু কেন জান? আশৈশব ধারণা ছিল ইস্‌লামধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্য জীবনে ও কার্য্যে আমি কঠোরতা অবলম্বন করেছি। আমার আশৈশব শিক্ষা আমায় নরহত্যায় উত্তেজিত করেছে, শিক্ষাদোষে ভেদ নীতি অবলম্বন কত্তে গিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যকে আমি খণ্ড খণ্ড করেছি।

জেহা। কতবার বলেছি ভাই, সাবধান! কত ভর্ৎসনা করেছ, কত তিরস্কার করেছ, তবু বলেছি—আরঙ্গজেব, ভুলে যেওনা যে, জননী

জন্মভূমির সুধাপূর্ণ দুইস্তন হিন্দু, মুসলমান উভয়েই পান করে পুষ্ট হচ্চে! তুমি শুনেও শোননি, শুধু বলেছ, এক হাতে তরবারি অন্য হাতে কোরাণ ইহাই মহম্মদের আদেশ, কাফের ধ্বংসই প্রকৃত মুসলমানের কাজ।

আর। তখন বুঝিনি যে, কাফের অর্থে হিন্দু নয়, পার্শী নয়, খৃষ্টিয়ান নয়—কাফের অর্থে, যে ধর্ম্মে অবিশ্বাসী! যার ধর্ম্ম আছে সে হিন্দুই হোক, পার্শীই হোক, খৃষ্টিয়ানই হোক—সে কাফের নয়, সে মহম্মদের বড় প্রিয়-পাত্র; হায় শিক্ষা, এত দিনে জ্ঞান দিলে কি কর্‌ব! খোদার মর্জ্জি!

জেহা। অধিক উত্তেজনায় অমঙ্গল হতে পারে; স্থির হও সম্রাট্!

আর। জেহানারা, মৃত্যুর সাগরে আমার জীবন-তরী ভেসেছে, আর মঙ্গল অমঙ্গল কি? ভগ্নি, জীবনের শেষ সীমায় তোমার পুণ্যরশ্মি আমার হৃদয়ে নূতন আলোক প্রজ্বালিত করেছে। আর আমি হিন্দুদ্বেষী নই। এই সত্য প্রমাণের জন্যই আমি মহারাষ্ট্রপতি রাজারামকে এখানে আহ্বান করেছি। তাঁর সহিত সন্ধির আয়োজন হয়েছে! আমি তাঁরই আগমনের অপেক্ষা কর্‌ছি, এই খানেই তাঁর সহিত সাক্ষাত কর্‌বো।

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা। জাঁহাপনা, মহারাষ্ট্রপতি রাজারাম!

আর। সেলাম দাও; দোবারিক, কাশিম খাঁকে আন; জেহানারা, অন্তঃপুরে যাও।

জেহা। (গমনকালে স্বগত) খোদা, তোমার একি ইচ্ছা! হিন্দু-স্থানের সম্রাটকে কবরের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে কি অভিনয় কচ্চ! যে হাতে নিষ্ঠুর অসি তুলে দিয়েছ, সেই হাতে কোমল আশীষ ঢেলে দিচ্চ! যে হৃদয় পাষাণ দিয়ে গড়েছিলে, তাতেই আবার স্নেহের প্রস্রবণ ছোটাচ্চ!

[প্রস্থান।

(রাজারামের প্রবেশ।)

রাজারাম। (কুর্ণিশ করিয়া) আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট্‌!

আর। খোদা তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে ?

রাজারাম। হাঁ জাঁহাপনা, এজন্য আমায় ত আহ্বান কর্‌বার বিশেষ আবশ্যক ছিল না ?

আর। অন্য আবশ্যক আছে; মহারাষ্ট্ররাজ, আমার সেনাপতি কাশিম খাঁ আমার রাজ্যের প্রভূত অনিষ্ট করেছে; আপনারও সর্ব্বনাশ করেছে; আপনি আমার সম্মুখে স্বয়ং তার বিচার কর্‌বেন বলে আপনাকে আহ্বান করেছি।

(বন্দী কাশিমকে লইয়া প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ।)

রাজারাম। ওকি, ওকি—ও এখানে কেন! মার্জ্জনা করুন সম্রাট্‌ ওর সম্মুখে আমায় থাকৃতে অনুরোধ কর্‌বেন না ?

আর। আপনি ওকে যেরূপ ইচ্ছা দণ্ড দিতে পারেন ?

রাজারাম। পৃথিবীতে এসে নিজে অনেক দণ্ড ভোগ করেছি; অপরকে দণ্ড দেবার প্রবৃত্তি আর নাই। যদি আমার মতে ওর বিচার হয়, তা হ'লে সম্রাট্‌ ওকে মুক্ত করে দিন। আমি ওর দণ্ড কামনা করি না।

আর। সে কি! আপনি উপহাস কচ্চেন ?

রাজারাম। না উপহাস নয়। আমি জানি ও শত শত মহাপাতক করেছে; আমার মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে আগুন জ্বেলেছে। কিন্তু সম্রাট্‌, পুণ্য যাকে পায়ে ঠেলেছে, মহাপাপে যে ডুবে আছে, সে কি দয়ার পাত্র নয়! অন্নহীনকে দেখে যদি করুণার উদ্রেক হয়, পুণ্যহীনকে দেখে তা

না হবে কেন! দৈহিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি সহানুভূতি পায়, সমুদ মানসিক সদ্‌বৃত্তি যার পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সে কি সহানুভূতি পেতে পারে না ওকে ইহলোক হতে অপসারিত কর্‌বেন না সম্রাট্।

আর। কাশিম, জান তুমি কি অপরাধে বন্দী?

কাশিম। বাদশার কার্য্যে ব্রতী ছিলাম, বাদশার মঙ্গলার্থ তরবারি ধরেছিলাম; সে তরবারিতে শত্রুধ্বংস করেছি; অপরাধ কি তাত জানি না জাঁহাপনা!

আর। তোমার অপরাধ গুরুতর; তুমি নিরপরাধের প্রতি অত্যাচার করেছ; শত শত বালক হত্যা করেছ; শত শত নারী হত্যা করেছ! মুসলমান-দণ্ডবিধি অনুসারে তোমার প্রাণদণ্ডই প্রশস্ত।

কাশিম। জানি জাঁহাপনা, দুনিয়ার দিন আমার ফুরিয়ে এসেছে, জাহান্নামে যাবার আমার সময় হয়েছে। কিন্তু যাবার আগে, শেষ নিশ্বাস বহির্গত হবার পূর্ব্বে, অধীনের একটি নিবেদন আছে—অনুমতি হয়ত বলি।

আর। বল্‌তে পার।

কাশিম। জনাব, আমার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, আমিও চল্লুম্। কিন্তু জাঁহাপনা, একজন পলিতকেশ, চক্ষুহীন, চলৎ-শক্তিশূন্য বৃদ্ধ—শীতাতপনিবারণের জন্য যাঁকে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ কত্তে হবে—তাঁর যদি এক টুক্‌রা রুটির, খোদাবন্দ, এক টুক্‌রা রুটির ব্যবস্থা করে দেন—তাহলে গোলাম নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পারে!

আর। কার কথা বল্‌চ?

কাশিম। আমার অশীতিপর বৃদ্ধ অন্ধ পিতা জীবিত।

রাজারাম। সম্রাট্, আমি মিনতি কচ্চি, করযোড়ে ভিক্ষা চাচ্চি, বন্দীকে ছেড়ে দিন! বন্দীকে ক্ষমা কর্‌বেন না; তার বৃদ্ধ পিতাকে ক্ষমা

রুন—ক্ষমা করুন, সম্রাট্, ক্ষমা করুন! যদি যথার্থ মোগল-সম্রাট্ মাদের আর ঘৃণার চক্ষে না দেখেন, তা'লে তার নিদর্শনস্বরূপ বন্দীকে স্ত মুক্ত করবার অনুমতি দিন! যাও কাশিম; তোমার বৃদ্ধ পিতার ন আনন্দ তুমি—যাও, পিতার হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করগে!

(মুক্তকরণ।)

আর। মহারাষ্ট্রপতি এতদিনে বুঝ্লুম্ কেন আপনার নামে হারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় নব জীবনের অপূর্ব ধারা প্রবাহিত হচ্চে; কোন্ গুণে আপনি মহারাষ্ট্রবাসীকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। আমিও এ অভাবনীয় সুযোগ বৃথা যেতে দিবনা—মোগল হারাষ্ট্রীয়ের এই মহাসম্মিলন চিরস্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে আজ আমি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র শাহুকে কারামুক্ত কল্লুম্।

রাজা। কি বল্লেন সম্রাট্—শাহু মুক্ত শিবাজীবংশের আসন্ন-লোপাশঙ্কা দূরীভূত! মাতৃরক্তপাতে যে মহাবিপ্লবের সূচনা—মায়ের আশীর্ব্বাদেই আজ তার শান্তি! সাধ্বী শিরোমণি, সতীলোক হতে দেখ মা—যে পুত্রের জন্য নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছিলে, আজ তোমার সেই হৃদয়ের ধন তোমারই পুণ্যে তোমারই মত পুণ্যময়ী তোমার সাধের জন্মভূমির কোলে ফিরে আস্ছে। সম্রাট্, পিতৃদেবের এই পুণ্য রাজমুকুট নিন; স্বহস্তে শাহুর শিরে পরিয়ে দেবেন।

আর। সে কি মহারাষ্ট্রপতি!

রাজা। আর আমায় ও সম্ভাষণ কর্বেন না। গচ্ছিত ধনের ন্যায় প্রাণান্ত যত্নে যে রাজ্যভার এতদিন বহন করেছি, আজ তাহা প্রকৃত অধিকারীকে যে প্রত্যর্পণ কত্তে পাল্লুম্—এই আমার যথেষ্ট! আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে—প্রার্থনা করি, আপনার সাম্রাজ্যে যেন চিরশান্তি বিরাজ করে!